কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তিকে জানতে হবে!!!

১। আমি কোত্থেকে এলাম? আমি কোথায় এলাম? আমি কোথায় ফিরে যাব?
২। সিরাতে মুস্তাকিম বলতে কাঁদের পথকে বুঝানো হয়েছে?
৩। মহানবী (সা:)-এর আহ্‌লে বাইত (আ:) বলতে কাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে?
৪। মহানবী (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর যুগের ইমামের মারফত ছাড়াই মৃত্যুবরণ করলো সে জাহিলিয়াতে মৃত্যুবরণ করলো! আপনি সেই ইমামকে চেনেন?
৫। কাঁদের উসিলায় হযরত আদম (আ:)-এর দোয়া কবুল হয়েছিল?
৬। কাঁদের উপর নামাজে দরুদ না পাঠালে নামাজ কবুল হয় না?
৭। কাঁদের পবিত্র কোরআনে পবিত্রতার সনদ দেওয়া হয়েছে?
৮। আল্লাহ্ রিসালাতের পারিশ্রমিক আমাদের কাছে কি চেয়েছেন? পারিশ্রমিক ছাড়া আমাদের আমল কবুল হবে কি?
৯। মহানবী (সা:)-এর প্রথম বিবাহের খুৎবা কে পাঠ করেছিলেন?
১০। কাঁদের আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা পবিত্র কোরআনে ফরজ করা হয়েছে?
১১। আপনি যেই জান্নাতে যেতে চান, সেই জান্নাতের সরদারদের চিনেন? ও তাঁদের মারেফত অর্জন করেছেন কি?
১২। মহানবী (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতেরা আমার পর ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এদের মধ্যে ১টি দল পরকালে মুক্তি পাবে। কোন দলটি?
১৩। মহানবী (সা:) কার অনুসারীদের জান্নাতি ঘোষণা করেছেন?
১৪। মহানবী (সা:) বলেছেন, আমার পর ১২জন নেতা হবে, সবাই কোরাইশ থেকে হবে, তাঁদের পরিচয় ও নাম কি?
১৫। মহানবী (সা:) কাউকে ওসিয়ত হিসেবে নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন কি?
১৬। কে মহানবী (সা:) কে ওসিয়ত লিখতে বাধা দিয়েছে?
১৭। মহানবী (সা:) বিদায় হজ্বে কোন দু'টি বস্তু অনুসরণ করতে হুকুম দিয়েছিলেন? পবিত্র কোরআন ও আহ্‌লে বাইত? নাকি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ ?
১৮। মহানবী (সা:) মোবাহেলার মাঠে কাঁদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন?
১৯। মহানবী (সা:) দাওয়াতে জুলআশিরায় কি ঘোষণা দিয়েছিলেন?
২০। মহানবী (সা:) গাদ্বিরে খুমে কি ঘোষণা দিয়েছিলেন?

আল্লাহ্'তায়ালা আমাদের যে অবকাশ দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাবার আগেই, আমাদের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার জন্য আমরা সবাই সজাগ ও সচেতন হই!

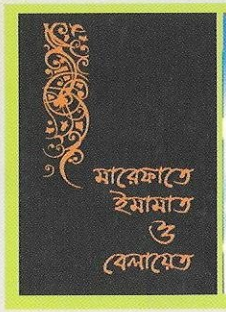

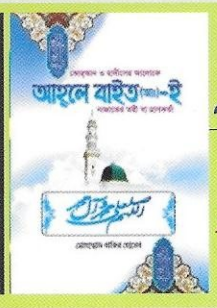

Awa
Jazak Allah Khair Series-02

A Book Published By
Mohammad Nazeer Hossain
Ahle-Bayt-Wilayat & Awliya-Link
E-mail_nazeerbd@gmail.com

মহানবী (সাঃ)-এর

আহ্‌লে বাইত (আঃ)-ই

নাজাতের উসিলা

اللهم صل على محمد وآل محمد

মোহাম্মাদ নাজির হোসেন

মহানবী (সাঃ)-এর
আহ্‌লে বাইত(আঃ)-ই
নাজাতের উসিলা

লেখক, সংকলন ও গবেষণায়
মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন

সম্পাদনায়
মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন
মিসেস মেহজাবিন নাজির

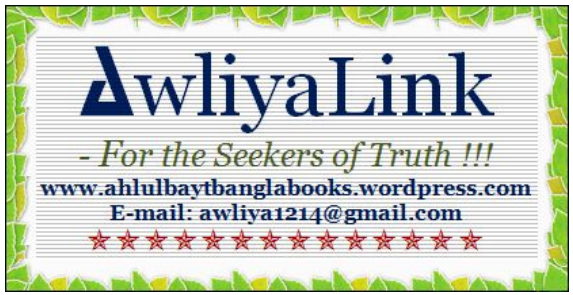

প্রকাশনায়
(AWA)
Mohammad Nazeer Hossain
Ahle-Bayt-Wilayat & Awliya-Link
আহ্‌লে-বাইত-বেলায়েত এন্ড আউলিয়া-লিংক

নিবেদন

উন্মুক্ত চিন্তা-চেতনা, নির্মোহ মন-মানসিকতা, জ্ঞানগর্ভ যুক্তি, মাযহাব গত আকীদার অন্ধবিশ্বাস ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি মুক্ত মানসিকতা নিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থটি অধ্যয়নের অনুরোধ করা গেল। আশা রাখছি যা "সিরাতে মুস্তাকিমের" পথ অনুসন্ধানে সহায়তা করবে। আমার এ গ্রন্থ সত্যাকাঙ্ক্ষী ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হোক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট এ প্রার্থনাই করছি।

মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত (আঃ)-ই নাজাতের উসিলা
লেখক, সংকলন, ও গবেষণায়
মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন
সম্পাদনায়
মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন
মিসেস মেহজাবিন নাজির
প্রকাশকাল
জুন-২০১৪, ইং
প্রকাশনায়
(AWA)
Mohammad Nazeer Hossain
Ahle-Bayt-Wilayat & Awliya-Link

E-mail:-nazeerbd@gmail.com

হাদিয়া : ৮০.০০ টাকা

লেখকের আলোচিত গবেষণাধর্মী প্রকাশীত গ্রন্থ।
(১) কোর্‌আন ও হাদীসের আলোকে আহ্‌লে বাইত (আঃ)-ই নাজাতের তরী বা ত্রাণকর্তা।
(২) মারেফাতে ইমামত ও বেলায়েত।
(৩) মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত (আঃ)-ই নাজাতের উসিলা।

লেখকের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।
(১) মারেফাতে ঈমানে হযরত আবু তালেব।
(২) সত্য উন্মোচন বা সংশয়ের অপনোদন।

[মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন কর্তৃক সকল □বত্ব সংরক্ষিত]
লেখক মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন-এর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বই হুবহু কিংবা-এর কোন অংশ পূর্ণমুদ্রণ বা ফটোকপি ইত্যাদি মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে যে কোন রূপান্তর করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

লেখকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি এবং দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব রাহমাতাল্লিল আলামিন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র ইতরাত, আহ্লে বাইত (আঃ)-এর উপর।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়া এবং রহমত আপনাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

আম্র বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার;
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা আবশ্যক যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে, এরাই হল সফলকাম।" (সূরা-আলে-ইমরান, আয়াত-১০৪)

"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের হিতের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটান হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখ।" (সূরা-আলে-ইমরান, আয়াত-১১০)

"কসম যুগের, অবশ্যই সকল মানুষ রয়েছে ভীষণ ক্ষতির মধ্যে, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্যের (হকের) উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা-আসর, আয়াত-১-৩)

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা। (১) আমি কোত্থেকে এলাম? (জন্মের উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা)। (২) আমি কোথায় এলাম? (জন্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা) (৩) আমি কোথায় যাব? (জন্মের গন্তব্য বা জীবনের শেষ পরিনতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা)।

জীবনের এই তিনটি মৌলিক জিজ্ঞাসাই মানবকে ধাবিত করে অর্থবহ জীবনের সন্ধানে। আর এগুলোর সঠিক সমাধানের উপর নির্ভর করে তার স্বার্থক জীবন। মানব জীবন হয়ে ওঠে তাৎপর্যমন্ডিত পরিপূর্ণ। প্রকৃত ঐশী ধর্মের আবির্ভাব মূলত মানব সন্তানের জীবন জিজ্ঞাসার যর্থাথ সমাধান দানের উদ্দেশ্যই। "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৫৬)

খবর এলো, আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আঃ)-এর একজন সহচর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বন্ধু-বান্ধুব ও আত্মীয়-স্বজন এ সংবাদে ব্যথিত হন এবং আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বেশ কিছুদিন পর জানা গেল যে, তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি সঠিক নয়। তিনি জীবিত আছেন। পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতি জনেরা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেন.....।

এ উভয় সংবাদ হযরত আলী (আঃ)-এর নিকট পৌঁছুলে, তিনি তাঁর সহচরের জন্য নিম্নোক্ত চিঠি লেখেনঃ

তোমার সম্পর্কে এমন একটি সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছিলো যা তোমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে অত্যন্ত শোকাহত করেছিল এবং তাদেরকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এর কিছুদিন পর অন্য একটি সংবাদ এলো যা পূর্বের সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে আনন্দিত করেছিল। এ দুটো সংবাদ সম্পর্কে তুমি কি ভাবছো? তুমি কি ভাবছো যে, "এ খুশী ও আনন্দ সব সময় থাকবে?" কিংবা ভাবছো যে, "এ খুশী ও আনন্দ এক সময় আবারও বিলীন হয়ে যাবে?"

আচ্ছা, প্রথম খবরটি যদি সত্যি হতো, আর তুমি যদি এতক্ষণে পরকালে থাকতে তাহলে আল্লাহর কাছে কি চাইতে? তুমি কি যথেষ্ট পাথেয় ও সঞ্চয় সহকারে পরকালে হাজির হতে? কিংবা তুমি কি চাইতে, আল্লাহ তোমাকে আবারও দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনুন এবং সৎকর্ম করার ফুরসত দিন?

মনে কর যে প্রথম সংবাদটি বাস্তবিকই ঘটেছিল আর তুমি পরকালে গমনের মাধ্যমে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছ। এবার পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসেছ সৎকাজ করার জন্য। এমনটি ভাবো যে, আল্লাহ পাক তোমার ইচ্ছা পূরণ করেছেন এবং তোমাকে পার্থিব জগতে ফিরে আসার সুযোগ দান করেছেন। এখন তুমি কি করবে? "ক্ষিপ্রতা ও মনোযোগ সহকারে প্রকৃত জীবনের জন্য সম্বল ও পাথেয় সঞ্চয় করবে?" তোমার পরকালের চিরন্তন আবাসস্থলের জন্য কি কিছু প্রেরণ করছো? সৎ কর্ম, উত্তম কাজ, দান-খয়রাত, দোয়া প্রার্থনা, ইবাদত..... ইত্যাদি কি প্রেরণ করছো?

কিন্তু জেনে রাখো যে, "পার্থিব জীবনে কিছুই সঞ্চয় না করে শূন্য হাতে পারলৌকিক জীবনে যদি গমন কর, সেখান থেকে ফিরে আসবার কোন পথ আর খুঁজে পাবে না"। তখন দুঃখ, আফসোস ও অনুশোচনা করা ছাড়া কোন গতি থাকবে না। মনে রাখবে অতি দ্রুত বহমান দিনরাত্রির একমাত্র চেষ্টা ও সাধনা হচ্ছে আয়ু কমিয়ে আনা ও মৃত্যুকে নিকটবর্তী করা এবং মানুষকে তার শেষ পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। "প্রত্যেকের জীবনে এ অন্তিম মুহূর্ত অবশ্যই আসবে এবং তাকে পরকালীন জীবনে পদার্পণ করতেই হবে"।

সুতরাং নিজ হীন ও বস্তুবাদী আশা আকাঙ্খাগুলোকে কমিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র পথে ও খোদায়ী মূল্যবোধের দিকে ফিরে আসো। "পারলৌকিক জীবনে যাত্রার জন্য তাকওয়া ও সৎ কর্মের দ্বারা পুণ্যের বোঝা ভরতি কর"।

জেনে রাখো যে, "মৃত্যু পরবর্তী জীবনের যাত্রা পথে অবশ্যই অনেক কষ্ট ও দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হবে"। তোমার পাথেয় যদি তাকওয়া না হয় তাহলে পদস্খলন ঘটবে ও জাহান্নামের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। গুনাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখো যাতে করে "বেহেশতে রেজওয়ানে বিশ্বাসী ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হতে পারো"।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ) তাঁর এ বক্তব্যে পরকালের যাত্রা পথের বিভিন্ন ভয়ংকর দৃশ্যাবলী, বিপদ সংকুল স্থানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তাঁর বক্তব্য বাস্তবিকই কেবল ইঙ্গিত মাত্র। কেননা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়া উপায় নেই। এর স্বরূপ ও ঘটনাবলী ভালো করে জানতে ও বুঝতে হলে "পবিত্র কোরআন ও

মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র ইতরাত, আহ্‌লে বাইত (আঃ) থেকে সাহায্য নিতে হবে"। কোরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামতের ঘটনা ও দৃশ্যাবলীকে অবলোকন করতে হবে। তারপরও কিয়ামত বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সত্যিকার স্বরূপ উপলব্ধি বা উদঘাটন করা সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিত শুনে থাকি যাতে করে অন্ততঃ এতটুকুন উপলব্ধি করতে পারি যে, যে কঠিন দিনটি আমাদের সম্মুখে রয়েছে তা আমাদের ব্যক্ত ও উপলব্ধি শক্তির উর্ধ্বে। তাই নিজেদেরকে অবশ্যই ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে যাতে সেই কঠিন ও ভয়ংকর পথটি অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সহজ হয় এবং সহজেই চিরকালীন বেহেশত ও মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমল দ্বারা প্রতিমুহূর্তে এ 'জান্নাত' অথবা 'জাহান্নাম' নির্মাণ করে যাচ্ছে। এই পার্থিব জীবনের পর আরো একটি জীবন রয়েছে, আজকের শেষে আগামীকাল সম্মুখে রয়েছে এবং এই ইহজীবনের পর মানুষকে অপর একটি চিরন্তন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। পার্থিব জীবনের মত সেখানেও সে তার স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করবে। মানুষের পরলৌকিক, জীবনের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য তার ইহজীবনের কর্মের উপর নির্ভরশীল। এ দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ। মানুষ এ দুনিয়ায় তার নফস অর্থাৎ অন্তর নামক ক্ষেতে যা কিছু চাষ করবে কিংবা রোপন করবে আখেরাতে সে তারই ফসল লাভ করবে। আজ সে কিসের বীজ বপন করবে, যাতে আগামীকাল সে উত্তম ফল লাভ করতে পারে? কোন পথটি অতিক্রম করলে সে পরজীবনে অপরিমিত কল্যাণ লাভ করবে? তার কর্মপদ্ধতিতে সে কোন কর্মসূচির অনুসরণ করবে ? কিভাবে সে অগণিত ভ্রান্তপথ থেকে "সিরাতে মুস্তাকিমের" পথ বেছে নিতে পারবে? "বর্তমানে তার পথ প্রদশকই বা কে?"

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন–"স্মরণ কর, সেদিনের (কেয়ামতের) কথা যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ আহবান করব।" (সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭১)

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামের মারফত ছাড়াই মৃত্যুবরন করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।" সূত্রঃ-মুসনাদে হাম্বাল- খঃ, ৪, পৃঃ, ৯৬)

আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি আমরা সজাগ ও সচেতন হই। "নিজের যুগের ইমামের মারেফাত অর্জনের চেষ্টা করি। অন্যথায় কুফ্‌রের মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাবোনা। কুফ্‌রের মৃত্যুর পরিণাম ফল জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

মানুষের কর্মই তার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যর কারণ। তাই সে তার জীবন চলার পথে এমন এক সুক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ কর্মসূচির প্রয়োজন বোধ করে। যে কর্মসূচি তার দুনিয়া ও আখেরাতের এবং দেহমন উভয়ের স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। তার পার্থিব জীবনের কর্মসূচি এরূপ হবে, যা একদিকে তার পারলৌকিক জীবনের ও রূহের ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হবে না। আর অপরদিকে তার রূহ বা নফসের কর্মসূচিকে নির্ধারন করবে, যা তাকে নিরাপদ বাসস্থানে পৌছে দেবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সহায়ক হবে। মানুষ কি নিজেই তার সৌভাগ্য লাভের জন্য এরূপ একটি পরিপূর্ণ ও সুক্ষ্ম কর্মসূচি "ঐশী সংবিধান" নিজ বুদ্ধি চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারন করতে পারে? সে কি তার আত্মিক ও পরকালের চাহিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত? আচ্ছা মানুষ কি দেহ ও আত্মা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত? সে

কি জানে যে, কোন বিষয় এবং কোন কাজটি তার ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ? কোন সব কাজ মানুষের অন্তরকে নিস্প্রভ ও কলুসতাময় করে তোলে? মানুষ কি একাকী তার "সিরাতে মুস্তাকিম" ও সৌভাগ্যের পথটিকে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ থেকে বেছে নিতে পারে? না.....সে পারে না! তার জ্ঞান এত বিস্তৃত নয়। মানুষ তার এ স্বল্প আয়ু ও সংকীর্ণ চিন্তাবুদ্ধির দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের কর্মপন্থা নিধারন করতে পারে না। তাহলে কে করতে পারে ? একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সে ক্ষমতা নেই। কেননা তিনিই হচ্ছেন মানুষ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা। তাই একমাত্র তিনিই এ সৃষ্ঠিজগৎ ও মানুষের সব রহস্য ও জটিলতার পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সৌভাগ্য লাভের পন্থা ও উপায় সম্বলিত কর্মসূচি নির্ধারন করেন। অতঃপর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'নবী, রাসূল, খলিফা, ইমাম বা এক কথায় হাদীর' দ্বারা তা পৌছান। যাতে সে আল্লাহর কাছে কোনরকম অজুহাত দেখাবার প্রয়াস না পায়।

যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করছেন "সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের আমি এজন্য প্রেরন করেছি যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন ওজর আপত্তি না থাকে।" (সূরা-নিসা, আয়াত-১৬৫); "আমিই আপনাকে সত্যসহ প্রেরন করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন উম্মত ছিল না যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারি আসেনি।" (সূরা-ফাতির, আয়াত-২৪); "আপনি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক কওমের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।" (সূরা-রাদ, আয়াত-৭); "আমি প্রত্যেক কওমের মধ্যেই কোন না কোন রাসূল প্রেরন করেছি.....।" (সূরা–নাহ্‌ল, আয়াত-৩৬) "আমি এ কিতাবের (কোর্‌আনের) অধিকারী (ওয়ারিশ) করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে পছন্দ করেছি।" (সূরা–ফাতির, আয়াত-৩২)

মানব সৃষ্টির প্রথম হেদায়াতকারী ছিলেন ঐশী মানব হযরত আদম (আঃ) অতএব সৃষ্টি জগৎকে সার্বিক ভাবে পরিবেষ্টন করে রেখেছে ঐশী আলো। আর সৃষ্টি জগতের পরিসমাপ্তিতেও থাকবেন একজন ঐশী মানব যিনি 'ইমাম মাহদী (আঃ)' নামে পরিচিত। হয়তবা-এর মূলতঃ কারণ হল মানব জাতি সত্য পথে চলার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সম্মুখে অজুহাত উপস্থাপনের কোন প্রকার অবকাশ না পায়। হেদায়েতের এই দুই বন্ধনীর মধ্যে অবস্থান করছে মানব জাতি। সুতরাং মানুষ কখনো ঐশী পথ প্রদর্শক শূন্য অবস্থায় থাকবে না। মহানবী (সাঃ) দুনিয়াতে আগমন করে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটান। তিনি হলেন শেষ নবী তাঁর পরে আর কোন নবী আগমন করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁর অবর্তমান কাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে মানব জাতিকে সত্যের "সিরাতে মুস্তাকিমের" দিকনির্দেশনা দেবে কে? আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব যে "সিরাতে মুস্তাকিমের পথে" অবিচল আছি? 'আজ দু'জন মুফতি বিপরীত মুখী দু'রকম কথা বলেন।' প্রত্যেকটি ফেরকা অন্য ফেরকাকে বিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে থাকেন। তাহলে প্রকৃত সত্যের আলো কোথায় পাওয়া যাবে? সম্মানিত পাঠক আপনার কাছেই যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূলের যুগের মতই মুসলমানগন যদি আজ একটি একক জাতি হিসেবে থাকত, তাহলে কেমন হত? মুসলমানজাতি আজ চরম দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যদি প্রশ্ন করি, এত সব ফেরকার উৎপত্তির মূল কারণ কি? তাহলে কি উত্তর দিবেন? নিশ্চয় আমি ও আপনার মত সাধারণ লোকেরা এত সব ফেরকার

সৃষ্টি করেনি। তাহলে করলো কারা? আর যারা ফেরকা সৃষ্টি করেছেন তারা কি ভালো কাজ করেছেন? ফেরকা হল রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শকে ভুল অনুধাবনের একটি ফল। যাকে আমরা মাকাল ফলের সাথে তুলনা করতে পারি। যার বাহ্যিক অবয়ব অতি সুন্দর ইসলামের মতই কিন্তু অভ্যন্তরে অবস্থান করছে আমাদের কামনা বাসনায় তৈরি এক নতুন আদর্শ। আজ কোন ফেরকাই স্বীকার করবেন না যে তারা মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শকে ভুল অনুধাবন করেছেন। কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে! আজকে আমরা পবিত্র ইসলামে, মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে, যে ফেরকাবন্দী বা দল বিভক্তি দেখছি, তা আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ) কিংবা পবিত্র কোর্‌আনকে কেন্দ্র করে হয়নি, হয়েছে খিলাফত বা ইমামতকে হস্তক্ষেপ করার কারনে। মহানবী (সাঃ)-এর পর উম্মতে মোহাম্মদীকে কে "সিরাতে মুস্তাকিমের" পথে পরিচালিত বা দিকনির্দেশনা দিবে তা নিয়ে, রাসূল (সাঃ) আজকের দিনের অবস্থা সম্পর্কে ভালো ভাবে অবগত ছিলেন। কেননা একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতেরা আমার পর ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এদের মধ্যে ১টি দল পরকালে মুক্তি পাবে, আর বাকি দলগুলো পথভ্রষ্ট বা তারা জাহান্নামী হবে।" সূত্রঃ-মুসতাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১০৯; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৩, পৃঃ-১৪; সহীহ্ তিরমীজি, খঃ-৫, হাঃ-২৬৪২, (ই,ফাঃ)। মহানবী (সাঃ) এটাও বলে গেছেনঃ "আমার উম্মতের একটি দল (মাযহাব) সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" সূত্রঃ-সহীহ বোখারী, খঃ-১০, পৃঃ-৫০৩, হাঃ-৬৮১৩, (ই,ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৪৭৯৭, (ই,ফাঃ); সহীহ্ তিরমীজি, পৃঃ-৬৯৩, হাঃ-২১৯০, (সকল খন্ড একত্রে,তাজ কোং); সহীহ্ বুখারী, পৃঃ-১১১৩, হাঃ-৬৮০৪, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং)। মহানবী (সাঃ) এটাও বলেছেন যে, "তাঁর পর তাঁর অনুসারীর মধ্যে অনেকে নিজেদের পূর্ববর্তী (কুফরীর) অবস্থায় ফিরে যাবে।" সূত্রঃ-সহীহ বোখারী শরীফ, পৃঃ-১০৮৩, হাঃ-৬৫৮৬-৬৫৯০, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং, ২০০৯ ইং); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-১, হাঃ-১৩১, ১৩৩; (ই,সেন্টার)। "এবং তাঁর উম্মত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত করবে।" সূত্রঃ-সহীহ বোখারী, খঃ-১০, হাঃ-৬৫৯৭-৬৬০০, ৬৪০২-৬৪০৩, (ই,ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৭, হাঃ-৬৮০৬; (ই,সেন্টার); সহীহ বোখারী শরীফ, পৃঃ-১০৫৫, হাঃ-৬৩৯২,৬৩৯৩, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং, ২০০৯ ইং)। এবং রাসূল (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, "আমার পরে এমন সব ইমাম হবে (নেতা হবে) যে আমার হেদায়েত অনুসারে আমল করবে না এবং আমার সুন্নাতকে আমলের উপযুক্ত মনে করবে না এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে হতে এমন লোকেরা উঠে দাঁড়াবে, যাদের দেহ হবে মানুষের মত কিন্তু অন্তর হবে শয়তানের।" সূত্রঃ-সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৬, পৃঃ-৩৯৩, হাঃ-৪৬৩৪; (ই,সেন্টার); সহীহ্ মুসলিম, পৃঃ-৭৫১, হাঃ-৪৬৩৩, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং)।

মহানবী (সাঃ) এটাও বলেছেন যে, "হাউজে কাউসারে আমার কিছু সাহাবীকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বিতাড়িত করে দেওয়া হবে।" সূত্রঃ-সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৭, পৃঃ-৩৭৩,৩৭৯, হাঃ-৫৮০৭, ৫৮২৫, (ই,সেন্টার); সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-৬, হাঃ-৬০৭৬, ৬১১৯, ৬১২৫-৬১২৮, ৬১৩১-৬১৩২, ৬৫৫৯-৬৫৬১; (আধুনিক)।

কিন্তু প্রশ্ন হল? এই মহা-সমস্যা থেকে মুক্তি বা "সিরাতে মুস্তাকিমের" সত্যপথ পাওয়ার কোন দিকনির্দেশনা কি তিনি দিয়ে যাননি? যদি তিনি পথনির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তাহলে তা আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করা উচিত। আর যদি কোন পথনির্দেশনা না দিয়ে থাকেন, তবে বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। যথাক্রমেঃ তিনি তাহলে

কিভাবে "রাহমাতাল্লিল্ আলামিন" হলেন? যিনি উম্মতের সমস্যাকে শনাক্ত করতে সক্ষম, কিন্তু সমাধান দিতে পারেন না। কেয়ামতের দিন আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অজুহাতের স্বরে বলতে পারবো যে, "ইয়া রাব্বুল আলামিন" পৃথিবীতে আমরা বিভিন্ন ফেরকার বা মাযহাবের দেখানো পথের অনুসরণ করেছি। কোন পথে চলতে হবে সেক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-এর কোন দিকনির্দেশনা পাইনি। তাই আমরা জন্ম সূত্রে বা হাতের কাছে যে ফেরকা বা মাযহাব পেয়েছি, তারই অনুসরণ করেছি। কিন্তু এরকম সকল প্রকারের বাহানার ভিত্তিকেই মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোর্‌আনে বাতিল করে দিয়েছেন।"সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের আমি এজন্য প্রেরন করেছি যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন ওজর আপত্তি না থাকে।" (সূরা-নিসা, আয়াত-১৬৫) ।

তাই আমরা কোরআনের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, মহানবী (সাঃ) কেয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে মানব জাতিকে বিভিন্ন ভাবে পথনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কোরআন ভিত্তিক এ যাতীয় বিশ্বাসই সর্বাধিক সত্য। এখন প্রশ্ন হল যখন সমস্ত মাযহাব বলছে সত্যের আলো তারাই বহন করছেন তখন সেখানে আমরা কিভাবে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত ও আল্লাহ প্রদত্ত পথকে বেছে নিতে পারবো? এবং রাসূল (সাঃ)-এর পর এ নেতৃত্বের দায়িত্ব কার? এ ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে কি? কেননা ইসলামের নিয়ম কানুন ও বিধান চিরন্তন ও সর্বকালেই প্রযোজ্য। তাই রাসূল (সাঃ)-এর পর এই ঐশী ব্যবস্থাকে অবশ্যই অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। যেমন পবিত্র কোরআনের ঘোষণা

"আপনি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছে পথ প্রদর্শক।" (সূরা-রাদ, আয়াত-৭); আরো ঘোষণা হচ্ছে-"আমিই আপনাকে সত্যসহ প্রেরন করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন উম্মত ছিল না, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারি আসেনি।" (সূরা-ফাতির, আয়াত-২৪);

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করছেন, "আর স্মরণ কর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তখন তারা (ফেরেশতারা) বললঃ–আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরা তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ বললেন। অবশ্যই আমি যা জানি তা তোমরা জানো না।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-৩০)

উক্ত, আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-কে সর্বপ্রথম প্রতিনিধি মনোনীত করার সম্পর্কে বর্ণিত এবং এখানে লক্ষনীয় বিষয় এই যে আল্লাহপাক এখানে বলেননি যে, হে ফেরেশতারা তোমরা যেহেতু মাসুম সর্বদা আমার বন্দেগীতেই মগ্ন থাক তোমরা নিজেরাই ইজমা-কেয়াস করে তোমাদের ইচ্ছা মত কাউকে আমার প্রতিনিধি মনোনীত করো। এটাও বলেননি যে, আমি দুনিয়াবাসীদের ইজমা-কেয়াস দ্বারা নির্বাচনে তাদের আমার প্রতিনিধি বানানোর অধিকার দেব, এটাও বলেননি যে, লোকে যাকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। আমি তাকে সমর্থন দিবো। বরঞ্চ আল্লাহ ঐ পদ্ধতিগুলো ত্যাগ করে দৃঢ়তার সহিত বলেছেন যে আমি স্বয়ং দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করব এবং এটাতে অন্যের হস্তক্ষেপের কোনই

অধিকার নেই। আর ফেরেশতারা যখন আল্লাহর কাছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ফেরেশতাদের সেই অনুরোধকে রদ করে এক তীব্র উত্তরে তাদের অনুরোধ বাতিল ঘোষণা করলেন ও বললেনঃ– "অবশ্যই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।"

পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যদি মাসুম, নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরই প্রতিনিধি মনোনয়ন-এর কোন অধিকার নাই, তাহলে ভ্রান্তিযোগ্য মানুষ কি করে এমন মনোনয়নের পুরো দায়িত্ব নিজেদের উপর তুলে নিতে পারে? উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ "ইন্নি ও জায়েলোন" শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ আমিই (আল্লাহ) নিযুক্ত করব। তার পর ইজমার প্রশ্ন মোটেই আসতে পারে না কারণ "জায়েলোন" শব্দ ইসমে ফায়েলের সেগারূপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যা "পূর্বে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বর্তিবে" এবং "জায়েলুন এর সঙ্গে ইন্নি" শব্দ যোগ করে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এটা স্পষ্ট করেদিয়েছেন যে প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, অন্য কেউ এটা করলে খোদার উপর খোদাগিরি হবে, তাই নয় কি?

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে আল্লাহ মানবজাতি সৃষ্টি করার আগে একজন হাদী বা হেদায়াতকারীকে প্রথমেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যেমন হযরত আদম (আঃ) কে, কিন্তু কেন? কেন তিনি সাধারন মানুষকে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রেরন করলেন না? এটা কি আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় নয় কি? এটার কারণ হচ্ছে, আমরা সবাই জানি ইবলিস শয়তান-এর কথা সে আদম (আঃ)-এর আগে পৃথিবীতে বসে আছে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাই আল্লাহ চাননা তার সৃষ্টি এটা না বলতে পারে যে, আল্লাহ আপনি তো আমাকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কোন হেদায়াতকারী পাঠাননি আর শয়তানতো প্রথম থেকেই উপস্থিত ছিল আমাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য তাই আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি, আল্লাহ এই অভিযোগ-এর কোন সুযোগ রাখেন নি, আল্লাহ চান না তার সৃষ্টি এক সেকেন্ড-এর জন্যও হেদায়াতকারী ব্যতিত থাকুক, তাই তিনি "সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে প্রথম হেদায়াতকারী হযরত আদম (আঃ)-কে প্রেরণ করার পর সাধারন মানুষের ধারাবাহিকতা তারই মাধ্যমে শুরু করলেন, যাতে প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করার পর সঙ্গে সঙ্গে হেদায়াতের ছায়া পায় তা থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে। যে আল্লাহ সৃষ্টিকে এক সেকেন্ডের জন্য হাদী ব্যতিত রাখতে চান না, সেই আল্লাহ মহানবী (সাঃ)-এর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি আগমন করবে, তাদের হেদায়াতকারী ব্যতিত ছেড়ে দিবেন, এটা বিবেক গ্রহণ করতে চায় কি? কারণ ঐশী মহামানব নবী (সাঃ)-এর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না কিন্তু এই ঐশী সংবিধানকে কে রক্ষা করবে? তাই অবশ্যই মানতে হবে যে এমন একজনকে উপস্থীত থাকতে হবে যিনি এই ঐশী সংবিধান-এর রক্ষাকারী ও ওয়ারিশ হবেন ও তাকে অবশ্যই আল্লাহর দ্বারা মনোনীত হতে হবে" সে নবী হবেনা, সে নবীর উত্তরাধিকারী হবে, "বর্তমানে এই ঐশী সংবিধান-এর রক্ষাকারী ও ওয়ারিশ হলেন, মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত–এর শেষ সদস্য ঐশি মানব যিনি ইমাম মাহদী (আঃ) নামে পরিচিত।" পবিত্র কোর্‌আনে আল্লাহ্ পাক বলেন, "স্মরণ কর, সেদিনের (কিয়ামতের) কথা যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ (নেতাসহ) আহবান করব....।" (সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭১)।

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সময়ের ইমামকে না চিনে বা না জেনে মারা যায় সে জাহেলীয়াতে মারা যায়"। "আমি এ কিতাবের (কোর্‌আনের) অধিকারী (ওয়ারিশ) করেছি তাঁদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে পছন্দ করেছি।" (সূরা–ফাতির, আয়াত-৩২)। "এটাই আল্লাহর রীতি যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। আপনি আল্লাহর রীতিতে কোনই পরিবর্তন পাবেন না।" (সুরা-ফাতাহ, আয়াত-২৩)।

আল্লাহ্ সব সময় তাঁর বান্দার মঙ্গল কামনা করে থাকেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তার বান্দারা যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মারফত, বিদায় হজ্বে একলক্ষ বিশ হাজার সাহাবীদের মাঝে এরশাদ করেছিলেন।

হযরত যাবের ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাক (অনুসরণ কর) তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না।" আর যদি একটিকে ছাড় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তার প্রথমটি হচ্ছে "আল্লাহ্‌র কিতাব (কোর্‌আন) দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার ইতরাত, আহ্‌লে বাইত" [(আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)] এ দু'টি কখনই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবে। তাদের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ কর এটা আমি দেখবো। সূত্রঃ-সহীহ্ তিরমীজি, খঃ-৬, হাঃ-৩৭৮৬- ৩৭৮৮, (ই,ফাঃ); মেশকাত, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৯২-৫৮৯৩, (এমদাদীয়া); তাফসীরে মাজহারী, খঃ-২, পৃঃ-১৮১, ৩৯৩, আল্লামাহ সানাউল্লাহ পানিপথি (ইফাঃ);সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৬০০৭, ৬০১০, (ই, ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, পৃঃ- ৩৭৪-৩৭৫, হাঃ-৬১১৯-৬১২২, (আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী); তাফসীরে হাক্কানী (মাওলানা শামসুল হক ফরীদপূরি) পৃঃ-১২-১৩ (হামিদীয়া); তাফসীরে নূরুল কোর্‌আন, খঃ-৪, পৃঃ-৩৩, খঃ-২২, পৃঃ-১৭, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৩, পৃঃ-১১৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী); ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউলাহ), খঃ-১, পৃঃ-৫৬৬; সিলসিলাত আল আহাদিস আস সাহীহাহ্, নাসিরউদ্দিন আলবানী, কুয়েত আদদ্বার আস সালাফীয়া, খঃ-৪, পৃঃ-৩৫৫-৩৫৮, হাঃ-১৭৬১, (আরবী); (নাসিরউদ্দিন আলবানীর মতে এই হাদীসটি সহীহ্)।

বিদায় হজ্বে মহানবী (সাঃ) তার উম্মতকে "কোর্‌আন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইত" (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-কেই অনুসরণ করতে হুকুম করে গিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু পরবর্তীতে আরো একটি হাদীসের কথা শোনা যাচ্ছে। "কোর্‌আন ও হাদীস বা সুন্নাহ্।" মহানবী (সাঃ) নাকি এটাও বলে গিয়েছেন, কিন্তু কোর্‌আন ও হাদীস দুইটিই বধির, কথা বলতে পারে না।

এই দ্বিতীয় হাদীসটি "কোর্‌আন ও হাদীস বা সুন্নাহ্" উম্মতকে কিন্তু বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। এই বিভ্রান্তি মুসলমানদের ফেরকাবন্দী বা দল বিভক্তির কারণ হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত লেখনীতে আমরা মহানবী (সাঃ) তার উম্মতকে "কোর্‌আন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইত" {(আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)}-কেই অনুসরণ করতে হুকুম করে গিয়েছেন। তা কোর্‌আন-হাদীস ও আহ্‌লে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ আলেমগণের উক্তিও প্রমাণ স্বরূপ সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

যারা আহ্‌লে বাইতকে বাদ দিয়ে অত্র 'হাদীস' খানা (কোর্‌আন ও হাদীস বা সুন্নাহ্) উপস্থাপন করে থাকেন, তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল। ...."যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ নিয়ে এসো।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১১১)। আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব।

আর যদি প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হন, তাহলে মেনে নিন যে, নবীজি তার উম্মতকে "কোর্‌আন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইতকে-ই অনুসরণ করতে হুকুম করে গিয়েছেন।" ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। যেমন এরশাদ হয়েছে, "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সৎপথ ভ্রান্ত পথ থেকে।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-২৫৬); আর আল্লাহ্‌ মানুষের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "বরং এ রাসূল তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন। আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" (সূরা-মুমিনুন, আয়াত-৭০); "আমি তো তোমাদের কাছে সত্য (হক) পৌছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যের (হকের) প্রতি ঘৃনা পোষনকারী।" (সূরা-যুখরুফ, আয়াত-৭৮); "এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত-সমূহকে চেনার পরও অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যেকার অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা-নাহল, আয়াত-৮৩); "কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্য (হক কথা) জানে না, তাই তারা সত্য (হক কথা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা-আম্বিয়া, আয়াত-২৪); "সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকতে পারে।" (সূরা-ইউনুস, আয়াত-৩২); "তাদের অধিকাংশই অনুমানের অনুসরণ করে চলে। সত্যের ব্যাপারে অনুমান কোন কাজেই আসে না...।" (সূরা ইউনুস, আয়াত-৩৬)।

আজ মুসলমানগণ ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে '৭৩ দলে বিভক্ত' এবং তাদের মধ্যে ঈমান ও কার্যপদ্ধতিতে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাই একজন মুসলমানের তার পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ধর্মের প্রকৃত বিষয় উদঘাটনপূর্বক "পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ) ও তাঁর ইতরাত, আহ্‌লে বাইতের হাদীস মোতাবেক আ'মল করা উচিত"। আমার উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সঠিক তথ্য উদঘাটনে সহযোগিতা করা। আমার এ প্রচেষ্টা পাঠক ও পাঠিকাদের প্রকৃত সত্য উদঘাটনে কিছুটা হলেও সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি। যেহেতু একজন মানুষকে পরকালে তার নিজের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে, তাই "সিরাতে মুস্তাকিমের" সঠিকপথ অনুসন্ধান করতে হবে।

তবে যেহেতু পরকালীন মুক্তিই একজন মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য, তাই এ লক্ষ্য সাধনে আমাদের সকলের অগ্রণী হওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা এমন হওয়া দরকার যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেব। সত্য অনুসন্ধান ও উদঘাটনের জন্য প্রচুর পড়াশুনা, সময়, অর্থ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, যার সুযোগ আমাদের অনেকেরই নেই। বর্তমান পৃথিবীতে একজন মানুষকে তার মৌলিক চাহিদা নির্বাহের জন্যই সিংহভাগ সময় ও অর্জিত অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবুও আমি বলবো, এ বিষয়ে ইচ্ছা থাকলে, তা অসম্ভব হবে না।

যে ব্যক্তিগণকে (আহ্‌লে বাইতগণকে) আল্লাহ মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন তাঁদের কে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রধান্য দেয়া ঠিক হবে কি? সাধারণ মানুষ যে ব্যক্তিকে শাসক বানিয়েছে "বনি সকিফায়" তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত পবিত্র ব্যক্তিগণের ওপর প্রাধান্য দিয়ে তার আনুগত্যকে ওয়াজিব মনে করা যুক্তিসংগত কি? "সমান নয় পবিত্র ও অপবিত্র, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং ভয় কর আল্লাহকে, হে জ্ঞানবানরা! যেন তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা-মায়েদা, আয়াত-১০০); "তবে যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিক

হকদার না যাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না সে? তাই তোমাদের কি হলো? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।" (সূরা-ইউনুস, আয়াত-৩৫)

আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমাদের লাভ লোকসান সবই এক। আমাদের সকলের নবী এবং দ্বীনও এক, পবিত্র কাবা ও পবিত্র কোরআনও এক। হায়! কতই না ভালো হত, যদি মুসলমানরাও এক হতে পারত।"

ঈমান হচ্ছে, বিশ্বাস আগ্রহ এবং আমলের একত্রিত নাম, সুতরাং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তা অর্জন করা যায় না। এর সঠিক পন্থা হচ্ছে, মানুষের বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের নিকট, শান্তি ও আত্মসমর্পণের সুন্দর পরামর্শ ও সদুপদেশের আবেদন জানানো। যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাঃ)-এর জ্ঞান ও হুকুমকে বাস্তবায়িত ও প্রচারের চাবিকাঠি হচ্ছে, ভদ্রতা প্রদর্শন এবং মানুষের হৃদয়, আত্মা ও চিন্তা শক্তির নিকট হেকমত-এর সাথে 'দাওয়াহ' ও 'নসিহত' পেশ করতে হবে। 'দাওয়াহ' ও 'নসিহত' পেশ করার এটাই সঠিক পন্থা। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ্‌ যেন সকলকে "সিরাতে মুস্তাকিমের" সত্য পথ বুঝার ও "সিরাতে মুস্তাকিমের" সত্য পথে চলবার তৌফিক দেন–আমিন।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কাছে একান্তভাবে আবেদন করছি, এর প্রচার-প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরকালীন পুরষ্কার প্রদান করেন। বিজ্ঞ পাঠক মহলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল যে, অত্র পুস্তক খানিতে কোথাও কোন ভূলত্রুটি দেখা গেলে, সেজন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কাম্য। ভূল সংশোধনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার প্রয়াস পাব- ইনশাআল্লাহ্‌ ।

ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মাদ নাজির হোসাইন

আহ্‌লে বাইত-এর নামের পাশে 'আলাইহিস সালাম" (আঃ) কেন?

আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর অনুসারিগণ ছাড়াও "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ আলেমগণও শুধু নবী, রাসূলগণের নামের পাশেই "আলাইহিস সালাম" (আঃ) ব্যবহার করেননি, বরং মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইতের (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন)-এর নামের পাশেও "আলাইহিস সালাম" (আঃ) ব্যবহার করেছেন।" কারণ, যাঁদেরকে আল্লাহ্‌'তায়ালা বিচারের উর্দ্ধে রেখেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহ্‌'তায়ালার সালামাতীই সালামাতী তাই। প্রমাণ স্বরূপ কিছু সূত্র উল্লেখ করা হলো। যেমনঃ-শাইখুল ইসলাম আল্লামা ডাঃ তাহেরুল আল-কাদেরী, তার মানাকেবে ফাতেমা যাহরায়, ৪, ৬, ৮, ১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ও ২৪, পৃষ্ঠায়; মারাজাল বাহরাইন ফি মানাকেবে আল হাসনাইন, ১, ৮, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ও ২৫, পৃষ্ঠায়; সহীহ্‌ আল বুখারী (ডাঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান ওহাবী-সালাফী), খঃ-৫, হাঃ-৫৫, ও ৯১, (ইসলামিক ইউনিভারসিটি, আল মাদীনা আল মুনাওয়ারা, আরবী, ইংরেজী অনুবাদ); তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ-৩, পৃঃ-২৩৪ ও ২৭০, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ১৯৮৭,ইং); মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান খান আহ্‌লে হাদীস, তার আনওয়ারুল লুঘাতে, ১০, ৩৬, ও ৭৬, পৃষ্ঠায়; সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী, আহ্‌লে হাদীস তার হাযায আল কারামা ফি আসারুল কারামা, ১৭৯, পৃষ্ঠায়; আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস তার আহকামুল কোর্‌আন-এর ৭১ পৃষ্ঠায়; শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী তার রাহাতুল কুলুবের, ২৮, ১০৭, ১৬১, ১৮৪,ও ১৯৪, পৃষ্ঠায়; আল্লামা শিবলী নুমানী তার, সফর নামা রোম, মিশর, শাম, ১২০, ২০৭, ১৬১, ১৮৪, ও ১৯৪, পৃষ্ঠায়; আল মামুন, ১৩, ও ২০৮ পৃষ্ঠায়; শাহ সালামাতউল্লাহ, তার তেহেরিরে শাহাদাতায়েন, ১৪, ২১, ২৫, ও ৪৯, পৃষ্ঠায়; শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী, তার, মাদারেজুন নবুওয়াত, খঃ-২, পৃষ্ঠা-৫৪৫; শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী, ফাতওয়ায়ে আজিজি, খঃ-১, পৃঃ-৮৪, ও ২৩৪; শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী তার সিররুশ শাহাদাতাইনে, ১৬, ও ৩৮, পৃষ্ঠায়; তারিখে ফাখরী, ৮৪, পৃষ্ঠায়; আল্লামা মাসুদী তার মেরাজুল জেহাবে, খঃ-৬, পৃষ্ঠা-১৪২, (মিশর); তারিখে তাবারী, খঃ-৬, পৃষ্ঠা-১৯৪, ২১৬, ২৩৩, ও ২৬৯, (মিশর); এরা সকলেই, তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে "আহ্‌লে বাইত-এর নামের পাশে আলাইহিস সালাম" ব্যবহার করেছেন। তাই এখানে এই রীতিকে অনুসরণ করা হলো। আর এতো সূত্র উল্লেখ্য করার পরও যারা সন্দেহে ভুগছেন, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন "ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর নামের শেষে" "আলাইহিস সালাম" কেন লেখা হয়? তিনি তো নবী বা রাসূল নন, এটার সঠিক উত্তর খুজে নিলেই আহ্‌লে বাইত–এর নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" লেখার মারফতও যানা হয়ে যাবে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "মাহদী ফাতেমার বংশধর।" (ইবনে মাজাহ, হাঃ, ৪০৮৬; আস সাওয়াইকুল মুহরিকাহ পৃঃ, ২৪৯। মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "মাহদী আমার আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত"। ইবনে মাজাহ, খঃ, ২, পৃঃ, ২৬৯; আল সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, পৃঃ, ২৫০। যারা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-এর নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" লিখতে নারাজ, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আহ্‌লে বাইত–এর শেষ সদস্য ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" লিখতে কারো কোনো বাধা নেই, কেন? একটু ভেবে দেখেছেন কি.... ?

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

আল্লাহ'তায়ালা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দুটি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি ঐশী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রাসূলগণের ধারা। আল্লাহ্‌ তায়ালা শুধু ঐশী গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রর্বতন করে আল্লাহ'তায়ালা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা হলো মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু ঐশী গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যর্থেষ্ট নয় বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়াত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন থাকে ঐশী গ্রন্থ বা পবিত্র কোর্‌আন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষা গুরুরও প্রয়োজন যিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না তবে শিক্ষা দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে। ইসলামের সূচনায় ঐশী সংবিধান ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দুয়ে সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠ ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও"। (সূরা–তওবা, আয়াত-১১৯); "সুতরাং হে লোকেরা তোমরা যা না জানো "আহ্‌লে যিকিরকে জিজ্ঞেস কর।" সূরা-নাহাল, আয়াত-৪৩; সূরা-আম্বিয়া, আয়াত-৭।

সমগ্র কোরআনের সারর্মম হল 'সূরা ফাতেহা'। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হল 'সিরাতে মুস্তাকিমের পথ বা হেদায়েত'। এখানে 'সিরাতে মুস্তাকিমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ রাসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু আল্লাহ্‌ ভক্তের সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে মুস্তাকিম-এর সন্ধান জেনে নাও।' বলা হয়েছে ঃ 'সিরাতে মুস্তাকিম হল তাদের পথ যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে।' তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ্‌ এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও পরবর্তীকালের উম্মতের জন্য কিছু সংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় বলেছেন। "হে মানবজাতি আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে (অনুসরণ করলে) তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, একটি আল্লাহ্‌র কিতাব (পবিত্র কোরআন) এবং অপরটি আমার ইতরাত, আহ্‌লে বাইত।" সূত্রঃ-তাফসীরে মাযহারী, খঃ-২, পৃঃ-৩৯৩, (ই,ফাঃ); তাফসীরে মারেফুল কোরআন, খঃ-১, পৃঃ-৩৭১-৩৭২, (মুফতি মোঃ সফি); তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ-৪, পৃঃ-৩৩, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); কোরআনুল করীম, পৃঃ-৬৫, (অনুবাদ-মাওলানা মহিউদ্দিন খান)।

সিরাতে মুস্তাকিম বলতে কাঁদের পথকে বুঝানো হয়েছে ?

পবিত্র কোর্‌আনে সূরা ফাতিহাতে আমাদের "সরল সঠিক পথে ও যাঁদের প্রতি আপনি নেয়ামত দান করেছেন তাঁদের পথে পরিচালিত করুন।" বলতে কাঁদের পথকে বুঝানো হয়েছে ?

সালাবী তার তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে (সূরা ফাতিহার তাফসীরে) ইবনে বুরাইদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, "সিরাতে মুস্তাকিম" বলতে "মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর ইতরাত, আহ্‌লে বাইতের পথকে বুঝানো হয়েছে"। ওয়াকী ইবনে যাররাহ সুফিয়ান সাওরী সাদী আসবাত ও মুজাহিদ হতে এরা সকলেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, আমাদের সরল সঠিক পথে হেদায়েত কর, অর্থাৎ "মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের পথে।"

সূত্রঃ–ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১১১; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৪৪; বায়ানুস সায়াদাহ, খঃ-১, পৃঃ-৩৩; তাফসীর আলী বিন ইবরাহীম, খঃ-১, পৃঃ-২৮; সাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-৫৭; তাফসীরুল বুরহান, খঃ-১, পৃঃ-৫২; মানাকেবে ইবনে শাহার আশুব, খঃ-১, পৃঃ-১৫৬; আল মোরাজেয়াত, পৃঃ-৫৫; মাজমাউল বায়ান, খঃ-১, পৃঃ-২৮; সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ-১৬; কিফায়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ-১, পৃঃ-১৯২; রওয়ানে জাভেদ, খঃ-১, পৃঃ-১০; তাফসীরে নূরুস সাকালাইন, খঃ-১, পৃঃ-২০-২১; তাফসীরে নমুনা, খঃ-১, পৃঃ-৭৫; তাফসীরে ফুরাত, খঃ-১, পৃঃ-১০।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন আমার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তের সংখ্যা বারো হবে, সকলে কুরাইশ বংশ থেকে হবেন

একটু চিন্তা করুন, দ্বীনের পথে পরিচালনার জন্যই আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন, নবী-রাসূলগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। এবং মহানবী (সাঃ)-এর পর উম্মতে মোহাম্মদীকে "সিরাতে মুস্তাকিমের" পথে পরিচালিত বা দিকনির্দেশনার জন্যই ইমামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে তাঁরা দ্বীনকে পরিবর্তন ও বেদআত হতে রক্ষা করেন এবং যাতে করে প্রত্যেক ইমাম তাঁর আমলে ঐশী বিধানকে ব্যক্তিগত কামনা বাসনা ও স্বার্থের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারেন এবং যে তার সময়কার ইমাম সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, তাকে ক্ষমা করা হবে না। ইমামত বিষয়টা এত অধিক দলিল পত্র দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইমামতকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। "আপনি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক কওমের জন্য আছে পথ প্রদর্শক"। (সূরা-রাদ, আয়াত-৭) "আমি এ কিতাবের অধিকারী (ওয়ারিশ) করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে পছন্দ করেছি"। (সূরা–ফাতির, আয়াত-৩২)

"স্মরণ কর, সেদিনের (কিয়ামতের) কথা যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ (নেতাসহ) আহবান করব; তারপর যাদেরকে ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" (সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭১)

"সেদিন (কিয়ামতে) যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ; আমিতো জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনযাপন করবে, সুমহান জান্নাতে।" (সূরা-হাক্কা, আয়াত-১৮-২২)

অথাৎঃ "যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ইমামের আনুগত্য করবে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।"

"....কিন্তু যাকে তার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায়, কি ভাল হত, যদি আমার আমলনামা আমাকে দেয়াই না হত! আর আমি যদি না জানতাম, আমার হিসাব-নিকাশ কি? হায়! মৃত্যুই যদি আমাকে শেষ করে দিত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না। আমার প্রতিপত্তিও আমার থেকে বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ একে ধর, এর গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও, তারপর তাকে দোযখে প্রবেশ করাও...।" (সূরা-হাক্কা, আয়াত-২৫-৩১)

"আমি প্রত্যেক বস্তু গণনা করে রেখেছি এবং স্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছি ইমামে মোবিনে"। (সূরা-ইয়াসিন, আয়াত-১২)

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামের মারফত ছাড়াই মৃত্যুবরন করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।"

সূত্রঃ-সহীহ্‌ মুসলিম, খঃ-৩, হাঃ-১৮৫১, (লেবানন); মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৪, পৃঃ-৯৬; কানজুল উম্মাল, খঃ-১, পৃঃ-১০৩; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৮৯, (উর্দ্দু); মাজমা আজ জাওয়াইদ. খঃ-৫, পৃঃ-২১৮; তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ-১, পৃঃ-৫১৭, (মিশর); আস সুনান আল কুবরা, খঃ-৮, পৃঃ-১৫৬; আল মুসনাদ, খঃ-৪, পৃঃ-৯৬, (মিশর); সহীহ্‌ মুসলিম, খঃ-৬, পৃঃ-২২, (মিশর); জাওয়াহির আল মুদিয়া, খঃ-২, পৃঃ-৪৫৭; শারাহ আল মাকাসিদ, খঃ-২, পৃঃ-২৭৫; হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-৩, পৃঃ-২২৪; সহীহ্‌ মুসলিম, পৃঃ-৭৫২, হাঃ-৪৬৪১, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং); সহীহ্‌ মুসলীম, খঃ-৬, পৃঃ-৩৯৭, হাঃ-৪৬৪২, (ইঃ, সেন্টার); কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-৮১৫; (সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ)।

যেহেতু দ্বীন ইসলাম কিয়ামত অবধি স্থায়ী থাকবে এবং রাসূল (সাঃ)-এর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এই জন্য রাসূল (সাঃ) নিজ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে, "বারোজন" স্থলাভিসিক্ত (খলিফা বা ইমামদেরকে) মনোনিত করে, তাঁদের নাম উল্লেখ করে যান। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন, "আমার পর দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করতে কুরাইশ হতে বারোজন খলিফা বা ইমাম হবে।"

যেমনঃ–(সহীহ্‌ বুখারীতে) "জাবির বিন সামরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিঁনি বলেছেন "বারোজন" আমির (নেতা) (আমার পরে) আগমন করবে। অতঃপর একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন আমি শুনতে পাইনি। আমার পিতা বলেন তিঁনি মহানবী সাঃ) বলেছেন তাঁরা সকলে "কুরাইশ বংশ" থেকে হবেন। সূত্রঃ-সহীহ্‌ আল বুখারী, খঃ-১০, হাঃ-৬৭২৯, (ই,ফাঃ); সহিহুল বুখারী, খঃ-৬, হাঃ-৭২২২, (আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত,); সহীহ্‌ আল বুখারী, খঃ-৬, হাঃ-৬৭১৬, (আধুনিক); সহীহ্‌ মুসলীম, খঃ-৫, হাঃ-৪৫৫৪-৪৫৫৯, (ই,ফাঃ); সহীহ্‌ আবু দাউদ, খঃ-৫, হাঃ-৪২৩০-৪২৩১, (ইফাঃ); সহীহ্‌ মুসলীম, খঃ-৬, হাঃ-৪৫৫৭-৪৫৬৩, (ই,সেন্টার); সহীহ্‌-আল বুখারী, খঃ-৫, হাঃ-৬৭৯৬, (বইরুত); মুসনাদে আহম্মাদ, খঃ-১, পৃঃ-৩৯৮; খঃ-৫, পৃঃ-৮৬, ১০৫, (আরবি); মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-৬১৭, (ভারত); তারিখে বাগদাদ, খঃ-১৪, পৃঃ-৩৫৩, হাঃ-৭৬৭৩, (আরবী); মুনতাখাব কানজুল উম্মাল, খঃ-৫, পৃঃ-৩১২, (হায়দারাবাদ); তারিখ আল খোলফা, পৃঃ-১০, (আরবি); আস সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, ১৮৯, (আরবি); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৬৯৭; কানজুল উম্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-১৬৫, হাঃ-৩৪৫০১; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৯৭; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৮৮।

মহানবী (সাঃ)-এর "বারোজন" উত্তরসূরীর হাদীসগুলোর কোন কোনটিতে ইসলামের সম্মান "বারোজন" নেতার মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোনটিতে ধর্মের অস্তিত্ব ও আয়ু কিয়ামত পর্যন্ত তাদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারা সকলেই হবেন, কুরাইশ ও বনি হাশেম বংশোদ্ভূত। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার পরও আমাদের কিছু আলেমগণ, মহানবী (সাঃ)-এর সেই "বারোজন" উত্তরসূরীকে বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা নিজেরাই আবার "বারোজন" উত্তরসূরীর নাম প্রকাশ করেছেন, এবং মহানবী (সাঃ)-এর স্পষ্ট ব্যাখ্যার সেই "বারোজন" উত্তরসূরীর নাম প্রকাশ করতে কিছু আলেম নারাজ। আমি পাঠকদের কাছে সেই সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্ কিন্তু তার আগে পবিত্র কোর্আন আমাদের কি হুকুম দিচ্ছে। যেমনঃ

"যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট-পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম, রাসূলের আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (মনগড়া) নেতাদের এবং আমাদের (মনগড়া) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৬৬-৬৭)

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ হচ্ছে এমন এক উর্ধ্বতন হুকুম **(Supreme Order)** যার মুকাবিলায় ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আনুগত্যের পন্থাই অবলম্বন করতে পারে। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেন, সে সব ব্যাপারে বিশ্বের সকল মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা দেওয়ার অধিকার রাখে না। আর যদি কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর ফয়সালার উপর নিজের ফয়সালা দেয় তবে মানতে হবে নাউযুবিল্লাহ, সে আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী! তাই নয় কি? আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর ফয়সালা থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো এবং তাঁর বিরোধিতা অবাধ্যতা, ঈমানের পরিপন্থী।

যাই হোক, আমাদের কিছু আলেমগণ সেই "বারোজন" উত্তরসূরীর হাদীস-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চরম অচল অবস্থায় নিপতিত হন। কারণ তারা নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, গোল মাল পাকিয়ে ফেলেন, যেমনঃ- "বারোজন" হলেন, "চার খলিফা" ও তার পরে "বনি উমাইয়া ও আব্বাসীয়া" অথচ আমরা জানি যে, প্রথম চার খলিফার সবাই কুরাইশ ও বনি হাশেম গোত্রের ছিলেন না ও সংখ্যায় "চারজন" ছিলেন, "বারোজন" ছিলেন না, হিসাব কিন্তু মিলছে না। উমাইয়াদের যোগ করেও না, আর আব্বাসিয়দেরকে যোগ করেও না, আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই "বারোজন" নেতাকে জোরা দিতে গিয়ে, এজিদের মত ফাসেক, যালেম ও কাফেরকেও এই "বারোজন" নেতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, সে নবীর নাতি, জান্নাতের সরদার, খাতুনে জান্নাতের সন্তান-এর হত্যাকারী, আমি পাঠকদের অবগতির জন্য আমাদের আহ্লে সুন্নাত-এর ওলামার কিছু গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যাতে "এজিদকে যালেম, ফাসেক ও কাফের।" বলে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে।

যেমনঃ এজিদকে লাঈন বলেছেন, মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী, দিয়ারে হাবিব গ্রন্থে এবং আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ূতি তারিখে খোলফা গ্রন্থে। আর এজিদকে

পালীদ বলেছেন, শাহ আবদুল আযীয দেহলবী, তোহফা ইসনা আশারিয়া কিতাবে, কোন কোন আলেম চরম মন্তব্য করতে গিয়ে এজিদকে কাফের পর্যন্ত বলেছেন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তাকে ফাসেক বলেছেন, এমদাদুল ফাতাওয়া কিতাবে, "এরা সকলেই সুন্নি আলেম। তাই সুন্নি মতে এজিদ নূন্যতম পর্যায়ে ফাসিক, লাইন, ও পালীদ, আর চরম পর্যায়ে কাফের।" সে মুর্ত্তাকি পরহেজগার মোটেই ছিল না। উক্ত বিশ্লেষনে এজিদের অবস্থান কোথায় তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। এবং যে (মুয়াবিয়া) তাকে খলিফা বানায় ও যারা তার হাতে বায়াত করেছে, তারাও তার আযাবের অংশ পাবে।

আর হানাফী মাজহাব-এর প্রমাণ্য কিতাব হিদায়া গ্রন্থকার, এজিদের বাবাকে, মুয়াবিয়াকে জালিম বাদশার সারিতে উল্লেখ করেছেন; আল্লামা যাহাবী উল্লেখ করেন যে, "এজিদ, পবিত্র মদীনা শরিফ ধ্বংস ও অপবিত্র করার পর মক্কায় অভিযান পরিচালনা করে। পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্য পবিত্র কা'বা ঘরে আঘাত হানে। পবিত্র কা'বা ঘরের পবিত্র গিলাফে আগুন ধরিয়ে দেয়। পবিত্র কা'বা ঘরের দেয়ালে ভাঙ্গন ধরায়। ছাদে ফাটল সৃষ্টি করে। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বদলে যে কুরবানিকৃত পশুর শিং ছিল তা জ্বলে পুরে ছারখার হয়ে যায়, এসব হল এজিদের আমলের কৃতিত্ব। কোন কাফেরও পবিত্র কা'বা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়নি। এজিদ তা করেছে। সে কাফেরকেও হার মানিয়েছে।" আল্লামা আলুসি, তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে, এজিদ কাফের ছিল বলে উলামাদের অভিমত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এজিদের কাফের হওয়া সর্ম্পকে এবং তার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করার বৈধতার বিষয়ে আহ্লে সুন্নাত-এর এক জামাত ওলামা পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন। তারা হলেন, ইবনুল জাউজি আর তার পূর্বে কাযী আবু ইয়ালা, আর আল্লামা তাফতাযানী বলেছেন, আমরা এজিদের ব্যাপারে দ্বিধা করব না। "তার প্রতি তার সাহায্যকারীদের প্রতি এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত" (অভিসম্পাত) যারা স্পষ্টভাবে এজিদকে লা'নত করেছেন, তাদের মধ্যে জালালুদ্দিন সূয়ূতিও রয়েছেন।

সূত্রঃ-ফুরাত কুলে ইমাম হোসাইন, পৃঃ-৭৩-১০৪, (মাওলানা মোঃ ছমিরউদ্দিন গাজীপুরী); খিলাফতের ইতিহাস, পৃঃ-১৩২, (মুহাঃ আহসান উল্লাহ ১৯৮০ইং, ই,ফাঃ); জাজবুল কুলুব ইলাদিয়ারে হাবিব, তোহফা ইসনা আশারিয়া, সারহে আকাইদ নাসাফী, পৃঃ-১৬২; হিদায়া, খঃ-৩, পৃঃ-১৩৩; তারিখুল খুলফা, পৃঃ-১৯৭; তাবারী, খঃ-৫, পৃঃ-১৮৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ-৮, পৃঃ-১১৫; আওজাযুল মাসালিক. খঃ-৩, পৃঃ-৪৮২; মাকতাল-ই-খাওয়ারিযমি, খঃ-১, পৃঃ-১৭৮-১৮০; এমদাদুল ফাতওয়া, খঃ-১, পৃঃ-৫৩০; তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খঃ-২৫, পৃঃ-৭২, ৭৩, ও ৭৪।

পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এজিদ হচ্ছে, ফাসেক ও কাফের, কিন্তু যারা এই ফাতওয়া দিয়েছেন, তারাই আবার এজিদকে মুসলমানদের খলিফা বলে ফাতওয়া দিয়েছেন! এটা কি সম্ভব? একই ব্যক্তি একই সময়ে মুক্তাকী আবার কাফের কিন্তু এটা করা হয়েছে। যেমন যারা এজিদ কে মুসলমানদের খলিফা বলে বিশ্বাস করেন, তাদের গ্রন্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো, যাতে পাঠকদের কাছে সত্যিকার "বারোজন" নেতার পরিচয় প্রকাশ পায়। যারা এজিদকে মুসলমানদের খলিফা বলেছেন তাদের গ্রন্থের নাম, যেমনঃ-সূত্রঃ-সীরাতুন নবী, (আল্লামা শিবলী নুমানী), খঃ-৪, পৃঃ-১৪১৪, (সন, ১৯৮৯, ইং, তাজ কোং, ঢাকা); শরাহ্ ফিকেহ্ আকবার, পৃঃ-৫০, (হানাফী); সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, পৃঃ-১২; তারিখ আল খুলফা, পৃঃ-১১; তারিখ আল খামেস, খঃ-২, পৃঃ-২৯১; উমদাতুল কারী ফি শারাহ বুখারি, খঃ-১১, পৃঃ-৪৩।

এখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো যে নবীজির সেই "বারোজন" উত্তরসূরীর নাম বাদ দিয়ে যারা নিজের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে, যে বারোজন-এর নাম প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, যা কিনা আমাদের সুন্নি আলেম ও বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব মতামত।

ইবনে আল আরাবী বলেন

রাসূল (সাঃ) এর পর "বারোজন" নেতা আমরা গণনা করেছি তারা হলেন, (১) হযরত আবু বকর (২) হযরত ওমর (৩) হযরত উসমান (৪) হযরত আলী (৫) হযরত হাসান (৬) মুয়াবিয়া (৭) এজিদ (৮) মুয়াবিয়া বিন এজিদ (৯) মারওয়ান (১০) আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (১১) এজিদ বিন আবদুল মালিক (১২) মারওয়ান বিন মোঃ বিন মারওয়ান আস সাফফাহ....এর পর বনি আব্বাসের ২৭ জন খলিফা ছিল। এখন যদি আমরা বারো সংখ্যাটিকে বিবেচনায় আনি তাহলে কেবল সুলাইমান পর্যন্ত পৌছা যায়, আর যদি আমরা এর আক্ষরিক অর্থকে গ্রহণ করি তাহলে সর্বোচ্চ পাঁচ জন পর্যন্ত বিবেচনায় আনতে পারি যাদের চারজন হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পঞ্চম ব্যক্তি হলেন (উমাইয়া) ওমর বিন আবদুল আজিজ আমি এ হাদীসের অর্থ বুঝতে পারছি না। সূত্রঃ-ইবনে আল আরাবী-শারহে সুনান তিরমিজী, খঃ-৯, পৃঃ-৬৮-৬৯।

আল্লামা শিবলী নুমানী তার সীরাতুন নবীতে বলেন

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেম কাজী ইয়াজ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকল খলিফাদের মাঝে "বারোজন" দ্বারা ঐ সকল লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের দ্বারা ইসলামের খেদমত আঞ্জাম পেয়েছে বা যারা ইসলামের খেদমতে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, এমন কি তারা ছিলেন মুক্তাকী শ্রেণীভূক্ত। হাফেজ ইবনে হাজার আবু দাউদের এই বর্ণনাকে সামনে রেখে খোলাফায়ে রাশেদীন ও বনী উমাইয়্যাদের মাঝে নিম্নলিখিত বারোজনের নাম উল্লেখ করেছেন। "অর্থাৎ (১) হযরত আবু বকর (২) হযরত ওমর ফারুক (৩) হযরত ওসমান গণী (৪) হযরত আলী (৫) মুয়াবিয়া (৬) এজিদ (৭) আবদুল মালেক (৮) ওয়ালিদ (৯) সুলায়মান (১০) ওমর বিন আবদুল আজিজ (১১) এজিদ সানী বা দ্বিতীয় এজিদ এবং (১২) হিশাম । সূত্রঃ-সীরাতুন নবী (আল্লামা শিবলী নুমানী), খঃ-৪, পৃঃ-১৪১৪, (সন, ১৯৮৯, ইং, তাজ কোং, ঢাকা)।

পাঠকদের কাছে আমার প্রশ্ন ? "এজিদকে কাফের ঘোষণা করা হলো, আবার সেই এজিদ দ্বারা ইসলামের খেদমত আঞ্জাম পেয়েছে ও মুক্তাকিদের শ্রেণীভূক্ত? সে নবীর নাতি, জান্নাতের সরদার, খাতুনে জান্নাতের সন্তানকে হত্যা করে, ইসলামের অনেক খেদমত করেছে?"

একটি কথা না বললেই নয়, ইসলামে রাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশ এজিদের বাবা মুয়াবিয়া ও এজিদের দ্বারা ঘটেছে এটা ঐতিহাসিক সত্য, যা বর্তমানে সৌদী আরব-সহ অনেক দেশে অব্যাহত রয়েছে, যে যার অনুসারী সে তারই পদ্ধতি-কে অনুসরণ করবে, এটাই বাস্তব, "কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে! বর্তমানের সৌদী রাজতন্ত্রী রাজা-বাদশাদের, আইন, (মুয়াবিয়া ও এজিদের কোর্‌আন পরিপন্থি রাজতন্ত্রী আইন) 'ওহাবী-সালাফীরা' এজিদের নামের সাথে (রাঃ) ব্যবহার করে থাকেন ও তাদের অনুসারী আলোচিত বক্তা, ডাঃ জাকির

নায়েক, সেও এজিদের নামের সাথে (রাঃ) ব্যবহার করে থাকে, মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কাছে একান্তভাবে আবেদন করছি, তাদের হাশর যেন এজিদের সাথেই হয়।"

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালোবাসবে বা অনুসরণ করবে তার সাথেই তার হাশর হবে।" সূত্রঃ-সহীহ্‌ আত্‌ তিরমীজি, খঃ-৪, হাঃ-২৩৮৫-২৩৮৭, (তাহকীক আলবানী, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহ্‌লে হাদীস, ২০১১ইং); সহীহ্‌ মুসলিম, খঃ-৭, হাঃ-৬৪৭০, (ই,ফাঃ); সহীহ্‌ তিরমীজি, পৃঃ-৭২৮, হাঃ-২৩৪০, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং)।

আমি পাঠকদের গবেষণার মানবৃদ্ধির জন্য যারা "এজিদকে ফাসেক ও কাফের" বলে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং তারা সবাই এটাও স্বীকার করেছেন যে, এজিদের হুকুমে ইমাম হোসেইনকে শহিদ করা হয়েছে।

সূত্রঃ-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ-৮, পৃঃ-১১৪৬; সিয়ার আলম আল নুবালা, খঃ-৪, পৃঃ-৩৭; সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, পৃঃ-১৩১; শারাহ ফেকাহ আকবার, পৃঃ-৭৩; ফাতওয়া আজিজি, পৃঃ-৮০; নুরুল আবসার, পৃঃ-৯৭; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৩২৫; তারিখে ইবনে খালদুন, খঃ-১, পৃঃ-১৭৯; শরাহ আকায়েদ নাসাফি, পৃঃ-১১৩, তারিখে কামিল, খঃ-৩, পৃঃ-১৫২, ১৫৩, ও ৪৫০; আল ইমামা ওয়াস সিয়াসা, পৃঃ-১৬৫; তারিখ আল তাবারি, খঃ-৭, পৃঃ-১৪৬; তাজকিরাতুল খাওয়াজ, পৃঃ-১৬৪; তারিখ আল খুলফা, পৃঃ-২০৪; হায়াত আল হায়ওয়ান, খঃ-২, পৃঃ-১৯৬; তাফসীরে মাযহারী, খঃ- ৫, পৃঃ-৬১, (সুরা ইবরাহিম); তওফায়ে ইশনা আশারিয়া, পৃঃ-৬; মাতালেবাস সাউল, খঃ-২, পৃঃ-২৬; তাবাকাত আল আকবার, খঃ-৫, পৃঃ-৯৬; মুসতাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-৫২২; তারিখে ইবনে আসাকির, পৃঃ-২৭৫; মিযান আল ইতিদাল, খঃ-৪, পৃঃ-৪৪০; ওয়াফা আল ওয়াফা, খঃ-১, পৃঃ-১২৭; মুজুম আল বুলদান, খঃ-২, পৃঃ-২৫৩; ফাতহুল বারি, খঃ-১৩, পৃঃ-৭০; ইরশাদ আল সারি, খঃ-১০, পৃঃ- ১৭১; সিররুস সাহাদাতাইন, পৃঃ-২৬; আল সাবিয়া (বেরেলভী), পৃঃ-৬০; আল মাফুজ, (বেরেলভী), পৃঃ-১১৪; আহসান আওলা, পৃঃ-৫২, (বেরেলভী); আহকামে শারিআত, খঃ-২, পৃঃ-৪৪, (বেরেলভি); ফাতওয়া রাশিদিয়া, খঃ-১, পৃঃ-৭; উমদাতউল কারী ফী শারাহ বুখারী, খঃ-১১, পৃঃ-৩৩৪।

Yazeed (Layen) ordered his Governor Waleed, Kill Hussain

We read in maqtalhil hussain al khuwarzmee, vol-2, page-80,

Yazeed wrote a letter to Waleed the governor of madina, in which he stated to force Hussain to give bayya; should he refuse then strike off his head and return it to him (Yazeed);

Ibn Ziyad's own admission that he killed Hussain on the orders of Yazeed; (Sunni Ref **:**Tareekh Kamil, V-4, p-55, (Egypt); al Bidayah wa al nihaya, p-219, dhikr 63 hijri; Akhbaar Tawaal, p-279,(Egypt), by Ahmed Bin Daud Abu Hanifa Dinwari; Ibn Katheer in Al Bidayah Wal Nihayah (Urdu), V-8, P-1146, The events of 63 Hijri, stated; 'au khanar al masalik' that Shaykh al hadith Muhammad Zakaria; Manaqibe ibne sahar ashub, V-4, P-88; kitabe al-irshad, p-182; Al-imama was siyasa, V-1, P-203; Tareekh yakubi, V-2, P-229; Fusul-al mohimma, p-153; Tazkiyatul khawas, p-235);

"I killed Al Hussain due to the reason that he revolted against our Imam [Yazeed] and the very Imam[Yazeed] sent me the message to kill Al Hussain. Now if the murder of Hussain is a sin then Yazeed is responsible for it" (Sunni Ref: Akhbaar Tawaal, page 279 (Egypt) by Ahmed Bin Daud Abu Hanifa Dinwari)

"I killed Al Hussain on the orders of Yazeed, otherwise he would kill me therefore I chose to kill Hussain" (SunniRef: Tareekh Kamil, Volume 4 page 55 (Egypt)

Ibn Ziyad's own admission that he killed Imam Hussain on the orders of Yazeed

We read in al Bidayah wa al Nihaya page-219, 63 Hijri that: "When Yazeed wrote to Ibn Ziyad ordering him to fight Ibn Zubayr in Makka, he said I can't obey this fasiq, I killed the grandson of Rasulullah (SAW) upon his orders, I'm not now going to assault the Kaaba;

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে আমি আরও কিছু আহ্‌লে সুন্নাত-এর বিশেষজ্ঞদের মতামত এখানে তুলে ধরবো এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে কারা ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর ঐ "বারোজন" সঠিক উত্তরসূরী, খলিফা, আমীর ও ইমাম।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমি নবীদের প্রধান এবং আলী ইবনে আবি তালেব, উত্তরসূরীদের প্রধান, আর আমার পর উত্তরসূরীর সংখ্যা হবে বারো, যাদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে, আলী এবং শেষ ব্যক্তি হচ্ছে, মাহ্‌দী (আঃ)।" সূত্রঃ-কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-২১৯, (সৈয়দ মোঃ সালেহ কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ); তাজকিরাত আল হুফফাজ, খঃ-৪, পৃঃ-২৯৮; আল দুরাল আল কামেরা, (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ-১, পৃঃ-৬৭; ফারায়েজ সিমতাইয়ু, (আল জুওয়াইনি), পৃঃ-১৬০, (বৌরুত)।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) (নবী করিম (সাঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল পাক (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার পরবর্তীকালে কতজন খলিফা হবেন, মহানবী (সাঃ) বলেন, "বনী ইসরাঈলের নকীবদের ন্যায় বারোজন হবে।" সূত্রঃ-শেইখ সুলাইমান কান্দুযী-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪১৫; সাওয়ায়েকে মোহরেকা পৃঃ ১৩, মিশরে মুদ্রিত;।

আল্লামা কামাল উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে তালহা শাফেয়ী বর্ণনা করেন যে, "মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, সমস্ত আয়েম্মাগণ কুরাইশ হতে হবেন। কারণ কুরাইশদের ব্যতিত অন্য

কেউই মহানবী (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।" সূত্রঃ-আল্লামা কামাল উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে তালহা শাফেয়ী, মাতালেবাস সাউল, পৃঃ-১৭।

মহানবী (সাঃ) এক হাদীসে বলেছেন যে, আমার পর "বারোজন" ইমাম (নেতা) হবেন, তাঁরা সবাই বনি হাশেমগণের মধ্যে হতে হবেন। সূত্রঃ-শেইখ সুলাইমান কান্দুযী-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪১৬।

"মাসনা বিন হারেসা বিন সালমা রাবয়ী সায়রানী বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাস করলাম যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের উত্তরসূরী কত জন হবেন? তিনি আমাকে বললেন, "হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন আমার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তের সংখ্যা "বারোজন" হবে।" আমি জিজ্ঞাস করলাম তাঁরা কারা হবেন? তিনি (সাঃ) বললেনঃ তাদের নাম আমার কাছে লিখা আছে। আমি বললাম যে তাদের চিহ্ন আমাকে বলে দিন, কিন্তু তিনি তাঁদের কোন আলামত আমাকে বললেন না। সূত্রঃ-কেফায়াতুল মুওয়াহ্‌হেদীন, খঃ-২, পৃঃ-৩৮।

মহানবী (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "আমি মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস করলাম যে, আপনার পূর্ববর্তী কালে কতজন উত্তরসূরী বা ইমাম হবেন। মহানবী (সাঃ) বললেন যে, বনী ইসরাইলের নকীবদের ন্যায় "বারোজন" হবেন।" সূত্রঃ-শেইখ সুলাইমান কান্দুযী, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪১৫; সাওয়ায়েকে মুহরেকা-পৃঃ, ১৩, (মিশর); আল্লামা সৈয়দ আলী হামদানী শাফায়ী সুন্নি, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৯৬; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৪৪; সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ)।

আমাদের আহ্‌লে সুন্নাতের প্রখ্যাত সুফি আরেফ বিল্লাহ আলেম, আল্লামা সৈয়দ আলী হামদানী শাফায়ী সুন্নি বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, "আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান, ও হোসাইন এবং হোসাইন-এর পরবর্তী নয়জন সন্তান। পাক পবিত্র ও মাসুম একই গ্রন্থে তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমি সকল নবীদের সরদার (সাইয়্যেদুল আম্বিয়া) এবং আলী সকল ওয়াসীর সরদার (সাইয়্যেদুল আওসিয়া) আর আমার পর "বারোজন" উত্তরসূরী হবে। তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব ও শেষ হচ্ছেন, ইমাম মাহ্‌দী, আলাইহিস সালাম (আখেরউজ্জামান)।" সূত্রঃ-মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ-৯৮; শেইখ সুলাইমান কান্দুযী, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪১৬।

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) থেকে বর্ণিত যে, "নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, ইমাম আমার পর "বারোজন" হবে তাঁদের মধ্যে প্রথম আলী এবং শেষ কায়েম মেহ্‌দী "আলাইহিস সালাম" হবে, এবং তাঁরা আমার খলিফা, (ওয়াসি) উত্তরাধিকারী ও আমার আউলিয়া এবং আমার উম্মর্তের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হুজ্জাত (প্রমাণ) যারা তাঁদেরকে আনুগত্য ও বিশ্বাস করবে, তারা মমিন ও যারা তাদের আনুগত্য ও বিশ্বাস করবে না, তারা অবিশ্বাসী।"

সূত্রঃ-কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৪৩, সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ) ।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করিম (সাঃ) ইমাম আলী কে বলেন, আমার আহ্লে বাইত হতে "বারোজন" লোক হবে যাঁদের আমার জ্ঞান গরিমা দান করা হবে, তাদের মধ্যে তুমি আলী হচ্ছো প্রথম, ও তাঁদের ১২তম কায়েম ইমাম মাহ্দী "আলাইহিস সালাম" যার দ্বারা আল্লাহ্'তায়ালা এই জমিনকে মাসরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইনসাফ কা'য়েম করবেন।" সূত্রঃ-কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৪৩, সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ।

হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলঃ (সূরা–নিসা-আয়াত-৫৯) তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে চিনেছি এবং "উলিল আমর" যার অনুসরণকে আল্লাহ্ নিজের এবং পয়গাম্বরের অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন তাঁরা কারা? দয়া করে তাঁদের নাম বলে দিন, মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, তাঁরা আমার স্থলাভিষিক্ত এবং আমার পর তোমাদের ইমাম। তাদের প্রথম হচ্ছেন হযরত আলী বিন আবু তালিব তাঁর পর আল হাসান ইবনে আলী আল মুজতাবা, তাঁর পর আল হোসাইন ইবনে আলী সাইয়্যেদুশ শুহাদা তাঁর পর আলী ইবনে আল হোসাইন জয়নুল আবেদীন তাঁর পর মোহাম্মাদ ইবনে আলী আল বাকের যিনি বাকের নামে প্রসিদ্ধ। হে যাবির! তুমি তাঁর দেখা পাবে যখন তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে তখন তাকে আমার সালাম পৌছেদিও, তাঁর পর জাফর ইবনে মোহাম্মাদ আস সাদিক তাঁর পর মুসা ইবনে জাফর আল কাজীম তাঁর পর আলী ইবনে মুসা আল রেজা, তাঁর পর মোহাম্মাদ ইবনে আলী জাওয়াদ (আততাকী) তাঁর পর আলী ইবনে মোহাম্মাদ আল হাদী (আল নাকী) তাঁর পর আল হাসান ইবনে আলী আল আসকারী, তাঁর পর আমার নাম এবং উপাধি বহনকারী যে জগতে আল্লাহ্র প্রমাণ এবং আল্লাহ্র অস্তিত্বের মানবের মধ্যে চিহ্ন বহন করবে। আল্লাহ'তায়ালা তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম জয় করে দিবেন। নিজের ভক্ত ও বন্ধুদের মাঝ হতে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য হওয়া সব সময় থাকবে না এবং তাঁর ইমামতের উপর তারাই দৃঢ় থাকবে যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাঁর শুভ নাম হবে "মোহাম্মাদ আল মাহ্দী" আলাইহিস সালাম। হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বলেন যে, আমি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাস করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অদৃশ্য থাকাকালীন তাঁর অস্তিত্ব দ্বারা তাঁর ভক্তরা ও অনুসারীদের কি লাভ হবে? তিনি বললেন ঐ আল্লাহ্র কসম যিনি আমাকে নবুয়্যত দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে তাদের নিজের নূর দ্বারা আলোকিত করবে এবং নিজের বেলায়েত দ্বারা তাদের উপকার করবে, যেমন সূর্য দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যখন সূর্য মেঘের আঁড়ালে থাকে, হে যাবির! এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার রহস্য ভেধ ও গুপ্ত বিদ্যা এটা সকলের কাছে প্রকাশ কর না। কিন্তু যারা হকদার, তাদের কাছে এটা অবশ্যই প্রকাশ করবে।" সূত্রঃ-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত-পৃঃ-৪২৭, (বৈরুত); ইবনে আরাবী- ইবক্বাউল ক্বাইয়্যিম-২৬৬; অধ্যায়ে, মানাকেবে ইবনে শাহার আশুব, খঃ-১, পৃঃ-

২৮২; রাওয়ানে যাভেদ, খঃ-২, পৃঃ-৭২; কিফায়া আল আসার, খঃ-৭, পৃঃ-৭; (পুরোনো প্রিন্ট) কিফায়া আল আসার, পৃঃ-৫৩, ৬৯; (কোম প্রিন্ট) গায়াতুল মারাম, খঃ-১০, পৃঃ-২৬৭; ইসবাতুল হুদা, খঃ-৩, পৃঃ-১২৩।

প্রসিদ্ধ ওলামা ও বিখ্যাত গবেষক আয যাহাবী তার তাজকিরাত আল হুফফাজ গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার আসকালানী তার আল দুরাল আল কামেনা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সদরুদ্দীন ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আল হামাওয়াই আল জুওয়াইনি আল শাফায়ী একজন সুবিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। উক্ত আল জুওয়াইনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমি নবীদের প্রধান এবং আলী ইবনে আবি তালেব উত্তরসূরীদের প্রধান, আর আমার পর উত্তরসূরীর সংখ্যা হবে বারো, যাদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে হযরত আলী, এবং শেষ ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম মাহ্দী" আলাইহিস সালাম।" সূত্রঃ- তাজ কিরাত আল হুফফাজ, খঃ-৪, পৃঃ-২৯৮; আল দুরাল আল কামেরা (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ-১, পৃঃ-৬৭; ফারায়েজ সিমতাইয়ু (আল জুওয়াইনি), পৃঃ-১৬০, (বৌরুত)।

প্রসিদ্ধ আহ্লে সুন্নাত-এর পন্ডিত, মুফতিয়ে আজম শেখ সুলাইমান কান্দুজী হানাফি তুর্কি, তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাতে বর্ণনা করেছেন যে, নাছাল নামক একজন ইয়াহুদি, মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, ইয়া মোহাম্মাদ কয়েকটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই ? যা কিছুদিন থেকে আমার মানসপটে আন্দোলিত হচ্ছে। যদি আপনি-এর সঠিক উত্তর আমাকে প্রদান করেন, তাহলে আমি আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করবো। "মহানবী (সাঃ) বললেন, হে আবু আর্ম্মারা তুমি প্রশ্ন করে যাও কোন অসুবিধে নেই। ঐ ব্যক্তি কয়েকটি প্রশ্ন করলো এবং প্রতিবারই বললো আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন বলে সম্মতি প্রকাশ করলো। লোকটি জিজ্ঞাস করলো আমাকে বলে দিন আপনার পর কে আপনার উত্তরসূরী হবে? কেন না কোন নবীই উত্তরসূরী না রেখে বা ঘোষণা না দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেন নি, আমাদের নবী হযরত মুসা (আঃ) বলে গেছেন তাঁর অবর্তমানে হযরত ইউসা বিন নুন হলেন তার উত্তরসূরী, নবী (সাঃ) ইহুদি লোকটির প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমার পর আমার উত্তরাধিকারী বা উত্তরসূরী হচ্ছে আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালেব, এবং তার পর আমার দুই সন্তান হাসান ও হোসাইন অতঃপর অবশিষ্ট নয়জন, ইমাম হোসাইন-এর বংশ থেকে আগমন করবেন। লোকটি বললো ইয়া মুহাম্মাদ (সাঃ) দয়া করে বাকিগুলোর নাম বলে দিন। মহানবী (সাঃ) বললেন, হোসাইন-এর পরলোকগমনের পর তাঁর পূত্র জয়নুল আবেদীন হবে, তাঁর অন্তধানের পর স্বীয় পূত্র মোহাম্মাদ বাকের হবে, তাঁর ইন্তেকালের পর তদীয় পূত্র জাফর সাদেক হবে, আর জাফর সাদেক-এর তিরোধানের পর তদীয় পূত্র মুসা কাজেম হবে, তাঁর ইহলোকত্যাগের পর তদীয় পূত্রঃ আলী রেজা হবে, তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পূত্র মুহাম্মাদ তাকি হবে তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র আলী নাকী হবে তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পূত্র হাসান আসকারি হবে, আর তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র ইমাম মাহদী "আলাইহিস সালাম" পর্যায়ক্রমে ইমাম হবেন।" তাঁরা আল্লাহ্র হুজ্জাত বা জমিনের বুকে অকাট্য দলিল, পরক্ষনেই ইহুদি লোকটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। সূত্রঃ-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪৪১, (বৌরুত); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৬৯১-৬৯৪, (উর্দ্দু); ফারায়েদ-আসসিমতাইন হামভিনি, খঃ-২, পৃঃ- ১৩৩, ৩১২; সিয়রানীও আল ইয়াওয়াক্বিত ওয়াল জওয়াহীর, খঃ-৩, পৃঃ-৩২৭; ইবনে আরাবী, ইবক্বাউল ক্বাইয়্যিম-২৬৬ অধ্যায়ে।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, "উলিল আমরের" আদেশ মান্য করা কি অবশ্যই কর্তব্য? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তাঁরা ঐসব ব্যক্তি যাদের আদেশ পালন করা এই আয়াতে (নিসা-৫৯) ওয়াজিব করা হয়েছে, আর "এই আয়াত আহ্‌লে বাইতগণের শানে নাযিল হয়েছে।" সূত্রঃ-কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৬৫; সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী, সুন্নী হানাফী, আরেফ বিল্লাহ); ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ্, পৃঃ-২১; তাফসীরে কাবীর-খঃ-৩, পৃঃ-৩৫৭; কেফাইয়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-১৪১; মাজমাউল বয়ান, খঃ-৩, পৃঃ-৬৪; রাওয়ানে জাভেদ, খঃ-২, পৃঃ-৭১; বায়ানুস সায়াদাহ্, খঃ-২, পৃঃ ২৯; তাফসীরে কুম্মী, খঃ-১, পৃঃ-১৪১; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-১৪৮; তাফসীরে ফুরাত, পৃঃ-২৮; রোওযাতুল আহবাব, খঃ-২, পৃঃ-১৩৪, ১৩৫।

আল্লাহ্ ও নবীর দ্বারা মনোনিত সেই বারোজন উত্তরসূরী বা ইমামের নাম বাদ দিয়ে, যারা নিজের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে, যে বারোজন

-এর নাম প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, যা কিনা আমাদের আলেমদের নিজস্ব মতামত। হাফেজ ইবনে হাজার, আবু দাউদের বর্ণনাকে সামনে রেখে "খোলাফায়ে রাশেদীন" ও "বনী উমাইয়্যাদের" মাঝে নিম্নলিখিত "বারোজনের" নাম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ

(১) হযরত আবু বকর ।
(২) হযরত ওমর ফারুক ।
(৩) হযরত ওসমান গণী ।
(৪) হযরত আলী ।
(৫) আমিরে মুয়াবিয়া ।
(৬) এজিদ ।
(৭) আবদুল মালেক ।
(৮) ওয়ালিদ ।
(৯) সুলায়মান ।
(১০) ওমর বিন আবদুল আজিজ ।
(১১) এজিদ সানী বা দ্বিতীয় এজিদ এবং ।
(১২) হিশাম। সূত্রঃ- সীরাতুন নবী, (আল্লামা শিবলী নুমানী), খঃ-৪, পৃঃ-১৪১৪, (সন, ১৯৮৯,ইং,তাজ কোং, ঢাকা)।

ইবনে আল আরাবীর

রাসূল (সাঃ)-এর পর বারোজন নেতা আমরা গণনা করেছি, তারা হলেন ।

(১) হযরত আবু বকর ।
(২) হযরত ওমর ।
(৩) হযরত উসমান ।
(৪) হযরত আলী ।
(৫) হযরত হাসান ।
(৬) মুয়াবিয়া ।
(৭) এজিদ ।
(৮) মুয়াবিয়া বিন এজিদ ।
(৯) মারওয়ান ।
(১০) আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ।
(১১) এজিদ বিন আবদুল মালিক ।
(১২) মারওয়ান বিন মোঃ বিন মারওয়ান আস সাফফাহ.... । সূত্রঃ- ইবনে আল আরাবী-শারহে সুনান তিরমিজী, খঃ-৯, পৃঃ-৬৮-৬৯।

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে আমি আরও কিছু আহ্‌লে সুন্নাত-এর বিশেষজ্ঞদের মতামত এখানে তুলে ধরবো এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে কারা ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর ঐ বারোজন সঠিক উত্তরসূরী, খলিফা, আমীর ও ইমাম।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তাদের যারা উলিল আমর।" (সূরা-নিসা, আয়াত-৫৯)।

হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলঃ (সূরা–নিসা, আয়াত-৫৯) তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে চিনেছি এবং "উলিল আমর" যার অনুসরণকে আল্লাহ্ নিজের এবং পয়গাম্বরের অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন তাঁরা কারা? দয়া করে তাঁদের নাম বলে দিন, নবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, তাঁরা আমার স্থলাভিষিক্ত এবং আমার পর তোমাদের ইমাম। তাঁরা হচ্ছেনঃ-

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনিত বারোজন উত্তরসূরী, খলিফা, আমীর ও ইমাম-এর নাম

(১) ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ)।
(২) ইমাম হাসান (আঃ)।
(৩) ইমাম হোসাইন (আঃ)।
(৪) ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ)।
(৫) ইমাম বাকের (আঃ)।
(৬) ইমাম জাফর আস সাদিক (আঃ)।
(৭) ইমাম মুসা আল কাজীম (আঃ)।
(৮) ইমাম আলী রেজা (আঃ)।
(৯) ইমাম আততাকী (আঃ)।
(১০) ইমাম আল নাকী (আঃ)।
(১১) ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)।
(১২) ইমাম মাহ্‌দী (আলাইহিস সালাম)

সূত্রঃ-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪২৭, (বৈরুত); মানাকেবে ইবনে শাহার আশুব, খঃ-১, পৃঃ-২৮২; কিফায়া আল আসার, খঃ-৭, পৃঃ-৭, (পুরোনো প্রিন্ট); কিফায়া আল আসার, পৃঃ-৫৩, ৬৯, (কোম প্রিন্ট); ফারায়েদ-আস সিমতাইন হামভিনি, খঃ-২, পৃঃ-১৩৩, ৩১২; সিয়রানীও আল ইয়াওয়াক্বিত ওয়াল জওয়াহীর, খঃ-৩, পৃঃ-৩২৭; ইবনে আরাবী-ইবক্বাউল ক্বাইয়্যিম, ২৬৬, অধ্যায়ে; আত্মদর্শনে সত্যদর্শন, (এ,টি খলীল আহমদ), খঃ-১, পৃঃ-৮৬, ৮৭; জ্ঞানধারা, (অধ্যাপক আলহাজ্ব মুহাঃ মুখলেছুর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট), পৃঃ-১০৫; পীরের মর্যাদা ও ভুমিকা, (মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান চৌধুরি, এডভোকেট), পৃঃ-১১৪, নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কোরবানী, (সৈয়দ মোঃ ইসহাক), পৃঃ- ৫০; গুনিয়াতুত্ব তালেবিন, পৃঃ- ৩৮০, (তাজ কোং, ঢাকা); ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃঃ-১৫১, (মূল-আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী, অনুবাদ-মোঃ মাঈনউদ্দিন); শাওয়াহেদুন নবুওত, পৃঃ-২১৩-২৮৫, আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহঃ), অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, (মদীনা পাবঃ); "হজরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ)-এর মাজারের প্রধান ফটকে পাক-পাঞ্জাতনের নাম ও ১২ ইমামের নাম খোদাই করে লেখা রয়েছে; এবং মসজিদে নববীর পিলারের চতুরপাশে ১২ ইমামের নাম খোদাই করে লেখা রয়েছে"।

"আর আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এতে জনগণের কোন ক্ষমতা নেই।" (সূরা-কাসাস, আয়াত-৬৮);

"এবং স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন অতঃপর সে তা পূর্ণ করল; তখন আল্লাহ বললেনঃ আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম (নেতা) বানাব। সে বললঃ আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও? আল্লাহ বলেন (হ্যা কিন্তু) আমার অঙ্গীকার জালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১২৪)

"স্মরণ কর, সেদিনের (কিয়ামতের) কথা যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ (নেতাসহ) আহবান করব; তারপর যাদেরকে ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" (সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭১)

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামের মারফত ছাড়াই মৃত্যুবরন করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।" সূত্রঃ-মুসনাদে হাম্বাল- খঃ, ৪, পৃঃ, ৯৬)

আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি আমরা সজাগ ও সচেতন হই। "নিজের যুগের ইমামের মারেফাত অর্জনের চেষ্টা করি। অন্যথায় কুফ্‌রের মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাবোনা। কুফ্‌রের মৃত্যুর পরিণাম ফল জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ইমামের আনুগত্য করবে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।

"যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট-পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম রাসূলের আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (মনগড়া) নেতাদের এবং আমাদের (মনগড়া) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৬৬-৬৭)

পাঠকদের বিবেক-এর কাছে আমার প্রশ্ন ? আপনারা কি আল্লাহ্ ও নবীর দ্বারা মনোনিত বারোজন ইমামের অনুসরণ করবেন? নাকি আলেমরা নিজের মনগড়া বারোজনের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের? আমার বিশ্বাস যারা "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস রাখেন, তারা অবশ্যই, রাসূল (সাঃ)-দ্বারা মনোনিতদের অনুসরণ করবেন।"
কারণ,এরশাদ হচ্ছে ঃ

"রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।" (সূরা–হাশর- আয়াত-৭)

আরো এরশাদ হচ্ছে "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পূরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার থাকে না। তবে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর (কথাকে) অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা–আহযাব- আয়াত-৩৬)

নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালবাসবে (অনুসরণ করবে) তার সাথে তার হাশর হবে।" সূত্রঃ-সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৭, হাঃ, ৬৪৭০, (ই,ফাঃ)।

পাঠকদের বিবেকের কাছে এটার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিচ্ছি যে, কার সাথে নিজের হাশর করতে চান? "মানুষের মনগড়া বারোজন নেতাদের সাথে। নাকি, আল্লাহ্ ও তাঁর নবী (সাঃ)-এর মনোনিত বারো ইমাম-এর সাথে" কারণ ইসলামে কোন জবরদস্তি নেই, এরশাদ হচ্ছেঃ- "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জর জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে।" (সূরা–বাকারা, আয়াত-২৫৬)

পাক-পাঞ্জাতনের উসিলায় হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া কবুল হয়েছিল!

আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর তাঁকে কিছু নাম শিক্ষা দিলেন। (সূরা-বাকারা, আয়াত-৩৭)।

পরে সে নামের উসিলায় হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। এবং আল্লাহ্ সেই নামের উসিলায় হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ্ যে মহান ব্যক্তিগণের উসিলায় হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন, তাঁরা হলেন। "আহ্‌লে বাইত (পাক-পাঞ্জাতন), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ইমাম আলী, হযরত ফাতেমা জাহরা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আঃ)।"

সূত্রঃ-হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে-পৃঃ-১৫৬, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মদীনা পাবঃ); তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ-১, পৃঃ-১৬১; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ–৯৭; কেফায়াতুল মোওয়াহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-৩২; মানাকিব ইবনে মাগাজেলি, পৃঃ-৫৯; সাইয়্যেদাআল নিসা আহলুল জান্নাহ (আব্দুল আজিজ আল সানাওয়ে), পৃঃ-১৫৯; সাওয়াহেদুত তানজিল, (হাসকানী), খঃ-১, পৃঃ-১০১; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-২৮৩, সৈয়দ মোঃ সালেহ কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ); ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৪৬।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উসিলা তালাশ করো।" (সূরা-মায়দা, আয়াত-৩৫)। উসিলার জন্য দেখুনঃ-সহিহুল বুখারী, খঃ-১, হাঃ-১০০৮, ১০০৯, ১০১০, (আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত); সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-১, হাঃ-৯৪৯-৯৫০; (আধুনিক); সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-২, হাঃ-৯৫৪-৯৫৫; (ই,ফাঃ); কোরআনুল করীম, পৃঃ-৩২৭, (অনুবাদ-মাওলানা মহিউদ্দিন খান)।

পাঠকদের অবগতির জন্য ২টি আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করছি

"মরহুম জনাব সৈয়দ হাকিম মাহমুদ গিলানী সাহেব যিনি এলীয়া গ্রন্থের মূল লেখক ও গবেষক, মরহুম জনাব হাকিম মাহমুদ গিলানী সাহেব, এই আশ্চর্যজনক মহাসত্য ঘটনা প্রকাশ করার আগে ৩২ বছর যাবৎ আহলে হাদীস বা ওহাবীর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু এই আশ্চর্যজনক মহাসত্য ঘটনা প্রকাশ করার পর তিনি অন্ধের মত আহলে হাদীস বা ওহাবীর উপর বলবৎ না থেকে এই মহাসত্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের "সিরাতে মুস্তাকিমের" পথকে বেছে নিলেন।" গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। যেমন আরবি, ফারসি, উর্দ্দু, হিন্দি, ইংরেজী, এবং বাংলায়, প্রথম প্রকাশক, মরহুম শেখ মাহবুবেল হক, তারা মিঞা)।

যুগে যুগে সমস্ত মহা-পুরুষগণই "আহ্‌লে বাইত (পাক-পাঞ্জাতন) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ইমাম আলী, হযরত ফাতেমা জাহরা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নৈকট্য লাভের (মারফতের) উসিলা" নিয়েছেন এবং আহ্‌লে বাইতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং মানব জাতিকেও আহ্‌লে বাইতের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সমস্ত বিপদাপদ হতে মুক্তির জন্য আহ্‌লে বাইতের উসিলায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন। কারণ, প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ের মাঝে জাগ্রত আছে, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর ইতরাত, আহ্‌লে বাইতের নূর তাঁদের মাধ্যমেই প্রকাশ হচ্ছে, যা মুমিনের চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। "আল্লাহ্‌পাক হতে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের" মাধ্যমে সৃষ্টিতে নাযিল হচ্ছে "ইলম্ ও মারেফাত" যা লাভ করার জন্য একজন মুক্তিকামী সাধক (আউলিয়াগণ) সর্বদা প্রার্থনা করে থাকেন। আর

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মাঝে আল্লাহ্‌র সমস্ত রহমতই নিহিত আছে, যা "রাসূল (সাঃ) ও তাঁর ইতরাত, আহ্‌লে বাইতের" মাঝে রয়েছে তথা "পাক-পাঞ্জাতনের" মাধ্যমে লাভ করে থাকে। "কিন্তু অধিকাংশই এ ব্যাপারে গাফেল।"

হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে এসে পাক-পাঞ্জাতনের উসিলায় প্রার্থনা করেই বিপদমুক্ত হয়েছিলেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) "সহীফা গজলুল গজলাত" এর ৫ম অধ্যায়, বাক্য-১:১০, ইব্রানী ভাষা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে; বৃটিশ বাইবেল এ্যাসোসিয়েশান। "রাসূল (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের" প্রশংসার বর্ণনা রয়েছে এবং তিনি তাঁদেরকে উসিলা করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু বাইবেলের 'নতুন অধ্যায়' হতে "গজলুল গজলাতের" প্রার্থনা অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও পাক-পাঞ্জাতনের পরিচয় ও ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। দেখুন-Ellia Light, Knowledge & Truth, Lahore-10th July-1969; Prophecies about the Holy Prophet of islam in Hindu, Christian, Jewesh & parsi Scriptures; By:Allama Sayyid Saeed Akhter Rizvi; এলীয়া, মূল লেখক ও গবেষক, জনাব সৈয়দ হাকিম মাহমুদ গিলানী, (বাংলায় প্রথম প্রকাশক, মরহুম শেখ মাহবুবেল হক, তারা মিঞা)।

১৯১৬ খৃঃ সংগঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর মানুষের জন্য কেয়ামত স্বরূপ ছিল। সে সময় বায়তুল মোকাদ্দাস্ থেকে কয়েক মাইল দূরে এক সৈন্যদল তার প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে সম্মুখে তীব্র বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। পথিমধ্যে ওনত্রারা নামক একটি ছোট গ্রামের ১টি টিলা থেকে অন্ধকার রাত্রে একটি আজব আলোক রশ্মি বের হতে দেখলো। এই আজব আলোক রশ্মি দেখে সৈন্যদল থমকিয়ে দাঁড়াল এবং কিছুসংখ্যক সৈন্য ব্যাপারটা অনুধাবন করার জন্য ঐ আলোক রশ্মির নিকটে গেল। তারা দেখল যে ঐ আশ্চর্যজনক আলোক রশ্মি মাটি ও পাথরের টিলার ফাটল দিয়ে বের হচ্ছে। তখন তারা সেটা খনন করতে লাগল। মাটি খুঁড়ে প্রায় ৪ গজ নীচে একটি রৌপ্যের ফলক আবিষ্কার করল যা থেকে ঐ আলোক রশ্মি বের হচ্ছিল। পৌনে একগজ লম্বা ও আধা গজ চওড়া ফলকটি যখনই তারা হাতে নিল তখনই আলো বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে গেল। সেটা পেয়ে সৈন্যদল খুবই আনন্দিত হলো কিন্তু আলো বন্ধ হয়ে যাওয়াতে দুঃখিত হলো এবং শঙ্কিত হলো। অবশেষে তারা ঐ ফলকটি তাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকটে নিয়ে গেল। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ যার নাম ছিল এ. এন. গ্র্যান্ডেল। তিনি টর্চ লাইটের আলোতে ফলকটি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সেটার চারিদিকে অত্যন্ত মূল্যবান পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল এবং মাঝখানে স্বর্ণাক্ষরে অত্যন্ত পুরাতন ভাষায় কিছু লেখা ছিল। অতএব ঐ লেখা তিনি বুঝতে পারলেন না। অবশ্য তার ধারণা হলো যে এটা একান্ত সাধারণ জিনিস নয়। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, এ লেখা অত্যন্ত সম্মানীয় ও গোপনীয় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশেষে সেটা বহু অফিসারদের হাত বদল হয়ে তাদের সর্বাধিনায়ক লেঃ ডি. ও. গ্লাডস্টোন-এর হাতে পৌঁছল। তিনি সেটা বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে পৌঁছিয়ে দিলেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শেষে ১৯১৮ খৃঃ বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন ভাষার পন্ডিতের সম্বন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারা দীর্ঘ কয়েক মাস কঠিন পরিশ্রম ও গবেষণা করে সেটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। এতে জানা যায় যে, উক্ত রৌপ্য ফলকটি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ছিল এবং সেটার লেখাগুলো প্রাচীন ইব্রানী ভাষার, যে ভাষায় 'যবুর' ও 'গজলুল গজলাত' লেখা। গবেষণা কমিটির সদস্যগণ ফলকে লেখা 'হযরত আহম্মদ, এলিয়া, (আলী); আল বাতুল, (ফাতেমা); হাসান ও হোসেইনের'

নাম পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। অবশেষে সেটা বৃটেনের রাজকীয় যাদুঘরে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু লর্ড পাদ্রী এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১লা মার্চ ১৯২০ খৃঃ একটি গোপনীয় আদেশ জারী করলেন, তা নিম্নরূপ: "যদি এই ফলক কোন যাদুঘরে রাখা হয় অথবা এমন কোন জায়গায় যেখানে জনসাধারণ অবাধ চলাফেরা করে, তবে খৃস্টান ধর্মের ভিত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তা চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত ফলককে ইংল্যান্ডের গির্জার একান্ত গোপনীয় কক্ষে রাখাই শ্রেয়, যেখানে জনসাধারণের অবাধ একান্ত যাতায়াত নাই।"

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মূল রৌপ্য ফলক, ফলকটিতে ইব্রানী ভাষায় লিখিত শব্দগুলোর আরবি ও বাংলা অনুবাদসহ প্রদত্ত হলো

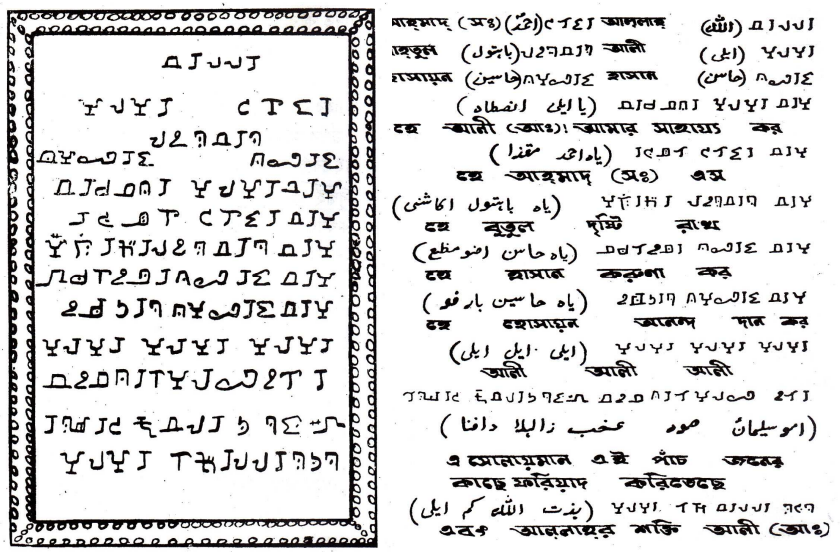

"আল্লাহ্, আহমাদ, আলী, বাতুল, হাসান, হোসাইন, ইয়া আলী (আঃ) আমায় সাহায্য করো, ইয়া আহমাদ (সাঃ) এসো, ইয়া বাতুল দৃষ্টি রাখ, ইয়া হাসান করুনা করো, ইয়া হোসাইন আনন্দ দান করো, আলী, আলী, আলী, এবং সোলায়মান এ পাঁচ জনের উসিলায় আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করতেছেন এবং আল্লাহ্‌র শক্তি আলী (আঃ)।"

আজ পর্যন্ত এ ফলকটি ইংল্যান্ডের রাজকীয় যাদুঘরের গোপন কক্ষে রক্ষিত আছে। সূত্রঃ-ওয়াান্ডারফুল স্টোরীজ অব ইসলাম, লেখকঃ কর্ণেল পি, সি, ইমপ্লে, লন্ডন, পৃষ্ঠা ২৪৬; রিসালে হাকিকাতে গারাবিয়া, লেখকঃ আবুল হাসান সিরাজী, পৃঃ ২১-২৪,।

বরফ জমলেও পানি-আবার গলে গেলেও পানি। সত্য লোহার সিন্দুকে আটকিয়ে রাখা যায় না। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রূপার ফলক গবেষক ও বিশপগণ আপ্রান চেষ্টা

করেও লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই আশ্চর্যজনক সংবাদ আজ দুনিয়ার মানুষ জানতে পেরেছে। কারণ এমন কোন শক্তি নাই যে "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর নূরকে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে।" উদাহরণস্বরূপ ঐ রৌপ্য ফলক সম্বন্ধে একটি বাস্তব ঘটনা প্রচলিত ছিল যা নিম্নরূপ ঃ

টমাস : ওহে উইলিয়াম! তুমি কি রৌপ্যফলক সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?

উইলিয়াম : হ্যাঁ, আমি ঐ আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনেছি।

টমাস : এখন তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

উইলিয়াম : ইহা অত্যন্ত সংকটজনক ব্যাপার? আমাদের ধর্মীয় নেতাগণ এ সম্বন্ধে মতানৈক্য করতে পারেন। কিন্তু আমি.....।

টমাস : হাঁ! হাঁ! বল! থেমে গেলে কেন? প্রত্যেক ব্যক্তির সত্য-মিথ্যা (ভালোমন্দ) বিচার করার স্বাধীনতা আছে। এটা কোন রাজনীতির সমস্যা নয় যে তা প্রকাশ করলে রাজদন্ডের ভয় আছে। তুমি নিশ্চিত ও নিঃসংকোচে বলতে পার।

উইলিয়াম : ভাই টমাস! আমার আত্মবিশ্বাস যে "ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামই বলবৎ থাকবে।" টমাস তুমি চিন্তা করে দেখ যে অতীতের "সমস্ত নবী পয়গম্বরগণ হাজার হাজার বৎসর পূর্বে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করেই ক্ষান্ত হন নাই বরং তাঁর উসিলা ধরে সাহায্যও প্রার্থনা করেছেন।" তুমি যদি কিছু মনে না কর, তবে আমি সত্য কথাই বলি। "আমাদের বাইবেলেও অগণিত স্পষ্ট বাণী আছে যে হযরত মোহাম্মদ শেষ নবী হবেন এবং তাঁর আহ্‌লে বাইতগণও এক সম্মানিত অবস্থা প্রাপ্ত হবেন।"

টমাস : বেশ ভালো। বাস্তবিকই তুমি সঠিক কথা বলেছ। যদি আমরা এগুলো ঘৃণা ও স্বার্থ হীন চিত্তে ভেবে দেখি, তা হলে সাম (পুরাতন ধর্ম) গ্রন্থে উহা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারব। তাছাড়াও ইসলামের ইতিহাস দেখতে পারো, সেখানে আলী ও হোসেনের বীরত্বপূর্ণ ঘটনা লেখা আছে সেটা পড়লেই বোঝা যায় যে তাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তির এমন অধিকারী ছিলেন যা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

উইলিয়াম : এ কথা আমিও স্বীকার করি। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনা মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক তাতে কিছু যায় আসে না। স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তাঁদের প্রশংসা করেন। আমি বহুদিন হতেই শুনে আসছি যে কোর্‌আন পাকে "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের শানে অনেক কিছু লেখা আছে। এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, কোন পথ আমরা অবলম্বন করব। অন্ধের মত খৃস্ট ধর্মের উপর বলবৎ থাকব না সত্য সন্ধানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের পথে চলবো।"

টমাস : ভাই উইলিয়াম! তুমি বিশ্বাস করো বা না করো আমি এখন হতেই মুসলমান হয়ে গেলাম। এ মুহূর্ত হতেই তুমি আমাকে "আহ্‌লে

বাইতের (পাক-পাঞ্জাতনের) গোলাম হিসাবে গণ্য করতে পারো। যাদের পাক-পবিত্র নাম রৌপ্য ফলকে লেখা আছে।"

উইলিয়াম : তাহলে আর দেরী কেন? চল আমরা এখনই কোন ইসলামি দেশে চলে যাই এবং কলেমা পড়ি।

টমাস : সত্যিই!!!

উইলিয়াম : হাঁ বিশ্বাস করো। আমি তো তোমার আগে মুসলমান হয়ে গিয়েছি। কোন ইসলামিক দেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইরানের এক বড় আলেম নিউ ক্যাসেলে এসেছেন। চল আমরা সেখানে গিয়ে তার হাতে কলমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি।

এই উভয় ভাগ্যবান ব্যক্তি নিউ ক্যাসেলে গিয়ে জনাব মাওলানা হাসান মুস্তবা তেহরানীর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। টমাসের নাম বদল করে 'ফা'জাল হোসেইন' এবং উইলিয়ামের নাম বদল করে 'কা'রাম হোসেইন' রাখলেন। এই ঘটনার ২ বৎসর পরে এই ব্যক্তিদ্বয় ১৯২৫ খৃঃ পবিত্র কাবা, মদীনায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রওজা ও কারবালায় ইমাম হোসেইন ও নাজাফে ইমাম আলী (আঃ)-এর রওজা জিয়ারত করেন। সূত্রঃ-From Muslim chronicle London, 3rd, December 1926; Resalae Al-Islam, Delhi, Feb, 1927।

আরেকটি গবেষণার দিকে দৃষ্টিপাত করি

১৯৫১ ইং সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার একদল গবেষক কোহেকাফ্ পাহাড়ের পাদদেশ পরিদর্শন করছিলেন। সম্ভবতঃ তারা কোন নতুন খনির অনুসন্ধান করছিলেন। মাটি জরিপ করতে গিয়ে এক জায়গায় কিছু পচা কাঠের টুকরা দেখতে পেলেন। তখন দলের অধিনায়ক অতি আগ্রহের সাথে ঐ জায়গাটি খুঁড়তে লাগলেন। মাটির নীচে অনেকগুলো সাজানো কাঠ পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। থরে থরে সাজানো কতগুলো কাঠ দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জায়গাটি খুঁড়তে লাগলেন এবং প্রচুর পরিমাণে কাঠ ও অন্যান্য জিনিস পত্র পেলেন। এর মধ্যে পাঁচ কোনা বিশিষ্ট একটি সুন্দর ফলকও পেলেন। ১৪x১০ ইঞ্চি চওড়া ঐ ফলকটি পেয়ে তারা হতভাগ ও বিস্মিত হলেন যে উহা অন্যান্য কাঠের তুলনায় সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় আছে। উক্ত ফলকটি সম্বন্ধে গবেষকগণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে ১৯৫২ ইং সনে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সেটা হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীতেই উক্ত ফলকটি রক্ষিত ছিল এবং সেটাতে অতি প্রাচীন ভাষায় কিছু লেখা ছিল। মাটির নীচে প্রাপ্ত ঐ কাঠগুলো যখন প্রমাণিত হলো যে সেটা নূহ (আঃ)-এর তরীর, তখন তাদের আগ্রহ ঐ ফলক সম্বন্ধে আরো বেড়ে গেল এবং ফলকে কি লেখা আছে তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেল। তখন রাশিয়ান সরকারের অধীনে প্রাচীন ভাষাবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো, ঐ ফলকে কি লেখা আছে তা উদ্ধার করার জন্য। নিম্নলিখিত ভাষাবিদদের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি ১৯৫৩ ইং সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এই গবেষণার কার্যক্রম শুরু করেন। ১. প্রফেসর সোলেন্‌ফ, মস্কো ইউনিভার্সিটি। ২. প্রফেসর ইফাহান খেনু, লুলহান কলেজ, চীন। ৩. মিশানেনুল ফরেং, অফিসার-ইন চার্জ, কঙ্কাল। ৪. তমল গরফ, শিক্ষক

ক্যাবজার্ড কলেজ। ৫. প্রফেসর ডিপাকান, লেলিন ইনিস্টিটিউট। ৬. এম, আহম্মদ কোলাড, জিটকোমেন রিসার্স এ্যাসোসিয়েন। ৭. মেজর কট লোফ, স্টালিন কলেজ।

উপরোক্ত ৭ জন গবেষক দীর্ঘ ৮ মাস যাবৎ গবেষণা করার পর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে ঐ ফলকটি হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ তৈরির সময় ব্যবহার করেছিলেন এবং তার জাহাজে রক্ষণ করেছিলেন; যাতে আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত হয়ে তরী ও এর আরোহীগণ নিরাপদে অবস্থান করতে পারেন।

ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের প্রাচীন ভাষার গবেষক মিঃ এন, এফ, ম্যাক্স ঐ ফলকের লেখার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, যার মূল লেখা ও বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ

হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীর মূল ফলক ফলকটির মাঝখানে পাঞ্জারমত ছবি খোদাই করা এবং সামানী ভাষায় লেখা। তা নিম্নরূপ :

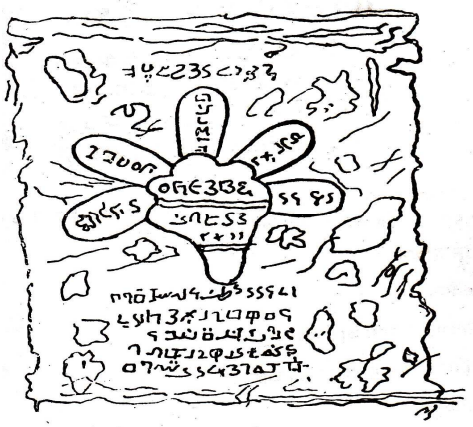

"হে আমার প্রভু, আমার সাহায্যকারী। আমার হাত করুণা ও রহমতের সঙ্গে ধর, তোমার পাক-পবিত্র প্রিয় বান্দাদের উসিলায়। মোহাম্মদ; এলিয়া (ইমাম আলী); সাব্বার (ইমাম হাসান); সাব্বির (ইমাম হোসাইন); ফাতেমা (বাতুল); যারা স্বয়ম্ভু ও সম্মানী বিশ্ব-চরাচর তাঁদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের নামের উসিলায় আমাকে সাহায্য কর। সরল পথে চালাবার একমাত্র মালিক তুমিই।"

জনসাধারণ উক্ত লেখা পড়ে অবাক হলেন। অবাক হওয়ার মূল কারণ হলো হাজার হাজার বৎসর পরেও ফলকটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। বরং একই অবস্থায় আছে। ঐ ফলকটি আজও রাশিয়ার মস্কোতে প্রাচীন ফসিল গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত আছে।

সূত্রঃ-Weekly Mirror-UK, 28th December-1953; Bathrah Najaf- Iraq, 2nd February-1954; Al-Huda-Cairo-31th March-1954; Ellia light, knowledge & truth, Lahore-10th July-1969; সাপ্তাহিক 'মিরর' লন্ডন, ১লা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ ইং; দৈনিক পত্রিকা সানলাইট ম্যাঞ্চেষ্টার, ২৩শে, জানুয়ারি, ১৯৫৪-ইং; মাসিক পত্রিকা স্টার অব ব্রিটেন, ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৫৪ ইং লন্ডন, এবং, মূল গ্রন্থ এলীয়া, মূল লেখক, সাবেক আহলে হাদীস বা ওহাবী জনাব সৈয়দ হাকিম মাহমুদ গিলানী, (বাংলায় প্রথম প্রকাশক, মরহুম শেখ মাহবুবেল হক, তারা মিঞা); ।

উক্ত ঘটনা হতে জানা যায় পূর্ববর্তী "নবী-রাসূল, মহা-পুরুষগণ, পাক-পাঞ্জাতনের বা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের উসিলা ধরে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন, তাদের বিপদাপদে। নবী-রাসূলগনের এ সুন্নাতের প্রথম উৎপত্তিকারক হলেন, হযরত আদম (আঃ)।"

নবী করিম (সাঃ)-এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবুজার আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার আহ্‌লে বাইত-এর সদস্যগণ {আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)}। আমার উম্মতের জন্য তেমনি নাজাতের তরী, যেমনি আল্লাহ্‌র নবী নুহ (আঃ)-এর তরী মহাপ্রলয়ের সময় তার জাতির জন্য আশ্রয় ও নাজাতের তরী ছিল। অর্থাৎ যারাই হযরত নুহ (আঃ)-এর তরীতে উঠেছিল তারাই মহাপ্রলয় থেকে নাজাত পেয়েছিল (হযরত নূহের ছেলে তরীতে উঠেনি আল্লাহ্‌ তাকেও ক্ষমা করেন নি) তেমনি এই উম্মতের যারা আমার আহ্‌লে বাইতকে অনুসরণ করবে তারাই নাজাত পাবে এবং যারা অনুসরণ করবে না তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) হবে।" সূত্রঃ-মেশকাত শরিফ, খঃ-১১, হাঃ-৫৯২৩; কাশফুল মাহজুব, পৃঃ-৭০, (দাতাগঞ্জ বকস); মাসিক মদীনা (সেপ্টেম্বর ২০০০) পৃঃ-৬; পীরের মর্যাদা ও ভুমিকা, পৃঃ-১১৪, (মুহাঃ মুখলেসুর রহমান এডভোকেট); জ্ঞানধারা, পৃঃ-১০৬, (মুখলেসুর রহমান); আস সাওয়ায়েকে মুহরেকা (ইবনে হাজার হায়সামী), পৃঃ-২৩৪; তাফসীরে কাবির, খঃ-২৭, পৃঃ-১৬৭; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-২, পৃঃ-৭৮৬; কানযুল উম্মাল, খঃ-৬, পৃঃ-২৫৬; মানাকেবে ইবনে মাগজিলি, পৃঃ-১৩২; মুসস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১৫১, খঃ-২, পৃঃ-৩৪৩, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ২৩৩, আরবাইন নাবহানী, পৃঃ, ২১৬, তারিখে খোলফা, পৃঃ, ৩০৭; যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ-২০; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-১৫০ (ইবনে হাজার মাকিক); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৩৭০, ৩০৮; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৩৮, ১১১; নুরুল আবসার, পৃঃ-১১৪; আল তাবরানি, খঃ-৩, পৃঃ-৩৭-৩৮; হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-৪, পৃঃ-৩০৬; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৫৯ (উর্দ্দু); ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃঃ-১৪০, (মূল-আয়াতুল্লাহ্‌ জাফর সুবহানী, অনুবাদ-মোঃ মাঈনউদ্দিন); Al-Mujam al-Awsat by Tabarani, Vol-4, p-10; Al-Mujam al-Saghir by Tabarani, Vol-2, p-22; Al-Mujam al-Kabir by Tabarani, Vol-3, p-46; Musnad al-Shihab, Vol-2, p-273; Musnad al-Bazar, v-11, p-329; Al-Enbah, by Ibn Abdulbar, p-42; Shawahed al-Tanzil by Hasakani, Vol-1, p-362| Al-Hakim recorded the tradition in his book 'al-Mustadrak' vol-2, p-343 and **declared it as Sahih** according to the condition of Muslim; Imam Jalaluddin Suyuti in his book 'Al-Jame al-Saghir' vol-2, p-533, **declared it as Hasan;** Imam Al-Sakhawi in his book 'Al-Baldanyat' p-186, **declared it as Hasan;**

বিষয়টা আমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেল যে, "মহানবী (সাঃ)-এর কথা মত সেই একটা দল জান্নাতী হবে, সেই দলটি হচ্ছে, যারা মহানবী (সাঃ)-এর পর তাঁর পবিত্র আহ্‌লে বাইত-এর অনুসরণ করছে, আর বাদ বাকীরা পথভ্রষ্ট, নবীজির কথা মত, তাই নয় কি? আমি সবাইকে আহবান করবো আসুন আমরা সবাই নবীজীর কথামত নবীজির ইতরাত, আহ্‌লে বাইতের নাজাতের কিস্তিতে আরোহণ করি ও বিভেদ মুছে ফেলি,"

পবিত্র কোরআনে, আহ্‌লে বাইত (আঃ)-কে পবিত্রতার সনদ দেওয়া হয়েছে

মহানবী (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছে আমাদের আত্মাকে পাক পবিত্র করার জন্য। 'পবিত্রতা ব্যতিত কোরআনকে কেউই বুঝতে পারবেনা। সুতরাং নবীর পর যারা তাঁর স্থলাভিসিক্ত হবেন, তাঁদেরকেও অবশ্যই জন্মসূত্রে পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব হতে হবে।' সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র কোরআনে, আহ্‌লে বাইতকে পবিত্র ব্যক্তিত্বের সনদ দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ

"আহ্‌লে বাইতের সদস্যগণ আল্লাহ্ চান যে, আপনাদের কাছ থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র রাখতে যতটুকু রাখার তাঁর (আল্লাহ্‌র) হক আছে"। (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৩)

উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, "পবিত্রতার আয়াত আমার ঘরে নাযিল হয়। মহানবী (সাঃ) হাসান, হোসেইন, আলী ও ফাতেমা (আঃ)-এর উপর একটি চাঁদর টেনে প্রার্থনা করলেন, ইয়া আল্লাহ্ এরাই আমার আহ্‌লে বাইত, এরাই আমার একান্ত আপনজন পরমাত্মীয়। এদেরকে সকল প্রকার অপবিত্রতা হতে দূরে রাখুন। তখন উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বললেন, ইয়া আল্লাহ্‌র রাসূল! আমিও কি এই চাদরের ভেতর আসতে পারি? মহানবী (সাঃ) বললেন, না, তবে তুমি মঙ্গলের উপর আছো"। মহানবী (সাঃ)-এর এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হল যে, নবীর স্ত্রীগণ (আহযাব-৩৩)-এর আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

পাঠকদের জন্য সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের সূত্র উল্লেখ করছি, যেখানে, এই আয়াত আহ্‌লে বাইত-এর শানে অবর্তীণ হয়েছে। (আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন (আঃ)-এর শানে)। সূত্রঃ-সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৭, হাঃ-৬০৪৩ (ইফাঃ); সহীহ্ তিরমিযী, খঃ-৬, হাঃ-৩৮৭১, ৩৭৮৭ (ই,ফাঃ); তাফসীরে নূরুল কোর্‌আন, খঃ-২২, পৃঃ-১৫ (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); তাফসীরে মারেফুল কোরআন, খঃ-৭, পৃঃ-১৩২, (ই,ফাঃ, মুফতি মোঃ সফি); কোরআনুল করীম, পৃঃ-১০৭৯, (অনুবাদ-মাওলানা মহিউদ্দিন খান); তাফসীরে মাদানী, খঃ-৮, পৃঃ-১৩-১৫, (আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী); তাফসীরে মাজহারী, খঃ-১০, পৃঃ-৩৩, ৩৪, (ই,ফাঃ); সহীহ্ তিরমিজী, খঃ-৫, হাঃ-৩১৪৩-৩১৪৪; খঃ-৬, হাঃ-৩৭২৫, ৩৮০৮ (ই,সেন্টার); মেশকাত, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৭৬ (এমদাদীয়া); শেখ আব্দুর রহিম গ্রন্থাবলী, খঃ-১, পৃঃ-৩০৮ (বাংলা একাডেমী); মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৩, পৃঃ-১১৬ (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী); তাফসীরে দূরে মানসুর, খঃ-৫, পৃঃ-১৯০, (মিশর); তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ-৩, পৃঃ-৪৮৪, (মিশর); তাফসীরে কাসসাফ, খঃ-১, পৃঃ-১৯৭, (মিশর); তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-১৪, পৃঃ-১৮২ (মিশর); তাফসীরে এতকান, খঃ-৪, পৃঃ-২৪০, (মিশর); তাফসীরে কাবীর. খঃ-২, পৃঃ-৭০০ (মিশর); তাফসীরে সালবি, খঃ-৩, পৃঃ-২২৮, (মিশর); তাফসীরে তাবারী, খঃ-২২, পৃঃ-৮ (মিশর); ফাতহুল কাদীর সাওকানী, খঃ-৪, পৃঃ-২৭৯; উসুদুল ঘাবা, ইবনে আসির, (মিশর); খঃ-২, পৃঃ-১২, খঃ-৫, পৃঃ-৫২১; সহীহ্ তিরমিজী, খঃ-৫, পৃঃ-৩, (মিশর); ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৭৪, (উর্দ্দু), পৃঃ-১০৭, (ইস্তমবুল); মানাকেবে খাওয়ারেজমি, পৃঃ-২৩; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-১১৭; সুনানে বায়হাকী, খঃ-২, পৃঃ-১৪৯; ইমাম নাসাঈ, পৃঃ-১৪৯; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-১০৭; আল ইসাবা, খঃ-২, পৃঃ-৫০২; তাবরানি, খঃ-১, পৃঃ-৬৫; আস সিরাতুল হালবিয়া, খঃ-১৩, পৃঃ-২১২; তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ-১, পৃঃ-১৬৫; আহকামুল কোর্‌আন, খঃ-২, পৃঃ-১৬৬, (ইবনুল আরাবি); কানযুল উম্মাল (মুত্তাকী হিন্দি), খঃ-৫, পৃঃ-৯৬; তারিখে তাবারি, খঃ-৫, পৃঃ-৩১; তারিখে দামেস্ক, পৃঃ-৬৩, (বৈরুত); কেফাইয়াতুল মোয়াহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-১৭৩; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-১, পৃঃ-৩৩১; খঃ-৪, পৃঃ-১৭; খঃ-৬, পৃঃ-২৯২, (বৈরুত); যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ-২১; মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-২০৮; সাওয়াহেদুত তানজিল, খঃ-৩, পৃঃ-১০; খঃ-২,

পৃঃ-৩৩; ফাজায়েলুল খামসা, খঃ-১, পৃঃ-২২৪; ইসাবা, খঃ-৫, পৃঃ-৪৮৯; মাজমাউজ জাউয়ায়িদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৬৭; মাকতালুল খাওয়ারেজমী, খঃ-২, পৃঃ-৬১; মাশকিলুল আসার, খঃ-১, পৃঃ-৩৩৫; উসুদুল ঘাবা, খঃ-৩, পৃঃ-৪১৩; খঃ-৪, পৃঃ-২৬; মুসনাদে তাইয়ালাসী, খঃ-৮, পৃঃ-২৭৪; রিয়াজুন নাজরাহ, খঃ-২, পৃঃ-২৪৮; সহীহ্ মুসলীম, খঃ-৫, পৃঃ-১৮৮৩, (বৈরুত); তাহজিবুত তাহ্‌জীব, খঃ-২, পৃঃ-২৯৭; তারজামাহ্-ই-ইসতিয়ার, পৃঃ-৬৩৭; তায়সিরুল উসুল, খঃ-৩, পৃঃ-২৯৭; ইযাযাতুল খিফা, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-২, পৃঃ-৫০৫, (উর্দ্দু); আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৯৪, ৫৫০, (উর্দ্দু); আল ফাতওয়া আল কোবরা, খঃ-১, পৃঃ-৩৭০, (ইবনে তাইমিয়া); তারিখে ওহাবীয়াত, (আলী আজগার ফাক্‌হি), পৃঃ-২২০-২২২; ফাত্‌হুল বারী, শারাহ সহিহ্ বুখারী, খঃ-৩, পৃঃ-৪২২; খঃ-৭, পৃঃ-৬০; আল ইস্তিয়াব, খঃ-৫, পৃঃ-৫৯৭; জামেউল উসুল, খঃ-১০, পৃঃ-১০১; তারিখে বাগদাদ, খঃ-৯, পৃঃ-১২৬।

উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, "এটা আমার মসজিদ এতে যে কোন হায়েয অবস্থার মহিলা (স্ত্রীগণ) ও যে কোন ব্যক্তি (সাহাবারা) যার উপর গোসল ফরজ তাদের জন্য পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমার জন্য ও আমার পবিত্র আহ্‌লে বাইত (আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন)-দের উপর যে কোন অবস্থায় তাঁরা আমার মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেন, সর্তক হয়ে যাও! আমি তোমাদেরকে তাঁদের নাম বলে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা গুমরাহ্ না হয়ে যাও।" (কারণ তাঁরা সব সময় পাক-পবিত্র); সূত্রঃ-বায়হাকী-আস সুনানুল কুবরা, খঃ-৭, পৃঃ-৬৫, হাঃ- ১৩১৭৮; হিন্দি, কানযূল উম্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-১০১, হাঃ-৩৪১৮৩; ইবনে আসাকির, তারিখে দিমশ্‌ক আল কবির, খঃ-১৪, পৃঃ-১৬৬; ইবনে কাসীর, ফুসুলুম মিনাস সিরাহ্, খঃ-১, পৃঃ-২৭৩; আল্লামা সুয়ুতী-খাসায়িসুল কুব্‌রা, খঃ-২, পৃঃ-৪২৪; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৬২; মারাজাল বাহরাইন ফি মানাকেবে আল হাসনাইন, পৃঃ-৪৮ (ডাঃ তাহেরুল কাদ্বরী) ।

কামালিয়াত অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের চরিত্র ও আদব কায়দা হচ্ছে বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শ, মডেল। তাঁদের মহানুভব অবস্থান ও আধ্যাত্মিক উচ্চপদমর্যাদার প্রতি কোর্‌আন বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ করেছে যাতে বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ তাঁদের উজ্জল উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে এবং মহানবী (সাঃ)-এর পর শরীয়তের আইন ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত তথ্যাদি ও পথ নির্দেশের জন্য "কোরআন ও আহ্‌লে বাইতকে" মেনে চলে। তাঁরা হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য যারা ইসলামের বাস্তব নমুনা এবং মতামত ও চিন্তার মতদ্বৈধতা নিরসনের বিষয়ে ঐক্যমতের প্রতীক।

আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পাঠকদের মনে উদ্রেক হতে পারে, এমন যে কোন ধরনের সন্দেহ অপনোদন করা প্রয়োজন, যেমন এই (সূরা-আহযাব-আয়াত-৩৩) উম্মুল মোমিনীনগণকেও আহ্‌লে বাইত-এর অর্ন্তভুক্ত করে কি না? কিছু কিছু আলেম নিশ্চিত ভাবে-এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রকৃত সত্য হলো, এই আয়াতে উম্মুল মোমেনীনগণকে কোনভাবেই আহ্‌লে বাইত-এর অন্তর্ভুক্ত করে না। কারণ, পূর্ববর্তী আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কেবল মাত্র বিশেষ পাঁচ ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে যাদের মধ্যে চার জন পুরুষ, ব্যতিক্রম কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কন্যা ফাতিমা (আঃ)। অধিকন্তু, পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে পুংবাচক লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষা সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট যে "আনকুম" এবং "ইউতাহ্ হিরাকুম" শব্দ (যাদের অর্থ তোমাদের থেকে ও তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে

পূতঃপবিত্র রাখতে। পূং বাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিদেরকে যাদের অধিকাংশ হলো পুরুষ যৌথভাবে নির্দেশ করেছে। যদি এর দ্বারা আল্লাহ্'তায়ালা উম্মুল মোমেনীনদের বুঝাতে চাইতেন, যেমন কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, তবে আরবী ভাষার সবচেয়ে নিঁখুত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোর্আন অবশ্য অবশ্যই পুং বাচক ঐ শব্দ দুটির পরিবর্তে স্ত্রী বাচক শব্দ "আনকুন্না" এবং "ইউতাহহিরাকুন্না" ব্যবহার করতেন, কারণ তারাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক।

পাঠকদের অবগতির জন্য আহ্লে সুন্নাতের আলেমরা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আহ্লে বাইত হচ্ছেন, মহানবী (সাঃ)-এর "কন্যা হযরত ফাতেমা, ইমাম আলী, ইমাম হাসান, ও ইমাম হোসাইন (আঃ)।"

সূত্রঃ-তাফসীরে কাবীর, খঃ-২, পৃঃ-৭০০, (মিশর); আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকা, পৃঃ-১১৭, ১৪১; ইবনে হাজার আসকালানী, (মিশর), উসুদুল ঘাবা, (ইবনে আসীর), খঃ-২, পৃঃ-১২; খঃ-৩, পৃঃ-৪১৩; তাফসীরে এতকান, খঃ-৪, পৃঃ-২৪০; তাফসীরে ইবনে কাসীর, খঃ-৩, পৃঃ-৪৮৩, (মিশর); তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-১৪, পৃঃ-১৮২, (কায়রো); তাসকেরাতুল খাওয়াস-ইবনে জাওজী হানাফী, পৃঃ-২৩৩; তাফসীরে কাশশাফ যামাখশারী, খঃ-১, পৃঃ-১৯৩, (মিশর); মানাকেবে খাওয়ারেজমী হানাফী, পৃঃ-২৩; মুসনাদে হাম্মাল, খঃ-১, পৃঃ-১৯৩ ও ৩৬৯, (মিশর)।

"মহানবী (সাঃ) ও তাঁর আহ্লে বাইত (আঃ)-দের উপর নামাজে দরূদ না পড়লে, নামাজ কবুল হবে না।"

মহানবী (সাঃ) যেরূপ আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তম ও সম্মানিত ছিলেন বা আছেন। ঠিক তদ্রপ নবীর আহ্লে বাইত (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-গণও প্রিয়তম ও সম্মানীত।

"আহ্লে বাইতে (রাসূল)! আপনাদের ওপর আল্লাহ্র (বিশেষ) রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ রয়েছে।" (সূরা-হুদ, আয়াত-৭৩)

তাই এরশাদ হচ্ছেঃ "অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তাদের নিয়ে নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করছেন। হে ঈমানদারগণ তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে থাক।" (সূরা-আহযাব- আয়াত-৫৬)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? উত্তরে নবীজি বলেন :

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অতঃপর তিনি বলেন : দেখ, তোমরা যেন আমার উপর লেজ কাটা দরূদ না পড়। সাহাবারা বললেন লেজকাটা কেমন? নবীজি উত্তরে বলেন, আমার আহ্লে বাইত (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-কে বাদ দিয়ে শুধু আমার উপর দরূদ পড়া যেমন "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ" বলে চুপ থাকা। আমার 'আ'ল্কে' অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে।

সূত্রঃ-সালাওয়াত, (মূল-আলী খামসেই ক্বাযভিনি, অনুবাদ-মুহাম্মাদ ইরফানুল হক); আল মুরাজেয়াত, পৃঃ-৫৭-৫৮; মুসনাদে আহমদ, খঃ-৫, পৃঃ-৩৫৩; যাখাইরুল উকবা, পৃঃ-১৯; ইয়া নাবিউল মাওয়াদ্দাত, পৃঃ-৭; কানযুল উম্মাল, খঃ-১, পৃঃ-১২৪; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-৮৭,৭৭১; জাজবায়ে বেলায়েত, পৃঃ-১৫৪; মাজমাউল বয়ান, খঃ-৮, পৃঃ-৩৬৯; ফাজায়েলুল খামছা, খঃ-১, পৃঃ-২০৯; তাফসীরে নূরুস সাকালাইন, খঃ-৪, পৃঃ-৩০৫; তাফসীরে নমূনা, খঃ-১৭, পৃঃ-৪২১।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, "ইয়া! আহ্লে বাইতে রাসূল! আপনাদের মুয়াদ্দাত (আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা) পবিত্র কোর্আনে ফরজ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি নামাজে আপনাদের উপর দরূদ না পড়বে তার নামাজই কবুল হবে না।" সূত্রঃ-ইবনে হাজার মাক্কীর-সাওয়ায়েকে মোহরেকা পৃঃ-৮৮,৭৭১।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, দু'আ ও নামাযসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ না নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা না হয়। সূত্রঃ-মাদারেজুন নবুয়াত, খঃ-২, পৃঃ-১০৬, (ই,ফাঃ); জামে আত তিরমিযি, খঃ-২, হাঃ-৪৫৮, (ই, সেঃ); সহীহ তিরমিযি, পৃঃ-১৭২, হাঃ-৪৮৯, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং)।

পাঠকদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন? "মহানবী (সাঃ) ও তাঁর আহ্লে বাইত (আঃ)-দের উপর নামাজে দরূদ না পড়লে, নামাজ কবুল হবে না।" তাই নামাজের মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে, তাঁদের (মহানবী (সাঃ) ও তাঁর আহ্লে বাইতের) উপর দরূদ পড়তে হবে। যাঁদের উপর দরূদ না পড়লে নামাজই কবুল হয় না। তাঁদেরকে যদি আমরা না চিনি বা না জানি, তাহলে নামাজে দরূদ পড়লেও তা কোন উপকারে আসবে কি? একটু চিন্তা করুন !!!.....।

"ভাবিয়া করিবেন আমল, আমল করিয়া ভাবিবেন না"

পবিত্র কোর্আনে, মহানবী (সাঃ)-এর আহ্লে বাইত (আঃ)-কে প্রকৃত সত্যবাদী বা সিদ্দিকে আকবার ঘোষনা করা হয়েছে

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও"। (সূরা তওবা, আয়াত-১১৯)

আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে থাকতে বলছেন কারণ কি? ঈমান আনা যথেষ্ট নয়, কারণ সত্যবাদীদের সাথে থাকলে ঈমান সতেজ ও মজবুত থাকবে। তাই এখন আমরা সত্যবাদীদের কোথায় পাবো? আসুন যে পবিত্র কোর্আনে সত্যবাদীদের সাথে থাকার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে, সেই কোরআনেই আমরা খুঁজি সত্যবাদী কারা।

একদা নাজরানের খ্রিস্টানদের একটি দল পাদ্রীসহ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন। তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় নবীজির সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন নবীজির কোন যুক্তিই তারা মানছিলেন না। তখন নবীজির প্রতি কোর্আনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:

"আপনার নিকট যথাযথ জ্ঞান আসার পরও যে কেউ এই বিষয়ে তর্ক করবে, সন্দেহ করবে তাদের বলুন: আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমরা তোমাদের পুত্রদের, আমরা আমাদের নারীদের এবং তোমরা তোমাদের নারীদের এবং আমরা আমাদের নাফসদের (সত্তাদের) ডাকি তোমরা তোমাদের নাফসদের (সত্তাদের) কে ডাক। অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত (অভিসম্পাত) বর্ষিত হোক।" (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-৬১)

মহানবী (সাঃ) ইমাম হাসান, ইমাম হোসেইন, হযরত ফাতেমা ও ইমাম আলী (আঃ)-কে ডাকলেন এবং "ইমাম হোসেইনকে কোলে নিলেন, ইমাম হাসানের হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতেমা, নবীজির পিছনে এবং ইমাম আলী, হযরত ফাতেমার পিছনে হাঁটছিলেন।

মহানবী (সাঃ) তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে আহ্‌লে বাইত, আমার মিশনের সদস্যগণ আমি যখন অভিসম্পাতের জন্য প্রার্থনা করব, তখন তোমরা 'আমিন' বলবে।"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র পছন্দসই ধর্ম ইসলামের সত্যতা নিরূপণের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মহানবী (সাঃ) আর কাউকেও সঙ্গে নিলেন না, শুধু 'আহ্‌লে বাইত (হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-গণকেই নিলেন।' যেমন আল্লাহ্‌র পছন্দসই ধর্ম সত্য ও পবিত্র, ঠিক তেমনি সাক্ষ্যও সত্য ও পবিত্র হতে হবে, তাই তিনি আহ্‌লে বাইত (হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-গণকেই সাথে নিলেন। কারণ তাঁহারাই ছিলেন প্রকৃত সত্যবাদী (সিদ্দিকে আকবার)।

মোবাহালার মাঠে নাজরানের পাদ্রী এই সত্যবাদী "পাক-পাঞ্জাতনকে দেখে ভীত হয়ে খ্রিস্টানদের বলেন, আমি তাঁদের চেহারাতে এমন জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি, যদি তাঁরা এই পাহাড়কে সরে যেতে বলে তাহলে তা সরে যাবে।" সুতরাং তাঁদের সাথে মোবাহালা (অভিসম্পাতের) প্রার্থনা করো না। তাঁরা যে জিজিয়া কর ধার্য্য করেন তা মেনে নাও।

সূত্রঃ–তাফসীরে মাযহারী, খঃ-২, পৃঃ-৩১২, (ইফা); তাফসীরে তাবারী, খঃ-৬, পৃঃ–১৯-২২, (ইফাঃ); তাফসীরে ইবনে কাসীর, খঃ-২, পৃঃ-৪৭৭, (ইফাঃ); তাফসীরে জালালাইন/আরবী-বাংলা, খঃ-১,পৃঃ-৬৪৮-৬৪৯; (ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার); তাফসীরে মাজেদী, খঃ-২, পৃঃ-৯৪, (ইফাঃ); তাফসীরে কানযুল ঈমান (আহম্মদ রেজাখা বেরেলভী), পৃঃ-১২২; তাফসীরে নুরুল কোর্‌আন, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম), খঃ-৩, পৃঃ-২৭০; কোরানুল কারিম, (মহিউদ্দিন খান), পৃঃ-১৮১; কোর্‌আন শরিফ (আশরাফ আলী থানভী), পৃঃ-৯০, (মীনা বুক হাউস); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৬, হাঃ-৬০০২, (ইফাঃ); সহীহ্ তিরমিজী, খঃ-৫, হাঃ-২৯৩৭, (ই,সেন্টার); বোখারী, (হামিদিয়া), খঃ-৫, পৃঃ-২৮২; মেশকাত, (এমদাদীয়া), খঃ-১১, হাঃ-৫৮৭৫; কাতেবীনে ওহি, পৃঃ-১৬৫, (ইফাঃ); আশারা মোবাশশারা, পৃঃ–১৬২, (এমদাদীয়া); মাসিক মদীনা, (সেপ্টেম্বর-২০০০), পৃঃ-৬; মাসিক সুরেশ্বর, (এপ্রিল-২০০০), পৃঃ-৭; শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলী, পৃঃ-৩০৮, (বাংলা একাডেমী); ইযাযাতুল খিফা, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-২, পৃঃ-৪৯৮; তাফসীরে দুরে মানসুর, খঃ-৬, পৃঃ-৩৯, (মিশর); তাফসীরে তাবারী, খঃ-৩, পৃঃ-২৯৯, (মিশর); তাফসীরে কাশশাফ, খঃ-১, পৃঃ-৩৬৮, (বৈরুত); তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-৪, পৃঃ-১০৪, (মিশর); তাফসীরে কাবীর, (ফাখরে রাজী), খঃ-২, পৃঃ-৬৯৯, (মিশর); আহকামুল কোর্‌আন, (আবু বকর জাসসাস), খঃ-২, পৃঃ-১৬; কেফায়াতুল মোওয়াহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-১৭২; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-১, পৃঃ-১৮৫, (মিশর); শাওয়াহেদুত তানজিল, খঃ-১,পৃঃ-১২০; সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৪, পৃঃ-১৮৭১, (মিশর); মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১৫০, (ভারত); ফাতহুল কাদীর শওকানী, খঃ-১, পৃঃ-৩৪৭, আসবাবুল নুযুল, পৃঃ-৬৮; জামেউল উসুল ইবনে আসির, খঃ-৯, পৃঃ-৪৭০; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৫৪; মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-২, পৃঃ-৫৬২, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী) ; কাওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৫৬, সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী সুন্নি হানাফী আরিফ বিল্লাহ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র পছন্দসই ধর্ম ইসলামের সত্যতা নিরূপণের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মহানবী (সাঃ) আর কাউকেও সঙ্গে নিলেন না, শুধু আহ্‌লে বাইত (হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-গণকেই নিলেন। যেমন আল্লাহ্‌র পছন্দসই ধর্ম সত্য ও পবিত্র, ঠিক তেমনি সাক্ষ্যও সত্য ও পবিত্র হতে হবে, তাই তিনি আহ্‌লে বাইত (হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-গণকেই সাথে নিলেন। পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে বহু বচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন, "পুত্রদের, নারীদের ও নাফ্‌সদের। মহানবী (সাঃ) পুত্রদের সাথে আরো অনেককে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি শুধু ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে সঙ্গে নিলেন ও নারীদের সাথে নবীজীর

স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি শুধু খাতুনে জান্নাত ফাতেমা সিদ্দিকাকে সঙ্গে নিলেন ও নাফ্‌সদের সঙ্গে বড় বড় সাহাবাদের সঙ্গে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি শুধু হযরত আলীকে সঙ্গে নিলেন, কারণ তাঁরাই ছিলেন আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত সত্যবাদী (সিদ্দিকে আকবার)।"

অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, "আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে খ্রিষ্টানেরা আহ্‌লে বাইত (পাক-পাঞ্জেতন)-কে চিনে গেলেন কিন্তু আজ আমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ)-এর উম্মত বলে দাবি করি কিন্তু আহ্‌লে বাইতকে ঠিক মত চিনি না, জানি না। আবার অনেককে এমনও পাওয়া যায়, যারা এখন পর্যন্ত আহ্‌লে বাইত-এর নামও শুনেন নাই। আর অনুসরণ করার তো প্রশ্নই আসে না।" উক্ত আয়াতটি দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, নবীজির পর যারা তাঁর উত্তরসূরী হবেন তাঁরা পাক পবিত্র-মাসুম ও প্রকৃত সত্যবাদী হবেন।

পবিত্র কোর্‌আনে, মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর মুয়াদ্দাত (আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা) ও অনুসরণ ফরজ করা হয়েছে

মহানবী (সাঃ) যে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন, "আল্লাহ্ তার বান্দার কাছ থেকে তাঁর রেসালাতের পারিশ্রমিক বাবদ মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত-এর মুয়াদ্দাত (আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা) ফরয করে দিয়েছেন। যদি আমরা আহ্‌লে বাইতকে আনুগত্যপূর্ণ ভালো না বাসি, তাহলে আল্লাহ্‌র হুকুম অকার্যকর থেকে যাবে বা মানা হবে না, তাই হুকুম হচ্ছে।"

"বলুন, আমি আমার রিসালাতের পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, শুধু আমার কুরবা (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন)-এর মুয়াদ্দাত (আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা) ব্যতিত।" (সূরা শুরা, আয়াত-২৩) ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাঁরা আপনার নিকট আত্মীয়? যাদের মুয়াদ্দাত (আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা) পবিত্র কোর্‌আনে উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছে। উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন-আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন-এর মুয়াদ্দাত (আনুগত্য)।" সূত্রঃ-কোরান শরীফ (শুরা,২৩) (আশরাফ আলী থানভী), পৃঃ-৬৯২; তাফসীরে মাজহারী, খঃ–১১, পৃঃ-৬৩, (ই,ফাঃ); তাফসীরে নুরুল কোর্‌আন (মাওলানা আমিনুল ইসলাম), খঃ-২৫, পৃঃ-৬৭; মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৩, পৃঃ-১১৭, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী); তাফসীরে দূর্‌রে মানসুর, খঃ–৬, পৃঃ-৭ (মিশর); তাফসীরে যামাখশারী, খঃ-২, পৃঃ-৩৯৯, (মিশর); তাফসীরে তাবারী, খঃ-২৫, পৃঃ-২৫ (মিশর); তাফসীরে কাশশাফ, খঃ-৩, পৃঃ-৪০২; খঃ-৪, পৃঃ-২২০ (মিশর); তাফসীরে কাবীর, খঃ-২৭, পৃঃ-১৬৬ (মিশর); তাফসীরে বায়যাভী, খঃ-৪, পৃঃ-১২৩ (মিশর); তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ-৪, পৃঃ-১১২ (মিশর); তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-১৬, পৃঃ-২২ (মিশর); তাফসীরে নাসাফী, খঃ-৪, পৃঃ-১০৫ (মিশর); তাফসীরে আবু সাউদ, খঃ–১, পৃঃ-৬৬৫; তাফসীরে জামে আল বায়ান, (তাবারী), খঃ-২৫, পৃঃ-৩৩; তাফসীরে আল আকাম, খঃ-২, পৃঃ-১২১; তাফসীরে বাহারুল মুহিয়াত (ইবনে হায়ান), খঃ-৯, পৃঃ-৪৭৬; তাফসীরে বিহার আল মাদিদ (ইবনে আজি), খঃ-৫, পৃঃ-৪৩১; তাফসীরে আবু সাউদ, খঃ-৬, পৃঃ–৮০; তাফসীরে কাবীর, খঃ-১৩, পৃঃ–৪৩২; তাফসীরে বাইদাবী, খঃ-৫, পৃঃ-১৫৩; তাফসীরে আল

নাসাফী, খঃ-৩, পৃঃ-২৮০; তাফসীরে আল নিশাবুরি, খঃ-৬, পৃঃ-৪৬৭; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৭৩, (উর্দ্দু); আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১০২, ৫৮৭, (উর্দ্দু) । মাজমাউল কাবির (আল তিবরানী), খঃ-৩, পৃঃ-৪৭, ৭৭, খঃ-১০, পৃঃ-১৩৬, খঃ-১১, পৃঃ-৩৫১; মাজমাউজ যাউয়ারেদ, খঃ-৩, পৃঃ-২১০, খঃ-৯, পৃঃ-১৬৮, খঃ-৪, পৃঃ–১৫৮, খঃ-৭, পৃঃ–১০৩; উসুদুল ঘাবা, খঃ-৫, পৃঃ-৩৫৭; হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-৩, পৃঃ-২০১; নাসাফী, খঃ-৪, পৃঃ-১০৫; মানাকেরে ইবনে মাগাজেলী, পৃঃ-৩০৭; শাওয়াহেদুত তানযীল, খঃ-২, পৃঃ-১৩০; কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ-৩১; ফুসুল আল মহিম্মাহ, পৃঃ-২২; মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ-১০৯; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-১, পৃঃ–২২৯; মাতালেবাস সাউল, পৃঃ–৪৮; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-১০১; যাখায়েরুল উকবা, (মহিউদ্দিন তাবারী), পৃঃ-৯, ১২; নুরুল আবসার, পৃঃ–১২২. কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৫৯, (সৈয়দ মোঃ সালেহ কাশাফী, সুন্নি হানাফী, আরেফ বিল্লাহ); ।

"বলুন, যে পারিশ্রমিকই আমি তোমাদের কাছে চেয়ে থাকি না কেন, তা তো তোমাদেরই জন্য।" (সূরা সাবা, আয়াত-৪৭)

তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, আল কোর্‌আন, আহ্‌লে বাইতের সাথে মুসলিম উম্মাহ্‌র নিছক আবেগ ধর্মী কোন সম্পর্ক উপস্থাপন করেনি, বরং গুরুত্বারোপ করেছে, আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসার প্রতি।"আহ্‌লে বাইতের প্রতি মুসলমানদের সত্যিকার ভালবাসার অভিব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম বহিঃপ্রকাশ হল আহ্‌লে বাইত-এর প্রদর্শিত মহান অনুকরণীয় চারিত্রিক মডেল অনুসরণ করা, দৈনন্দিন জীবনাচরণে তাঁদের শিক্ষা ও নীতি নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং মহানবী (সাঃ)-এর নিদের্শ অনুযায়ী তাঁদেরকে পথ প্রদর্শক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া।"

মহানবী (সাঃ)-এর জবানীতে এই আয়াত (সূরা-শুরা, আয়াত-২৩) উপস্থাপন করে এবং নবুয়্যতী কাজের বিনিময়ে তাঁর কুরবাদের প্রতি (আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন-এর) আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা ব্যতিত অন্য কোন প্রতিদান তিনি চান না এই বিষয়টি মুসলমানদেরকে জানানোর জন্য তাঁকে সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ্‌'তা'য়ালা মুসলমানদের নিকট এটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, "আহ্‌লে বাইতের আনুগত্য ও তাঁদের নেতৃত্বের স্বীকৃতিই কেবলমাত্র দুনিয়ায় তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে এবং আখেরাতে মুক্তির বা নাজাতের একমাত্র উসিলা।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও সে কথাটি বলেছেন যে, "মহানবী (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি তাঁর আহ্‌লে বাইতের (আনুগত্যপূর্ণ) ভালবাসার মধ্যে নিহিত।" সূত্রঃ-সহীহ্‌ বোখারী, খঃ-৬, হাঃ-৩৪৪৭, ৩৪৭৯, (ই. ফাঃ); তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ-১৬, পৃঃ-৫২৬; (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহ্‌লে হাদীস); ইবনে হাজার মাক্কীর, সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-৭৫৯।

"আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা ফাকরে রাজী আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রখ্যাত দুজন তাফসীরকারক" ও বিজ্ঞ আলেম, তারা তাদের সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থদ্বয় "আল কাশশাফ ও আল কাবীর" তাফসিরদ্বয়ে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো (সূরা-শুরা, আয়াত-২৩) তখন রাসূল (সাঃ) বলেনঃ-

(১) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, সে শহিদী মর্যাদা পায়।

(২) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, সে নাজাত প্রাপ্ত হয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে। (৩) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে,

সে তওবাকারী হিসাবে ইহজগৎ ত্যাগ করে। (৪) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, সে পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে ইহজগৎ ত্যাগ করে। (৫) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, তাকে মালেকুল মউত, মুনকীর ও নকীর ফেরেস্তারা সুসংবাদ দেয়। (৬) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, তাকে এমন ভাবে বেহেস্তে নিয়ে যাওয়া হবে যেমন বিবাহের দিন কন্যা তার শ্বশুরালয়ে যায়। (৭) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, তার কবরে জান্নাত মুখী দু'টি দরজা খুলে দেয়া হবে। (৮) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, আল্লাহ্‌ তার কবরকে রহমতের ফেরেস্তাদের জিয়ারতের স্থানের মর্যাদা দেন। (৯) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করে, সে নবীর সুন্নত ও সু-মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করলো।

(*) সাবধান যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, কেয়ামতে তার কপালে লেখা থাকবে সে আল্লাহ্‌ পাকের রহমত হতে বঞ্চিত। (*) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কাফের হয়ে মারা যায়। (*) যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেস্তের সুগন্ধও পাবে না।

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার আ'ল, আহ্‌লে বাইত, কারা? "নবীজি বললেন, আলী, ফাতেমা, হাসান, ও হোসেইন, তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র কসম যার হস্তে আমার জীবন, যে ব্যক্তি আমার আহ্‌লে বাইতকে শত্রু মনে করবে, সে জাহান্নামী।" সূত্রঃ-তাফসীরে কাবির, খঃ-২৭, পৃঃ-১৬৫, (মিশর); তাফসীরে আল কাশশাফ ওয়াল বায়ান, খঃ-৩, পৃঃ-৬৭, (মিশর); তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-১৬, পৃঃ-২২, (মিশর); এহইয়াউল মাইয়াত, পৃঃ-৬; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৪১৮; সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ-১০৪; ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৫৫, ৫৯৯।

যেমন সূরা–সাফ্‌ফাত, ২৪ নং আয়াতে এসেছে–"অতঃপর তাদেরকে থামাও তাদের জিজ্ঞাস করা হবে"।

দায়লামী আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আহ্‌লে বাইত ও আলীর বেলায়েত নেতৃত্ব মানার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন উম্মতকে এটি বোঝানোর জন্য যে, তিনি তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিদান হিসাবে তাঁর আহ্‌লে বাইতের প্রতি মহব্বত ও অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই চান না (শুরা–২৩) এবং কিয়ামতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে যে, রাসূল (সাঃ) যেমনটি নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনটি তাঁর উম্মত করেছে কিনা। যদি না করে থাকে তার শাস্তি (আযাব) তাদের পেতে হবে।" সূত্রঃ–ইয়ানাবিউল মুযাদ্দাত, পৃঃ-১৮২; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১০৩; কওকাবে দূরির, পৃঃ-১৫৭; সাওয়ায়েকে মুহরিকা, পৃঃ-৮৯; ফুলুলুল মোহিন্মা, পৃঃ-১৩; নুরুল আবসার, পৃঃ-১৩; তাফসীরে আলুসি, খঃ-২৩, পৃঃ-২৪; আল মুয়াজায়াত, পৃঃ-৪৮, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-২ পৃঃ- ১০৬; গায়াতুল মারাম, পৃঃ-২৫৯; কেফাইয়াতুত তালিব, ২৪৭; তাফসীরে কুর্মি, খঃ-২, পৃঃ-২২২; তাফসীরে ফুরাত, পৃঃ-১৩১; ফাজায়েলুল খামসা, খঃ-১, পৃঃ-২৮।

এটি আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ তাঁদের নেতৃত্ব ও বেলায়েত এমন একটি বিষয় যা ঘোষণার পর নবীদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা বিশ্বে আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম নির্দশন। "হক আউলিয়াগণ মানুষের কাছে এই মহাসত্য হক কথাটি প্রকাশ করে গিয়েছেন।"

যেমন সূরা–যুখরুফ–৪৫ নং আয়াতে এসেছে–"আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, আপনি তাদের জিজ্ঞাস করুন"।

ইবনে বারা বর্ণনা করেছেন যে, মেরাজের রজনীতে আল্লাহ্তা'য়ালা সমস্ত নবী ও রাসূলকে একত্র করলেন। অতঃপর আল্লাহ্তা'য়ালা, হযরত রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! সমস্ত পয়গম্বরকে আপনি জিজ্ঞাস করুন যে, কোন সাক্ষীর ভিত্তিতে তাঁদের নবুয়ত-সহ প্রেরণ করা হয়েছে, হযরত রাসূল (সাঃ) তখন জিজ্ঞাস করলেন, পয়গম্বরগণ উত্তর দিলেন, আমরা প্রেরিত হয়েছি এই স্বাক্ষের ভিত্তিতে যে, "আমরা সাক্ষী প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নাই, এবং শপথ–গ্রহণ করলাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আলী আল্লাহ্র ওয়ালী।" সূত্রঃ–কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৫৭, সৈয়দ মোঃ সালে কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ; আমালী মুরতাজা, খঃ-২, পৃঃ-৭৯; বিহারুল আনোয়ার, খঃ-১৫, পৃঃ-২৪৭; কানযুল ফাওয়ায়েদ, পৃঃ-২৫৬; শারহে নাহ্জুল বালাগা–ইবনে হাদীদ, খঃ-১, পৃঃ-২৮৮; কাশফুল গুন্মা, খঃ-২, পৃঃ-৩১২; কেফাইয়াতুত তালিব, পৃঃ-২২১; দালায়েলুস সিদ্ক, খঃ-২, পৃঃ-১০৯; কাবাসুন মিনাল কোরআন, পৃঃ-৬৫; জাযবায়ে বেলায়েত, পৃঃ-১৪৯; আল মুরাজেয়াত, পৃঃ-৪৯; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-২, পৃঃ-১৫৬।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আহ্লে বাইত (আঃ)-ই আল্লাহ্ পাকের মজবুত রজ্জু বা রশি

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধর পরস্পর বিচ্ছিন্ন (ফেরকাবন্দী) হইও না।" (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-১০৩)

হযরত ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেন যে, "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আহ্লে বাইত (আঃ)-ই আল্লাহ্ পাকের মজবুত রজ্জু যাঁকে আল্লাহতা'য়ালা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন (অনুসরণ করার জন্য)।" সূত্রঃ-ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৩৯; রুহুল মায়ানী আলুসী বাগদাদী, খঃ-৪, পৃঃ-১৬; নুরুল আবসার, পৃঃ-১০২; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-৯০, (মিশর); কেফাইয়াতুল মোওয়াহেহেদীন, খঃ-৩, পৃঃ-১৭৮; মাজমাউল বয়ান, খঃ-২, পৃঃ-৪৮২; রাহওয়ানে যাভেদ, খঃ-১, পৃঃ-৪৬৭; তাফসীরে কুম্মী, খঃ-১, পৃঃ-১০৬; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-১৩০; তাফসীরে ফুরাত, পৃঃ-১৪; গায়াতুল মোরাম, পৃঃ-২৪২।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের চার ইমামের অন্যতম, ইমাম শাফেয়ী আহ্লে বাইতের শানে নিম্নলিখিত রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

"ইয়া আহ্লে বাইতে রাসূল (সাঃ) আপনাদের ভালবাসা (অনুসরণ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পবিত্র কোর্আনে ফরজ করা হয়েছে। আপনাদের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি নামাজে আপনাদের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে না তার নামাজ কবুল হবে না। যখন লোকজনদের দেখেছি তারা তাদের পথকে গোমরাহীর সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন আমি আল্লাহ্র নামে উঠে পড়লাম আহ্লে বাইতে মোস্তাফার নাজাতের কিস্তিতে। আল্লাহ্র রশ্নি আক্ড়ে ধরেছি যা হচ্ছে তাদের প্রতি ভালবাসা কেননা এ রশ্নিকে আক্ড়ে ধরে থাকার দেয়া হয়েছে নির্দেশ।" সূত্রঃ-নুরুল আবসার, পৃঃ-১০৪; সাওয়ায়েক আল মুহরিকা,পৃঃ-১৪৬; শারাহ আল মাওয়াফেকলি আযযার কলী, খঃ-৭, পৃঃ-৭।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহ্লে বাইতের চির শত্রু বনী উমাইয়াদের প্রোপাগাণ্ডায়,"আহ্লে বাইতের ভক্তদের বা প্রেমিকদের রাফেযী" নামে ডাকা হতো।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বলেন, "যদি কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আহ্লে বাইতের প্রতি ভালবাসা রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্ব জগতের সমস্ত জ্বীন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযী।" সূত্রঃ-কোরআনুল করিম-(মাওলানা মহিউদ্দিন খান), পৃঃ-১২১৫; শেইখ সুলাইমান কান্দুযী-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৫৭৭; ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী-আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ–৮৮৬।

হযরত আলী (আঃ) বলেন, আমার এ তরবারি দ্বারা কোন ঈমানদারের নাকে যদি আমি আঘাতও করি তবু সে আমাকে ঘৃণা করবে না। আবার আমার ভালবাসার জন্য যদি আমি মোনাফেকের সামনে দুনিয়ার সকল সম্পদ স্তুপীকৃত করে দেই তবুও সে আমাকে ভালবাসবে না। এর কারণ হলো পরম প্রিয় রাসূল (সাঃ) তার নিজ পবিত্র মুখে বলেছেন যে, "ইয়া আলী ঈমানদারগণ কখনো তোমাকে ঘৃণা করবে না এবং মোনাফেকগণ কখনো তোমাকে ভালবাসবে না।" সূত্রঃ- নাহজ আল বালাগা, পৃঃ-৪১২, (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

এ হাদীসটি সহীহ্ বলে সর্বসমক্ষে গৃহীত এবং এতে কেউ কোন দিন কোন সংশয় প্রকাশ করেনি। এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইমরান ইবনে হোসাইন, উম্মুল মোমিনিন উম্মে সালমা (রাঃ) অন্যান্য অনেক হতে বর্ণিত হয়েছে। আমিরুল মোমিনিন নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, যিনি বীজ হতে চারা গজান ও আত্মা সৃষ্টি করেন। সেই আল্লাহ্র কসম নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, "প্রকৃত মোমিন ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং মোনাফেকগণ ছাড়া কেউ আমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করবে না।" রাসূল (সাঃ)-এর মোমিন সাহাবাগণ হযরত আলীর প্রতি ভালোবাসা অথবা ঘৃণা দ্বারা সাহাবার ঈমান ও নিফাক পরখ করতেন।

আবুজার গিফারী, আবু সাইদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমরা (মোমিন) সাহাবাগণ হযরত আলীর প্রতি ঘৃণা দ্বারা মোনাফেক (সাহাবা) খুজে বের করতাম।" সূত্রঃ-সহীহ্ মুসলীম, খঃ-১, হাঃ-১৪৪, (ই,ফাঃ); জামে আত তিরমিযী , খঃ-৬, হাঃ-৩৬৫৫, ৩৬৫৪, (ই, সেন্টার); মেশকাত, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৪১, (এমদাদীয়া); কাতেবীনে ওহি, পৃঃ-২১২, (ই,ফাঃ); আশারা মোবাশশারা, পৃঃ-১৯৭, (এমদাদীয়া); হযরত আলী, পৃঃ-১৪, (এমদাদীয়া); আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ-৭, পৃঃ-৩৫৪; তাফসীরে দুরের মানসুর, খঃ-৬, পৃঃ-৬৬-৬৭; জামেউল কাবির, (সুয়ুতী), পৃঃ-১৫২, ৪০৮; মাতালেবাস সাউল, পৃঃ-১৭; শারাহ নাহজ আল বালাঘা, খঃ-৪, পৃঃ-৬৪, (ইবনে আবিল হাদীদ মুতাজেলী); আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৮৪৮, ৮৬০; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৮৬-৮৭ ।

রাসূল (সাঃ) এর চৌদ্দজন সাহাবী হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যে আলীকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো, যে আমাকে ভালবাসলো, সে আল্লাহকে ভালবাসলো, যে আল্লাহকে ভালবাসলো তিনি তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন। যে আলীকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করলো, যে আমাকে ঘৃণা করলো সে নিশ্চই আল্লাহকে ঘৃণা করলো, যে আল্লাহকে ঘৃণা করলো, সে অবশ্যই দোযখবাসী হলো, যে আলীকে আঘাত দিলো, সে আমাকেই আঘাত দিলো, যে আমাকে আঘাত দিলো, নিশ্চয়ই সে আল্লাহকে আঘাত দিল, আর আল্লাহ্ পবিত্র কোর্আনে বলেছেন।

"নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে আঘাত দেয়, আল্লাহ্ তাকে ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত দেন এবং তার জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা-আহযাব, আয়াত-৫৭)

সূত্রঃ-হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-১, পৃঃ-৬৬-৬৭, (মিশর); উসুদুল ঘাবা, খঃ-৪, পৃঃ-৩৮৩; আল ইসতিয়ার , খঃ-৩, পৃঃ-৪৯৬, (মিশর); মাজমা আজ জাওয়াইদ, খঃ-৯, পৃঃ-১০৮; কানযুল উম্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-২০২; খঃ-১৫, পৃঃ- ৯৫; খঃ-১৭, পৃঃ-৭০; রিয়াজ আন নাদীরা, খঃ-২, পৃঃ-১৬৬, (তাবারী); ইবনে মাগাজেলী শাফায়ী মানাকেবে, পৃঃ-১০৩, ১৯৬, ৩৮২।

কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, যাঁদের উপর দরূদ শরিফ না পড়লে নামাজ কবুল হয় না, (আহযাব-৫৬) যাঁদের আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা পবিত্র কোর্আনে ফরজ করা হয়েছে, (শুরা-২৩)। সেই পাক পবিত্র আহ্লে বাইত-এর প্রথম সদস্য হযরত আলী (আঃ)-এর সাথে মহানবী (সাঃ)-এর ইহজগৎ ত্যাগ করার পর, কতইনা জালিমের মত ব্যবহার করা হয়েছে তা এখন পাঠকদের সামনে তুলে ধরবোঃ

৪১ হিজরিতে আমির মুয়াবিয়া যখন কোর্আন পরিপন্থি আইন রাজতন্ত্র কায়েম করলো, তখন "মুসলিম সাম্রাজ্যের ৭০ হাজারেরও অধিক মসজিদে জুম্মার খোৎবায় হযরত আলী ও রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র আহ্লে বাইত (আঃ)-এর উপর অভিসম্পাত প্রদানের হুকুম কার্যকর করে, তার আদেশটি ছিল এরূপ, আল্লাহ্র কসম। কখনও আলীকে অভিসম্পাত দেয়া বন্ধ হবে না যতদিন শিশুগণ যুবকে এবং যুবকগণ বৃদ্ধে পরিণত না হয়। সারা দুনিয়ায় আলীর ফজিলত বর্ণনাকারী আর কেউ থাকবে না, মুয়াবিয়া নিজে এবং তার গভর্নররা মসজিদে, রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র রওজা মোবারকের পার্শ্বে মিম্বরে রাসূলে দাড়িয়ে, তাঁর প্রিয় আহ্লে বাইতদের অভিসম্পাত দেয়া হতো, হযরত আলীর সন্তানরা ও নিকট আত্মীয়রা তা শুনতে বাধ্য হতেন, আর নীরবে অশ্রুপাত করতেন। কারণ তারা নিরীহ (মাজলুম) ছিলেন।" মুয়াবিয়া তার সমস্ত প্রদেশের গভর্নরদের উপর এ নির্দেশ জারি করে, যেন সকল মসজিদের খতীবগণ মিম্বরে রাসূল (সাঃ)-এর উপরে দাঁড়িয়ে, আলীর উপর অভিসম্পাত করাকে যেন তাদের দায়িত্ব মনে করেন।

পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তিনি "সেই আলী, যিনি মহানবী (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ও সর্বপ্রথম নব্যুয়তের সাক্ষ্য প্রদানকারী (শোয়ারা-২১৪)। আল্লাহ্ যাদেরকে পবিত্র কোর্আনে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন (আহযাব-৩৩) এবং যাঁদের আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা ব্যতিত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, (শুরা-২৩) নামাজে নবীজির সাথে যাঁদের উপর দরূদ শরিফ ও সালাম না পাঠালে নামাজ কবুল হয় না, (আহযাব-৫৬)।"

সেই আহ্লে বাইত (আঃ)-কে অভিসম্পাত-এর প্রথা প্রচলন করে কি মুয়াবিয়া জঘন্য অপরাধ (মুনাফেকি) করে নি? "প্রায় ৮৩ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে মুসলিম জাহানের প্রতিটি মসজিদে আহ্লে বাইত (আঃ) ও আহ্লে বাইত-এর প্রধান সদস্য হযরত আলী (আঃ)-কে অভিসম্পাত-এর প্রথা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, যখন ওমর বিন আব্দুল আজিজ-এর শাসনামল শুরু হলো, তখন তিনি এই জঘন্য পাপ ও বেঈমানী কর্মকান্ড রহিত করেন।" তখন নবী (সাঃ)-এর আহ্লে বাইত (আঃ) বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি (মুনাফিকগণ) চারদিকে নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে হৈ চৈ এর রব তুললো।

'ওমর বিন আব্দুল আজিজ, সুন্নাত তরক করে দিলেন', (রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র আহ্লে বাইত-এর প্রধান সদস্য আলী (আঃ)-কে অভিসম্পাত দেওয়া) !

অতঃপর ওমর বিন আব্দুল আজিজ, জুমার খোৎবা থেকে মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত (রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র আহ্লে বাইত (আঃ)-এর প্রধান সদস্য আলী (আঃ)-কে) অভিসম্পাতের অংশটি পরিবর্তন করে, পবিত্র কোর্আনের এ আয়াতটি পাঠের আদেশ দেন।

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুবিচার এবং সৌজন্যের নির্দেশ দেন আর নির্দেশ দেন, নিকট আত্মীয়দের দান করার আর বারণ করেন অশ্লীল ঘৃন্য কাজ ও সীমালংঘন করতে। তিনি তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"। (সূরা-নাহল, আয়াত-৯০)

এখন পাঠকদের জন্য সেই সূত্র উল্লেখ করছি, যেখানে হযরত আলী (আঃ)-কে অভিসম্পাত দেওয়া হতো। সূত্রঃ-খিলাফতের ইতিহাস, পৃঃ-১৩৯, (ইফাঃ); আরব জাতির ইতিহাস, পৃঃ-১২২, ১৬৮, (বাংলা একাডেমী); খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ-১৪২, ১৪৯; মাসিক জিজ্ঞাসা, পৃঃ-১৩-১৭ (আগস্ট, সেপ্টেম্বও,৯৫); জামে আত তিরমিজী, খঃ-৬, হাঃ-৩৬৬২ (ই,সেন্টার); কারবালা ও মুয়াবিয়া (সৈয়দ গোলাম মোরশেদ), পৃঃ-৪৬-৪৮; কারবালা, পৃঃ-২১৪ (মুহাম্মাদ বরকত উল্লাহ); ইসলামের ইতিহাস (কে আলী), পৃঃ, ২৮১; ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ-১৪৭, ১৪৯ (সৈয়দ মাহমুদুল হাসান); শাহাদাতে আহ্লে বাইয়েত, পৃঃ-১৪৩-১৪৬ (খানকাহ আবুল উলাইয়াহ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৭, হাঃ-৬০৪১, ৬০৪৯ (ই,সেন্টার);আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ-৭, পৃঃ-৩৪১, খঃ-৮, পৃঃ-৫০, ৫৫; তারিখে তাবারি, খঃ-৪, পৃঃ-১২২, ১৯০, ২০৭; আল কামিল, খঃ-৩, পৃঃ-২০৩, ২৪২; জামেউস সিরাত, পৃঃ-৩৬৬ (ইমাম ইবনে হাযম); তাতহিরুল জিনান ওয়াল লিসান (ইবনে হাজার মার্কিক), পৃঃ-৪, পৃঃ-৮; আত তাকারীর লিত-তিরমিজি, পৃঃ-১৯ (মাওলানা মাহমুদুল হাসান); ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-২, পৃঃ-৫০, ৩০৬।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আলীকে অভিসম্পাত দিল, সে যেন আমাকেই অভিসম্পাত দিলো।" (আর যে ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-কে অভিসম্পাত দিল সে এবং তার সঙ্গীরা নিশ্চিত জাহান্নামী, যা আমরা পবিত্র কোর্আনের মাধ্যমে পড়েছি, তাই নয় কি?)। সূত্রঃ-মেশকাত, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৪২; ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-২, পৃঃ-৫০৪; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৪৪; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৬, পৃঃ-৩২৩,; মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১৩০; সুনানে নাসাঈ, খঃ-৫, পৃঃ-১৩৩; মাজমা আজ জাওয়াইদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৩০।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সাবধান! "যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, কেয়ামতে তার কপালে লেখা থাকবে, সে আল্লাহপাকের রহমত হতে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কাফের হয়ে মারা যায়। যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেস্তের সুগন্ধও পাবে না।" সূত্রঃ-তাফসীরে আল কাশশাফ ওয়াল বায়ান, খঃ-৩, পৃঃ-৬৭, (মিশর); তাফসীরে কাবির, খঃ-২৭, পৃঃ-১৬৫, (মিশর); তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-১৬, পৃঃ-২২, (মিশর); এহইয়াউল মাইয়াত, পৃঃ-৬; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৪১৮; সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ-১০৪; ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৫৫, ৫৯৯।

তাই এখন ভাবুন, যারা আহ্লে বাইত (আঃ)-এর ফজিলত বর্ণনা করেন না, তারা মুয়াবিয়া ও এজিদ দ্বারা কোর্আন পরিপন্থি রাজতন্ত্র, রাজা-বাদশাদের অনুসারী বা ভক্ত। যা বর্তমানে অনেক দেশে অব্যাহত রয়েছে, যে যার অনুসারী সে তারই পদ্ধতি-কে অনুসরণ করবে, এটাই বাস্তব।

শুধু তাই নয়, হযরত ফাতেমা (আঃ)-এর কাছ থেকে অবৈধ ভাবে কেঁড়ে নেওয়া সেই "বাগে ফিদাক বাগান" ও ফেরত দেন তিনি আহ্‌লে বাইতের কাছে। যেটা এতদিন বনী উমাইয়ার পান্ডারা ভোগ করছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজগুলো করেছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ। (খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ-১০৯, ১১০, ১১২, ১১৯ (রাহমানিয়া লাইঃ) হযরত ফাতেমা যাহরা , পৃঃ-১৭৭, ১৮০, ১৮৯, ১৯০ (হামিদিয়া লাইঃ) হযরত ফাতেমা জাহরা ,পৃঃ-,৫৯, ৬১, ৬২, ৬৭, ৬৮ (তাজ কোং) তারিখে খোলফা, পৃঃ-১১৯; হযরত আবু বকর (রাঃ) পৃঃ-৮৬-৯১, (মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল) (আধুঃ, প্রঃ)।

এখন পাঠকদের কাছে সুন্নী সম্প্রদায়ের দু'জন প্রখ্যাত মনীষীর সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করছি যার দ্বারা প্রমাণ হবে যে "বাগে ফিদাক খাতুনে জান্নাতের হক ছিল।" যা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়টি প্রখ্যাত সুন্নী মনীষী ইবনে আবীল হাদীদ তার শারহে নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার শিক্ষক আলী ইবনে ফারুকী (রহঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ফাতেমা যাহরা (আঃ)-এর ফিদাকের মালিকানা দাবী কি সঠিক ছিল? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ সঠিক ছিল,

আমি বললাম : তবে কেন? প্রথম খলিফা তাঁকে ফিদাক দেননি। অথচ সে তার নিকট সিদ্দিকা রূপে প্রমাণিত ছিলেন।

তখন তিনি বললেন, "যদি সেদিন হযরত আবু বকর, হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ)-এর ফিদাকের দাবীতে সম্মত হয়ে তা তাঁকে ফেরত দিতেন, তবে পরবর্তীতে সে তার নিকট স্বীয় স্বামীর (হযরত আলীর) খেলাফতের দাবী জানাত এবং একে উক্ত পদ হতে অপসারিত করত। আর এ ক্ষেত্রে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন দলিল উপস্থাপন করতে পারত না। কেননা যদি ফাতেমা (আঃ)-এর দাবীনুসারে ফিদাক ফেরত দিতেন, তবে তাঁর সকল দাবীর যৌক্তিকতা সুপ্রমাণিত হত এবং সে ক্ষেত্রে কোন সাক্ষী প্রমাণের প্রয়োজন হত না।" অতঃপর ইবনে হাদীদ বলেন, এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সূত্রঃ- শারহে নাহজ আল বালাঘা (ইবনে আবিল হাদীদ, সুন্নি আলেম ও বিশেষজ্ঞ), খঃ-৪, পৃঃ-৭৮ (মিশর); নারীকুলের শিরোমণি হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ), পৃঃ-৯৮-৯৯, মূল-আয়াতুল্লাহ মাকারেম সিরাজী, (আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতানী, ১২, আলতাপোল লেন, খুলনা); নাহাজ আল বালাগা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ, ৩৬৪-৩৭৫, ২০০১,ইং; মারেফাতে ইমামাত ও বেলায়েত পৃঃ-১২৭-১৩৮; মোহাম্মাদ নাজির হোসেন।

When Umar came to the door of the house of Fatimah, he said: **"By Allah, I shall burn down (the house) over you unless you come out and give the oath of allegiance (to Abu Bakr)."**

Sunni References:-History of Tabari (Arabic), v1, pp 1118-1120; History of Ibn Athir, v2, p325; al-Isti'ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p975; Tarikh al-Kulafa, by Ibn Qutaybah, v1, p20; al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20.

Why do you think an 18 year old young lady was forced to walk with the help of a walking-stick?

Allah, Exalted He is, said in Quran:"(O Prophet) tell (people) I don't ask you any wage except to love my family." (Quran 42:23).
He also said:"(O Prophet) tell (people) whatever I asked as wage (in

return for my prophethood) is in the benefit of you (people)."(Quran 34:47).

The above two verses of Holy Quran explicitly indicate that the Prophet, with the order of Allah, has asked people to love his family as a command. Moreover loving them is in our benefit since "true love" requires to follow and obey the purified members of his family who carry his true Sunnah. It is unfortunate that those who claimed to be his sincere companions inflicted such horrible pains to his family while a week had not been passed since the death of the Prophet (S,W). **Is this the love, Allah ordered for the family of prophet?!**

"উম্মতে মুহাম্মাদী আর কতদিন বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার বেড়াজালে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখবেন? তাই, কোর্‌আন, হাদীস ও সঠিক ইতিহাসের ভিত্তিতে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখুন, বিবেককে জাগ্রত করুন, দেখবেন সত্য বেরিয়ে আসবে।" মনে রাখবেন অন্ধ বিশ্বাসের নাম ধর্ম নয়, সত্যকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপলব্ধি করার নামই হচ্ছে ধর্ম।

হাদীসে সাকালাইন দু'টি ভারী বস্তুর হাদীস,
"কোর্‌আন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইত"

পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, মহানবী (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, আমরা সবাই কমবেশী জানি এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মহানবী (সাঃ) আমাদেরকে বিদায় হজ্বে কোন দুটি বস্তু অনুসরণ করার কথা বলেছেন? তারা আমাকে উত্তরে বললেন যে, কেন "কোর্‌আন ও হাদীস" আর একজন আলেম বললেন, "কোর্‌আন ও সুন্নাহ" আর একজন আলেম বললেন, "শুধু কোরআন" আমি তাদের কাছে অনুরোধ করলাম যে, আপনি যে, বললেন মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বে একলক্ষ বিশ হাজার সাহাবাদের সামনে বলেছেন "কোরআন ও হাদীস" অনুসরণ করতে, দয়া করে আপনি আমাকে তা সিহাহ্ সিত্তাহ্ (৬টি সহীহ্ গ্রন্থ) থেকে প্রমাণ পেশ করুন, তখন সেই আলেমরা আমার কাছে সময় চেয়ে আর উত্তর দিলেন না ! তখন আমি বুঝলাম এরা সেই আলেম যারা সত্যকে জেনেও গোপন করে। এবং আমি নিজে ইসলামী ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরীতে গিয়ে বিভিন্ন আলেম ও ওলামাদের তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ থেকে সূত্র দেখা শুরু করলাম ও নোট নিলাম এবং ইন্টারনেট-এর সাহায্য ও তথ্য সংগ্রহ করলাম ও যে তথ্য পেলাম সেটা হচ্ছে যে, মহানবী (সাঃ) আমাদেরকে বিদায় হজ্বে যে দুটো বস্তু অনুসরণ করার কথা বলেছেন তা হচ্ছে। "পবিত্র কোর্‌আন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইত"। উক্ত হাদীসটি সহীহ্ ও মুতাওয়াতের। যেমন হাদীসটি হচ্ছেঃ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (সাঃ)-কে দেখেছি তিনি বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রের উপর সওয়ার অবস্থায় ভাষণ দান করছিলেন, আমি শুনেছি তিনি ভাষণে বলছিলেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা এটাকে শক্তভাবে ধরে রাখ (অনুসরণ কর) তবে গোমরাহ হবে না, যদি একটিকে ছাড় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, তার প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব

(কোর্‌আন) দ্বিতীয়টা হচ্ছে, আমার ইতরাত, আহ্‌লে বাইত, এ দুটি কখনই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমি দেখবো তোমরা তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করো।"

মহানবী (সাঃ) সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌছিয়ে দেয়, কেননা যাদের কাছে পৌছানো হবে, তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন আছে যে, শ্রবণকারীর চাইতে সংরক্ষণের দিক থেকে অধিক যোগ্য। আর তোমরা যেন আমার পরে কাফের হয়ে যেও না।" অর্থাৎ কুফরী আচরণে তৎপর হয়ো না। সূত্রঃ-সহীহুল বুখারী, খঃ-২, হাঃ-১৭৩৯-১৭৪১, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স); সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-২, হাঃ-১৬১৯-১৬২১, (আধুনিক, ১৯৯৮ইং); সহীহ্ বোখারী, খঃ-৩, হাঃ-১৬৩০-১৬৩২, (ই,ফাঃ, ২০০৩ইং); সহীহ বোখারী শরীফ, পৃঃ-২৭৭, হাঃ-১৬১৯-১৬২১ (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং, ২০০৯ ইং) ।

বিদায় হজ্বের ভাষণে "মহানবী (সাঃ) আমাদেরকে কিতাবুল্লাহ্‌র বিধান ও আহ্‌লে বাইত-এর সীরাত ও রেওয়ায়েত অনুসরণ করতে হুকুম দিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সেই সময় মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবার জামাত ছিল এবং মহানবী (সাঃ) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, যদি কোর্‌আন ও আহ্‌লে বাইত-এর একটিকেও ছাড় তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, আর আমরা হলাম সাধারণ মানুষ আমরা যদি সেই দুটি বস্তুকে অনুসরণ না করি তবে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাবো কি?"

কিছু আলেম আবার অনেকভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, যেমনঃ তারা বলেন, মহানবী (সাঃ) নাকি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ভাষণ দিয়েছেন যেমনঃ কোথাও "কোর্‌আন ও সুন্নাহ" বলেছেন, আবার কোথাও, "কোর্‌আন ও হাদীস" বলেছেন, যখন আমি বললাম ঠিক আছে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেখাতে পারবেন। তখন আর সদুউত্তর আসে না, আমি পাঠকদের অবগতির জন্য প্রমাণ স্বরূপ বলছি, "কোরআন ও সুন্নাহ বা হাদীস" এই হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালেক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সুরসাল হাদীস হিসাবে সেখানে সাহাবির ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন "মেশকাত শরীফ" খঃ-১, হাঃ-১৭৭, নুর মুহাম্মদ আজমী (এমদাদীয়া) ও"তাহক্কীক মিশকাতুল মাসাবিহ", খঃ-১, পৃঃ-১০৪, হাঃ-১৮৬, (আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত), সেখানে উল্লেখ আছে যে, "কোরআন ও সুন্নাহ বা হাদীস" হচ্ছে (মুরসাল ও যঈফ হাদীস); মাওলানা মুফতি মোঃ সফী; তার সীরাতে "খাতামুল আম্বিয়া" গ্রন্থের-৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন, মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বে সাহাবাদের সামনে বলেছেন "শুধু কোরআন" অনুসরণ করতে; "আর রাহীকুল মাখতূম" (সীরাত গ্রন্থ ১১৮২টি পান্ডুলিপির মধ্যে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী) অনুবাদ ও প্রকাশনা-খাদিজা আখতার রেজায়ী; (জুন-২০০৩ইং,) আল কোরআন একাডেমী লন্ডন। আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, ওহাবী-সালাফী, আহ্‌লে হাদীসের আলেম, তার সীরাত গ্রন্থের-৪৭৬, পৃষ্ঠায় বলেন, মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বে একলক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবাদের সামনে বলেছেন "শুধু কোরআন" অনুসরণ করতে;"আর রাহীকুল মাখতূম" আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, সালাফী, পৃঃ-৫২৩, (প্রকাশনায়-তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১ইং,)। "এই বিভ্রান্তির শেষ কোথায়"

"যারা বলেন. আল্লাহ্‌র কিতাব কোর্‌আনই আমাদেও জন্য যথেষ্ট। এটা আরেক পথভ্রষ্টতা ।" সূত্রঃ-কুরআনুল করিম; (মাওলানা মহিউদ্দিন খান), পৃঃ-৬৬;

"আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" (সূরা-মুমিনুন, আয়াত-৭০)

"আর তাদের মধ্যে একদল সত্যকে জেনেও গোপন করে।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৪৬)

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-৪২)

এখন পাঠকদের জন্য সেই সুত্রগুলো উল্লেখ করছি যে, মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বে আমাদের "কোর্‌আন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইতকে অনুসরণ করতে বলেছেন"। আমি পাঠকদের অনুরোধ করছি আপনারা নিজেরা যাচাই করে দেখুন, সত্য কোনটি। সূত্রঃ-সহীহ্ তিরমীজি, খঃ-৬, হাঃ-৩৭৮৬, ৩৭৮৮ (ই,ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৬০০৭, ৬০১০, (ই;ফাঃ); মেশকাত, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৯২-৫৮৯৩, (এমদাদীয়া); তাফসীরে মাজহারী, খঃ-২, পৃঃ-১৮১, ৩৯৩, আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (ইফাঃ); তাফসীরে হাক্কানী (মাওলানা শামসুল হক ফরীদপূরি), পৃঃ-১২-১৩ (হামিদীয়া); তাফসীরে নূরুল কোর্‌আন, খঃ–৪, পৃঃ-৩৩, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৩, পৃঃ-১১৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী; তাফসীরে মারেফুল কোর্‌আন, খঃ-১, পৃঃ-৩৭১, মুফতি মোঃ সফী (ই,ফাঃ); কুরআনুল করিম (মাওলানা মহিউদ্দিন খান), পৃঃ-৬৫; সিরাতুন নবী, খঃ-২, পৃঃ-৬০৫, আল্লামা শিবলি নুমানী (তাজ কোং); আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ–৫, পৃঃ-৩৪৫, খঃ-৭, পৃঃ-৬১৬ (ই,ফাঃ); কাতেবীনে ওহী, পৃঃ-১৬৬ (ই,ফাঃ); আশারা মোবাশশারা (ফাযেলে দেওবন্দ), পৃঃ-১৬৩ (এমদাদীয়া); বোখারী শরীফ, খঃ-৫, পৃঃ-২৮০, ২৮২, (হামীদিয়া); রিয়াদুস সালেহীন, খঃ-১, পৃঃ-২৫৫ (ই, সেন্টার); মাসিক মদিনা, (জুন,২০০৫), পৃঃ-১৫; সুফিদর্শন, পৃঃ-৩৩, ৩৮, (ই,ফাঃ); দিওয়ানে মইনুদ্দিন, পৃঃ-৪৯১ (জেহাদুল ইসলাম); বিশ্বনবী বিশ্বধর্ম (ফজলুর রহমান), পৃঃ-১৮৮ (মল্লিক ব্রাদার্স কলকাতা); বিশ্ব নবী, পৃঃ-৫৩৩ (অধ্যাপক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন); যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা (মাওলানা আমিনুল ইসলাম), পৃ:-২৩০; শান্তির নবী, পৃঃ, ১৫৯-১৬২, (ফজলুর রহমান খান, দায়েমী কমপ্লেক্স); মাসিক সুরেশ্বর,(মার্চ,২০০১), পৃঃ-১০; শাহাদাতে আহ্‌লে বাইয়েত, পৃঃ-৮৪, (খানকা আবুল উলাইয়াহ); সাহাবা চরিত, পৃঃ-২৮, ২৯, (মাওলানা মোঃ যাকারিয়া); মহানবীর ভাষণ, পৃঃ-২১১ (আব্দুল কাইয়ুম নাদভী (ই,ফাঃ); আল মুরাজায়াত, পৃঃ-২৮, ২২৩ (আল্লামা শারাফুদ্দীন মুসাভী); ওহাবী পরিচয়,পৃঃ-১৩৫-১৩৭, (রেদওয়ানিয়া,লাইঃ,১৯৯০,ইং); ইসলামিয়াত, পৃঃ-৩৩ (ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী (ই, ফাঃ); রহমতে দো আলম মোহাম্মদ, পৃঃ-১১২, (ইস্টার্ন, লাইব্রেরী); যুলফিকারই মুর্তুজা, পৃঃ-১৫৪ (আটরশি); মদীনার আলো, পৃঃ-৫৮ (ডাঃ সুফী সাগর সাম্‌স, আজিমপুর দায়রা শরিফ); কাসাসুল আম্বিয়া, পৃঃ-৫২১-৫২২ (তাজ কোং, ১৪১০,বাংলা); রাষ্ট্র ও খিলাফত, পৃঃ-২০৬ (মোহাঃ আলাউদ্দিন খান); হযরত আলী, পৃঃ-৫৬ (এমদাদিয়া); আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৬৮ (উর্দ্দু); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৬৭-৭৬, (উর্দ্দু); মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-২, পৃঃ-৫৮৫ (উর্দ্দু); আল জামে আল সাগির (আল সিয়ূতী), খঃ-১, পৃঃ-৩৫৩; মাজমাউজ জাউয়ারেদ, (আল হাইতামি), খঃ-৯, পৃঃ-১৬৩; ফাতহুল কাবির, খঃ-১, পৃঃ-৪৫১; উসুদ আল গাবা (ইবনে আসির), খঃ-২, পৃঃ-১২; তাবাকাতুল কুরবা, (ইবনে সাদ), খঃ-২, পৃঃ-১৯৪; আল কাবির, (আল তাবরানি), খঃ-৩,পৃঃ-৬২, ৬৩, ১৩৭; আস সাওয়ায়েক আল-মুহরেকা (ইবনে হাজার হাইতামি), পৃঃ-২৩০; আবাকাতুল আনওয়ার, খঃ-১, পৃঃ-১৬; সুনানে (দারামি), খঃ-২, পৃঃ-৪৩২, আল খাসাইস আন নিসাঈ, পৃঃ-২১,৩০; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৪, পৃঃ-৩৬৬, ৩৭০; খঃ-২, পৃঃ-৫৮৫, হাঃ-৯৯০; ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-১, পৃঃ-৫৬৬, খঃ-২, পৃঃ-৫০৩; তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ–৫, পৃঃ-৪৩৬; আল তাজ আল জামেলিল উসুল, খঃ-৩, পৃঃ-৩০৮; তাফসীরে দুরে মানুসুর, খঃ-২, পৃঃ-৬০; তাফসীরে খাজেন, খঃ-১, পৃঃ-৪, (মিশর); সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ–২২৬, (মিশর); মুসতাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১১০, ১৪৮, ৫৩৩; হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-১, পৃঃ-৩৫৫;

নুরুল আবসার, পৃঃ-৯৯; তাফসীরে কাবির, খঃ-৩, পৃঃ-১৬, (মিশর); কানযুল উম্মাল, খঃ-১, পৃঃ-৪৭, হাঃ-৯৪৫; সিবতে ইবনে জওজি, পৃঃ-১৮২; ফুসুলুল মোহিম্মা, পৃঃ-২৫; কিফায়াতুত তালেব, পৃঃ-১৩০; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৪২; মোহাঃ সাদ খতিব তাবাকা, খঃ-৩, পৃঃ-১৬; আল ইসাফবিহুর আল আশরাফ (বালাগী), পৃঃ-২২; আলা আল রহমান, (বালাগী), পৃঃ-৪৪; মুশকিল আসার (তাহাভী), খঃ-৪, পৃঃ-৩৫৮; সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, পৃঃ-৩৭৪-৩৭৫, হাঃ-৬১১৯, ৬১২২, (আহ্লে হাদীস লাইব্রেরী); রিয়াদুস সালিহীন, খঃ-১, পৃঃ-৩০৯,(হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহ্লে হাদীস); সংক্ষিপ্ত তাফসীর আল মাদানী, খঃ-৮, পৃঃ-১৫ (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহ্লে হাদীস); সিলসিলাত আল আহাদিস আস সাহীহাহ্ (নাসিরউদ্দিন আলবানী, কুয়েত আদদ্বার আস সালাফীয়া, খঃ-৪, পৃঃ-৩৫৫-৩৫৮, হাঃ-১৭৬১, (আরবী); (নাসিরউদ্দিন আলবানীর মতে এই হাদীসটি সহীহ্)।

Hadith Thaqalayn contains the clear instructions of the Holy Prophet (pbuh) on the direction of the Ummah after him. I have compiled its various versions, along with some of their authentications. I strongly hope it will greatly benefit the Ummah.

O people, I am only a human being and I am about to respond to the messenger of my Lord [i.e. the call of death]. I am leaving behind Two Precious Things (Thaqalayn) among you. The first of the two is the Book of Allah. In it is guidance and light. So get hold of the Book of Allah and adhere to it." (The narrator, Zayd ibn al-Arqam said: Then he urged and motivated (us) regarding the Book of Allah . Then he said), **"And my Ahl al-Bayt (family). I urge you to remember Allah regarding my Ahl al-Bayt. I urge you to remember Allah regarding my Ahl al-Bayt. I urge you to remember Allah regarding my Ahl al-Bayt. (Sunni ref-**Sahih Muslim, part 7, Kitab fada'il alSahabah [Maktabat wa Matba`at Muhammad `Ali Subayh wa Awladuhu: Cairo] pp. 122-123)

VERSION TWO:

I am leaving behind among you that which if you firmly hold onto, you will never go astray. One of them is greater than the other: the Book of Allah, a rope stretching from the heavens to the earth, and my progeny, my Ahl al-Bayt. The two will never separate until they meet me at the Pond. Watch how you treat them after me. (Sunni ref-Sayyid Hasan Saqqaf has declared it sahih in his Sahih Sharh Aqidat al-Tahawi, p. 654 (published by Dar al-Imam al-Nawawi). Al-Albaani too has declared it sahih in his Sahih Jami' al-Saghir, Vol. 1, p. 482 (Maktaba al-Islami).

VERSION THREE:

I am leaving behind among you two successors: the Book of Allah, a rope between the heaven and the earth and my

progeny, my Ahl al-Bayt. The two will never separate until they meet me at the Pond. (Sunni ref-Hamza Ahmad Zayn in his authentication of al-Musnad (Vol. 16, p. 28, Dar al-Hadith, Cairo) declares its chain hasan. Al-Haythami in his Majma' al-Zawaid (Vol. 9, p. 162, Dar al-Kitab al-Alamiya) declares its chain good. Al-Albaani on his own declares it sahih in his Sahih Jami' al-Saghir, Vol. 1, p. 482 (Maktab al-Islami).

VERSION FOUR:

I am leaving behind among you two successors: the Book of Allah and my Ahl al-Bayt. The two will never separate until they meet me at the Pond. (Sunni ref-Al-Haythami has recorded it in his Majma' al-Zawaid (Vol. 1, p. 170, Dar al-Kitab al-Alamiya) and declared: **Tabarani has recorded it and its narrators are thuqah.**

I am leaving behind among you two successors: the Book of Allah and the Ahl al-Bayt. The two will never separate until they meet me at the Pond. (Sunni ref-The authenticator of Musnad Ahmad (Vol. 16, p. 50, Dar al-Hadith Cairo), Hamza Ahmad Zayn says: **"Its chain is hasan"**.

VERSION FIVE

It is like I have been called and I will respond. I have left Two Weight Things behind among you. One of them is greater than the other: the Book of Allah and my progeny, my Ahl al-Bayt. Watch how you treat them after me, for the two shall never separate until they meet me at the Pond. (Then he said) Allah is my Master, and I am the master of all believers. (Then he held Ali's hand and said) Whosoever I am his master, this (Ali) is his master. O Allah, love whoever loves him and be hostile to whoever is hostile to him. (Sunni ref-Al-Hakim has recorded the hadith in his al-Mustadrak (Vol. 3, p. 109, Dar al-Marfat) and said: **This hadith is sahih on the conditions of the two Sheikhs though they have not recorded it in full.** Ibn Kathir too has recorded it in his al-Bidayah wa al-Nihayah (Vol. 5, p. 228, Mu'sassat tarikh al-Arabi) and said: **Our Sheikh Abu Abdullah al-Dhahabi said: The hadith is sahih**!

VERSION SIX:

And whosoever Allah and His Messenger are his Master, then certainly this one (Ali) is his master. I have left among you what, if you hold firmly, you will never go astray: the Book of Allah, one end is in His Hand while the other end is in your hands, andmy Ahl al-Bayt. (Sunni ref-Busayri said: **Ishaq has narrated it from a sahih chain** (Itihaf al-Khaerati al-Mahr, Vol. 9, page 279, No. 8974,

Maktaba al-Rushd, Riyadh). Ibn hajar al-Asqalani too in his Matalib al-Aliya (Vol. 4, p. 65, No. 3972, Dar al-Ma'rfat) states: **This is a sahih chain**. The authenticator of Al-Sakhawi's al-Istijlab (Vol. 1, p. 357, Dar al-Bashaira al-Islamiyyah), Khalid ibn Ahmad Samee says: **The chain is sahih**. !

Hadith Thaqalayn: Quran & Ahlul Bayt OR Quran & Sunnah

There is something plain wrong with certain Salafi/Wahabi interpretations, and we are lost why? An extremely clear case is their interpretation of **"Hadith Thaqalayn"**. To them, the hadith merely commands the Ummah to follow the Qur'an and LOVE the Ahl al-Bayt.So, normally, when we ask **"Salafi/Wahabi"**: why are you disobeying the Holy Prophet's clear instructions in Hadith Thaqalayn, they answer: How do you mean? We follow the Qur'an and love the Ahl al-Bayt!! But, a careful look at Hadith Thaqalayn shows that they are VERY wrong in this interpretation of theirs. Yet, things become even more confusing when we consider their interpretation of the Qur'an and Sunnah hadith!!!

First and foremost, the **"Qur'an and Sunnah hadith is a fabrication and has no reliable chain".** (Sunni ref-Shaykh Hasan al-Saqqaf in his Sahih Sharh al-Aqidat al-Tahawiyyah, footnote on page 654:

"But the hadith (I'm leaving among you what if you hold on, you will never go astray after me, the Book of Allah and my Sunnah), which people repeat in their khutbahs is a fabricated hadith, fabricated by the Ummayyads to turn people away from this sahih hadith (Hadith Thaqalayn) about the Itrah (Ahl al-Bayt) as I proved in my book (Sunni ref-'Sahih Sifat Salat al-Nabi' page 289 and I mentioned all of the chains."

Salafi Shaykh Nasir al-Din al-Albani, in his Sahih Sunan al-Tirmidhi 3/542 No. 3786 records this hadith:
I am leaving among you that which if you hold firmly onto you will never go astray after me. One of them is greater than the other, and it is the Book of Allah, a rope reaching from the heaven to the earth and the other is my Itrah, my Ahl al-Bayt. The two will never separate until they meet me at the Pond (of Kawthar). Watch how you treat them after me. Salafi Shaykh Nasir al-Din al-Albani says: **It is sahih.**

I am leaving among you two successors: the Book of Allah, a rope reaching from the heaven to the earth and my Itrah, my Ahl al-Bayt. The two will never separate until they meet me at the Pond. (Ref: Sahih Jami' al-Saghir 1/842 No. 2457; Salafi Shaykh Nasir al-Din al-Albani once again says: **It is sahih.**

So, actually, the Qur'an AND the Ahl al-Bayt are the successors of the Holy Prophet (saw).

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন যে, [(মহানবী (সাঃ)] আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর কথা এজন্য তাগিদ করেছেন যে, "হেদায়েত এবং বেলায়েতের ব্যাপারে আহ্‌লে বাইতই পথপ্রদর্শক। তাঁদের উসিলা ব্যতিত কেউ আল্লাহ্‌র ওলীর মর্তবায় পৌঁছতে পারবে না। আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছেন, হযরত আলী (আঃ) অতঃপর তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসান আসকারী পর্যন্ত, এই সিলসিলা অব্যাহত থাকে।" সূত্রঃ-তাফসীরে মাযহারী, খঃ-২, পৃঃ-৩৯৩ (ই,ফাঃ); তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ-৪, পৃঃ-৩৩, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম)।

ইবনে হাজার আল হায়তামী এ বিষয়ে বলেন যে, "রাসূল (সাঃ) কোর্‌আন ও তাঁর আহ্‌লে বাইতকে সাকালায়েন বলেছেন কারণ সাকাল অর্থ হলো পবিত্র সৎ ও সংরক্ষিত বস্তু এবং এ দুটো কোর্‌আন ও আহ্‌লে বাইত প্রকৃতপক্ষে তাই। এদের প্রতিটি ঐশি জ্ঞানের ভান্ডার, গুপ্ত বিষয়সমূহের উৎস এবং দ্বীনের নির্দেশিত বিধান। সে জন্য রাসূল (সাঃ) তাদেরকে আহ্‌লে বাইতকে অনুসরণ করতে তাদের আচল ধরে রাখতে এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আহ্‌লে বাইত-এর প্রধান সদস্য হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে সরাসরি (আধ্যাতিক) জ্ঞান লাভ করায় অতি উচুস্তরের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন (বিলায়েতের অধিকারী) তাঁর জ্ঞানের সনদ রাসূল (সাঃ) নিজেই দিয়ে বলেছেন আমি জ্ঞানের মহানগরী এবং আলী সেই মহানগরীর দরজা।" সূত্রঃ-ইবনে হাযার হাইতামী-আস সাওয়াইক আল মুহরিকাহ, পৃঃ-৯০।

মহানবী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, "আহ্‌লে বাইত-এর আগে যাওয়ার চেষ্টা করোনা তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের থেকে সরে যেয়ো না তাহলে দুঃখ কষ্ট তোমাদের চির সাথী হয়ে যাবে। তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করোনা তাঁরা তোমাদের থেকে বেশি জ্ঞানী।" সূত্রঃ-তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ-২, পৃঃ-৬০; উসুদুল ঘাবা, খঃ-৩, পৃঃ-১৩৭; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-১৪৮; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৩৫৫; কানযুল উম্মাল, খঃ-১, পৃঃ-১৬৮; হায়সামী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-২১৭; আবাকাতুল আনোয়ার, খঃ-১, পৃঃ-১৮৪; আল-সিরাহ আল হালবিয়া, খঃ-৩, পৃঃ-২৭৩; আল তাবরানি, পৃঃ-৩৪২।

পাঠকদের অবগতির জন্য সঠিক ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বাণী থাকার পর ও আমরা জানি মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত-এর পর নবীজির উম্মত দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

(এক)–যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, "মহানবী (সাঃ) নিজের উত্তরাধিকারী নিয়োগ দিয়ে যান নি, উম্মতকে নেতাবিহীন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে ইহজগৎত্যাগ করে চলে গেছেন ও তাঁর উম্মত যাকে ভালো মনে করবে তাকে তাদের নেতা নির্ধারণ করবে।"

(দুই)–যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মহানবী (সাঃ) ছিলেন নির্ভুল ও পবিত্র। তিনি সর্বপ্রকার পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন। আধ্যাত্মিক ও বস্তুগতভাবে জনগনকে পরিচালনা করার মত এবং ঐশী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার মত জ্ঞান মহানবী (সাঃ)-এর ছিল, যাতে করে ইসলাম জগতের বুকে স্থায়ীত্ব লাভ করে। তারা বিশ্বাস করেন যে, "মহানবী (সাঃ) পবিত্র কোরআন পরিপন্থি কাজ করতে পারেন না"। বিদায় হজ্বে মহানবী (সাঃ) তার উম্মতকে "কোর্আন ও ইতরাত, আহ্লে বাইত" (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-কে অনুসরণ করতে হুকুম করে গিয়েছেন। কারণ হযরত আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত। সকল হেদায়াতকারী আল্লাহর দ্বারা মনোনীত হয়েছেন, কেননা হেদায়াতকারী ও হেদায়াতকামি এক হতে পারে না, পবিত্র ও অপবিত্র এক নয়, জ্ঞানী ও যে জ্ঞান রাখেনা এক হতে পারে না। জান্নাতের আহবানকারী ও জাহান্নামের আহবানকারী এক হতে পারে না।

উম্মতের জন্য এমন একজন নেতার মনোনয়ন মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ কতৃক হতে হবে, যেমনঃ

"দাওয়াতে জুলয়াশিরা" ইসলামের প্রথম দাওয়াত-এর ঘটনা যেদিন মহানবী (সাঃ) নিজের নবুয়তের ঘোষণা দিলেন সেই দিনই আহ্লে বাইত–এর প্রথম সদস্যকে নিজের স্থলাবতীর নাম ও ঘোষণা দিয়েছিলেন; আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করছেন,

"আপনি আপনার নিকট আত্নীয়দেরকে সতর্ক করুন" (সূরা-শুয়ারা, আয়াত-২১৪);

রাসূল (সাঃ)-এর তিন বছরের গোপন তাবলীগের পর ঐশী আদেশ হলো যে, 'প্রিয় রাসূল এবার প্রকাশ্যে তাবলীগ করুন এবং সবার আগে নিজের নিকট আত্মীয়দের মাঝে তাবলীগ করুন'। রাসূল (সাঃ) যখন তাবলীগ শুরু করেছিলেন তখন হযরত আলী (আঃ)-এর বয়স ছির মাত্র ১০ বছর। তিন বছর গোপন তাবলীগের পর যখন প্রকাশ্য তাবলীগ শুরু করলেন তখন হযরত আলী (আঃ)-এর বয়স ছিল ১৩ বছর। মহানবী (সাঃ) তাঁকে বল্লেন, "ইয়া আলী যাও বনি আব্দুল মোতালেবের যত নেতা আছে তাদের সবাইকে দাওয়াত দিয়ে এসো যে, আগামীকাল আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সবাইকে ডেকেছে, সে তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চায়"। সেই দাওয়াতের স্থান ছিল হযরত আবু তালেবের গৃহ এটা হচ্ছে সেই গৃহ যে গৃহে হযরত মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ) লালিত পালিত হয়েছিলেন সেই গৃহে মহানবী (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে ইসলামের প্রথম দাওয়াত দিবেন, হযরত আলী (আঃ) গেলেন এবং দাওয়াত দিয়ে এলেন। হযরত আলী (আঃ) ফেরৎ এসে যখন মহানবী (সাঃ)-কে বল্লেন যে, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, সবাইকে দাওয়াত দিয়ে এসেছি'। তখন রাসূল (সাঃ) বল্লেন, 'দাওয়াত যখন দিয়েছ, তখন খাবারের আয়োজন কর। হযরত আলী (আঃ) একটি পাত্রে দুধ, তিন সের গম এবং ছাগলের একটি রান জোগাড় করলেন। পরের দিন, পয়গম্বর (সাঃ)-এর নির্দেশে সবাই জমায়েত হলো, তাদের সংখ্যাটি ছিল "চল্লিশ"। পয়গম্বর (সাঃ) সর্বপ্রথম

নিজে একটু মুখে দিলেন, তার পর সবাইকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। সমস্ত ইতিহাস একটি বাক্যই বলেছে যে, খাবার এতো অল্প ছিল যে আরবের মাত্র একজন লোকই ঐ খাবারগুলো শেষ করে দিত। কিন্তু চল্লিশ জন লোকই পেট পুরে খেল, তারপরও খাবার বেচে গেল। এবার রাসূল (সাঃ) বল্লেন, "আমি কিছু বলতে চাই"। রাসূল (সাঃ)-এর কথা বলার পূর্বেই আবু লাহাব বলে উঠল, "এর কোন কথা শুনবে না, কারণ তোমরা এই মাত্র দেখলে যে এত অল্প খাবার দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করিয়েছে। এ তো জাদুকর মনে হচ্ছে, এর কথা শুনলে তোমাদের মন-মানসিকতা প্রভাবিত হয়ে পড়বে।"

আমি বিজ্ঞ পাঠকদের, শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মহানবী (সাঃ) এখনো তাবলীগ শুরু করেননি, কিন্তু আবু লাহাব বলে উঠলো যে, 'তাঁর কথা শুনবে না'। বুঝা গেল, হক কথা যখনই শুনানো হয় তখনই বাতিলের পক্ষ্য থেকে ফতোয়া দেয়া হয়ে থাকে। সেদিনও বলা হয়েছিল যে, মহানবী (সাঃ)-এর কথা শুনবে না, শুনলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আজও যে সমস্ত আলেমদের ঈমানের মধ্যে দূর্বলতা আছে, তারা হক কথা শুনতে নিষেধ করে যে, তাদের কথা শুনবে না, শুনলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। চিন্তা করুন হক কথা শুনা থেকে নিষেধ করার পদ্ধতিটা কি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর, না আবু লাহাবের? যা'হোক সে দিন সবাই উঠে দাঁড়ালো, যাদের যাওয়ার ছিল তারা চলে গেল, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) দুঃখিত হলেন না। যে ব্যক্তি একদিনের তাবলীগেই হতাশ হয়ে যাবেন, সে ব্যক্তি সমগ্র জগতের নবী হলেন কেমন করে। হযরত আলী (আঃ)-কে আবারও বল্লেন, "যাও, আবারও দাওয়াত দিয়ে আস"। হযরত আলী (আঃ) আবার গিয়ে দাওয়াত দিয়ে এলেন। দ্বিতীয় দিনেও সবাই জমায়েত হলো। মহানবী (সাঃ) সেই অল্প খাবার দিয়েই প্রথমে নিজে খেলেন তারপর উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়ন করলেন। সবাই পেট পুরে খেল তারপরও খাবার বেচে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটলো, চল্লিশজন কোরাইশ নেতা সকলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল,।

তৃতীয় দিন নবীজি আবার ভোজের আয়োজন করে দাওয়াত দিলেন। খাওয়া শেষ হলে মহানবী (সাঃ) তাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে চাইলেন সেই মুহূর্তে আবু লাহাব ও তার সঙ্গীরা অন্য দিনের মত উঠে যেতে চাইল। তখন হযরত আবু তালেব যিনি দরজার সামনে দাড়িয়ে ছিলেন, এগিয়ে এসে আবু লাহাবকে বাধা দিয়ে বললেন এটা কিরূপ ভদ্রতা যে, শুধু খাবে আর চলে যাবে। মুহাম্মদ (সাঃ) কি বলতে চাচ্ছে তা শুনে যাও। তোমরা তা মানো বা না মানো। যখন সবাই বসে পরলো, তখন মহানবী (সাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "তোমাদের সম্মুখে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান উপস্থাপন করতে এসেছি"। তার পর বল্লেন, "আল্লাহ্, যিনি আমাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, তারই হুকুম আমি যেন এই পৃথিবীতে তাবলীগ করে মানব জাতিকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করি"। এ সংবাদটুকু পৌছানোর পর মহানবী (সাঃ) এমন কথা বলেন নি যে, 'বল, তোমাদের মাঝে কে আছে যে আমার কথার প্রতি ঈমান আনবে"? মহানবী (সাঃ) প্রথমদিন প্রকাশ্য ইসলামকে জন সম্মুখে উপস্থাপন করছেন, কিন্তু যে জনতার সামনে উপস্থাপন করছেন তাদেরকে এমন কথা বলছেন না যে, "তোমাদের মধ্য থেকে কে মুসলমান হবে"? বরং মহানবী (সাঃ) বলছেন, "তোমাদের মাঝে কে আছে যে উক্ত কাজে আমার সাহায্যকারী হবে, আমার উজির হবে? আমি বলব যে, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ), এখনো তো কেউ আপনার কলেমা পাঠ করেনি, তাহলে সাহায্যকারী হবে

কেমন করে"? সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, উক্ত জমায়েতে এমন কেউ ছিল যে উক্ত ভাষনের পূর্বেই মুসলমান ছিল। যদি কেউ মুসলমান না থাকতো তাহলে রাসূল (সাঃ)-কে ঐ ধরনের ভাষণ দেয়ার প্রয়োজন হতো না। বুঝা গেল, উপস্থিত সকলের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা পূর্ব হতেই মুসলমান আছে। বাকিরা আজকের পর থেকে মুসলমান হওয়া শুরু হবে। এবার তালিকা তৈরী করুন, কে প্রথম মুসলমান হলো, আর কে পরে মুসলমান হলো। এ তালিকা আজকের দিনের পর থেকে শুরু হবে। কিন্তু যে সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়াবে সে এ তালিকার বহির্ভূত হবে। সে হবে চিরকালের মুসলমান।

যা'হোক মহানবী (সাঃ) বল্লেন, "তোমাদের মাঝে কে আছে যে আমার সাহায্যকারী হবে"? মহানবী (সাঃ) শুধু সাহায্যই চাননি বরং প্রতিদান দেয়ার ওয়াদাও করলেন। 'তারিখে আবুল ফিদা', 'তারিখে কামিল' পাঠ করুন, তাফসীরের গ্রন্থগুলি পাঠ করুন, সবখানেই লিখিত পাবেন যে, মহানবী (সাঃ) সেদিন বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যে আমার সাহায্যকারী হবে, সে আমার কাছে ভাইয়ের অধিকার পাবে, আমার ওয়াসি নিযুক্ত হবে, আমার খলিফা হবে, তার আনুগত্য করা তোমাদের প্রতি ওয়াজিব হবে"। পুরো জমায়েতের মধ্যে প্রত্যেকেরই দাঁড়িয়ে এটা বলার অধিকার ছিল যে, "ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি আপনাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করছি, তখন মহানবী (সাঃ) ও বলতে বাধ্য হতেন যে, 'এ হচ্ছে আমার ভাই, আমার ওয়াসী, আমার খলিফা। এর আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব'। সেদিন কিন্তু সবাই চুপ-চাপ বসে থাকলো, কেউ উঠে দাঁড়ায় নি।" একমাত্র ১৩ বছর বয়স্ক আলী উঠে দাঁড়ালেন এবং বল্লেন, আমার পায়ের পেশীগুলো চিকন, আমার আকৃতি ক্ষুদ্র, বয়সের দিক থেকে ছোট, কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, আমি আপনাকে সাহায্য করবো"। এক শ্রেনীর মুসলমানরা বলে থাকে যে, হযরত আলী তো বাল্যকালে কথাটা বলেছিলেন। বাল্যকালের বলা কোন কথার আস্থা কই। তা'হলে আমি বিশ্বের বিবেকবান মুসলমানদের কাছে জানতে চাই। আজ ১৪০০ বছর পর আপনারা হযরত আলীকে বালক হিসাবে অনুভব করছেন, অথচ সেদিন মহানবী (সাঃ)-এর সম্মুখে যখন বালকটি দাঁড়িয়ে ছিল তখন কিন্তু মহানবী (সাঃ) বলেন নি যে, "হে আলী তুমি তো বালক মাত্র, তোমাকে দিয়ে এই দায়ীত্ব পূরণ হবে না"। যদি আলীর বাল্যকালও সাধারণ বালকদের মত হতো, তা'হলে মহানবী (সাঃ) ও সেদিন বলে দিতেন যে, "হে আলী তুমি বসে পড়"। কিন্তু আফসোস, বালক হওয়া সত্বেও মহানবী (সাঃ) সেই দিন ঐ বালকের উপরই আস্থা রেখেছিলেন, অথচ সেই নবীর উম্মত সেই আলীর উপর আস্থা রাখতে পারলো না!

যা'হোক। মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, "আমার সাহায্যকারী যে হবে, সেই হবে আমার ভাই, আমার ওয়াসী, আমার খলিফা এবং তার আনুগত্য করা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব"। হযরত আলী (আঃ) বল্লেন, "আমি সাহায্য করার ওয়াদা করছি"। মহানবী (সাঃ) যদি নিরব থাকতেন তা'হলে আমরা বুঝতাম যে, হযরত আলী সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন নি বলেই তো কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি। মহানবী (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার নিরবতাকে ভবিষ্যতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হবে, এমনও বলা হতে পারে যে, আলীর সাহায্যকে মহানবী কবুল করেন নি বলেই তো নিরব ছিলেন। ধন্য হোক মহানবী আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান (ইলমে গায়েব)। আপনি জানতেন

যে ভবিষ্যতে উম্মতের মন-মগজে কেমন ধরণের প্রশ্নাবলী দানা বাঁধবে। সুতরাং আপনি সেই পথ রুদ্ধ করে দিলেন, যে পথ বেয়ে সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে। ১৩ বছরের আলী যখন বল্লেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি আপনাকে সাহায্য করার ওয়াদা করছি"। তখন মহানবী (সাঃ) আলীকে ডেকে তার ঘাড়ে হাত রেখে, উপস্থিত সবার সম্মুখে দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন যে, "এ আলী আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছে, সুতরাং আজ থেকে এ হলো আমার ভাই, আমার উজির, আমার ওয়াসী এবং আমার খলিফা। এর আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব"। মহানবী (সাঃ)-এর কথা লোকেরা বুঝল কি বুঝল না, তার প্রমান হচ্ছে এই যে, মহানবী (সাঃ) যেই না তাঁর কথা শেষ করলেন, ওমনি প্রথম দিনকার সেই আবু লাহাব দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু সে উপস্থিত জমায়েতের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে নি, কেবল হযরত আবু তালেবকে উদ্দেশ্য করে বল্ল, "এতদিন তো মোহাম্মাদ-কে আনুগত্য করার কথা ছিল, কিন্তু আজ থেকে তোমার নিজের ছেলেকেও আনুগত্য কর"। আবু তালেব বললেন, "আমার ভাতিজা (মুহাম্মদ) কল্যানের দিকে আহ্বান করছে" আবু লাহাবের কথা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, সেদিনকার উপস্থিত জমায়েত রাসূল (সাঃ)-এর কথা কে ভাল করেই বুঝেছিল। সূত্রঃ-তাফসীরে মাযহারী, খঃ-৯, পৃঃ-২০৪-২০৬, (ইফাঃ); সাহাবা চরিত, খঃ-১, পৃঃ-২৬০, (ই,ফাঃ); মহানবী আল মোস্তফা, পৃঃ-১০১, (রহমানীয়া লাইঃ); মোস্তফা চরিত, পৃঃ-৩২৯, (আকরাম খান); সাইয়েদুল মুরসালীন, পৃঃ-১৩৩, ১৩৪,(ই,ফাঃ); সীরাতে রাসূল, পৃ-২১৯, (ই,ফাঃ), কাতেবীনে ওহি, পৃঃ-১৫৪, (ই,ফাঃ); খিলাফতে রাশেদা, পৃঃ-১৬০, (মাওঃ আব্দুর রহীম); আশারা মোবাশশারা, পৃঃ-১৫৪, (এমদাদিয়া লাইঃ); আল মুরাজায়াত, পৃঃ-১৪৪-১৪৯, (আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী, বাংলা অনুবাদ-আবুল কাসেম, ২০০২ইং); তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ-৫, পৃঃ-৯৭; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-১, পৃঃ-৩৩১; মুসতাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১৩৩; কানজুল উম্মাল, খঃ-১০, পৃঃ-৩৯৬, হাঃ-৬০০৮; তাফসীরে তাবারী, খঃ-১৯, পৃঃ-১২৯; তারিখ আল কামিল, খঃ-২, পৃঃ-২২; তারিখে আবুল ফেদা, খঃ-১, পৃঃ-১১৭;।

এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, হযরত আবু তালেব যদি মুসলমান ছিলেন না, (নাউজুবিল্লাহ), যেমন এক শ্রেনীর মুসলমানরা আকীদা পোষণ করে থাকেন যে, হযরত আলীর পিতা, হযরত আবু তালেব ঈমান আনেন নাই, তিনি কাফের ছিলেন (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)। তাদের কাছে প্রশ্ন? আবু লাহাব যখন হযরত আবু তালেবকে বলে ছিল যে, "এতদিন তো মোহাম্মাদ-কে আনুগত্য করার কথা ছিল, কিন্তু আজ থেকে তোমার নিজের ছেলেকেও আনুগত্য কর" তাহলে তো হযরত আবু তালেব, আবু লাহাবের মুখের উপরই বলে দিতেন যে, "আমি তো মুহাম্মদ কে নবী বলে মানিই না, সুতরাং তাঁর কথামত নিজের ছেলের আনুগত্য স্বীকার করব কেন"? অতএব, আবু লাহাবের খোটা দেয়া এবং আবু তালেবের এমন কথা বলা যে, "আমার ভাতিজা (মুহাম্মদ) কল্যানের দিকে আহ্বান করছে" উক্ত কথপোকথনের মধ্য দিয়ে এ কথাটাই ঘোষিত হচ্ছিল যে, হযরত আবু তালেব তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী স্বীকার করে নিয়েছিলেন ও মোহাম্মাদ (সাঃ) কে আনুগত্য করতেন। এবার চিন্তা করুন, আবু লাহাবের দৃষ্টিতে তো আবু তালেব হলেন মুমিন, কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমানের দৃষ্টিতে আবু তালেব হলেন কাফের! (নাউজুবিল্লাহ)। বিশ্বের বিবেকবান মুসলমানদের কাছে প্রশ্ন? যদি হযরত আবু তালেব কাফের ছিলেন! (নাউজুবিল্লাহ)। তাহলে আমরা মহানবী (সাঃ)-এর বিবাহ'কে কোন খাতে প্রবাহিত করবো? কারনঃ

রাসুল (সাঃ)-এর বিয়ের খোৎবা, হযরত আবু তালিব পড়িয়েছিলেন!

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স তখন পঁচিশে পদার্পন করেছে। ইতোমধ্যেই তাঁর মনমুগ্ধকর আচরণ, অনুপম চরিত্র, অতুলনীয় সততা, নূরানী মাধূর্য এবং অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী সমগ্র আরবের নর-নারী সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নিয়েছে। সর্বাধিক বিমুগ্ধা হয়েছেন এক মহিয়সী বিদুষী রমনী। যাঁর নাম হযরত খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদ। বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারিনী এ রমনী যেমন ছিলেন সতি-সাধ্বী তেমনি ছিলেন পাক পবিত্রতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। এ মহিয়সী আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর পানি গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে দূত পাঠালেন হযরত আবু তালিবের কাছে।

তিনি ছিলেন রাসুল (সাঃ)-এর সার্বিক বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তাই সবদিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন। রাসুল (সাঃ)-এর মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন : "চাচাজান! শৈশবকাল থেকেই আপনার কোলে লালিত-পালিত হয়ে আসছি। আজীবন আপনি শুধু আমার মঙ্গলই কামনা করেছেন। আমার মঙ্গল ও উন্নতি কোথায় নিহিত সে বিষয়ে আপনি কম চিন্তা করেন না। সুতরাং অভিভাবক হিসাবে আপনার সিদ্ধান্ত আমার জন্য মঙ্গল বৈ কিছু নয়। অতঃপর যথারীতি দিন তারিখ নির্ধারিত হল।

নির্ধারিত তারিখে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত খাদীজা বিনতে খোয়াইলেদের উভয়ের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন হল। "বিয়ের খোৎবাটি পাঠ করেছিলেন হযরত আবু তালিব!" বিয়েতে তিনি যে খোৎবাটি পাঠ করেছিলেন, তা খুবই তাৎপর্য মণ্ডিত ও প্রণিধানযোগ্য। খোৎবাটি নিম্নরূপ :-

"সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদেরকে ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইসমাঈলের সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত করে এ ঘরের (খানায়ে কা'বার) খাদেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছেন। যে ঘর মহান হজ্জ ও নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট। যিনি আমাদেরকে লোকদের শাসক হিসাবে মনোনীত করেছেন.....।"

যারা বলে হযরত আবু তালিব ঈমান আনেন নাই, তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা? "বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহে কি তাহলে একজন কাফের খোৎবা পাঠ করলেন? যদি বলেন যে, তিনি তো নবী হয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে, আর বিয়ে হল পঁচিশ বছর বয়সের সময়। তাহলে প্রশ্ন দাড়ায়- নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে তিঁনি কি ছিলেন? যদি বলেন নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে তিনি মুসলমান ছিলেন, তাহলে মেনে নিতে হবে হযরত আবু তালিবও মুসলমান ছিলেন।" কেননা মুসলমানের বিয়ে অমুসলমান পড়াতে পারেন না। সূত্রঃ-মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৩, পৃঃ-১৫৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী; সীরাতুন নববীয়্যাহ্, খঃ-১, পৃঃ-১০৬; আল-হালবিয়্যাহ্, খঃ-১, পৃঃ-১৬৫; শারহে নাহজুল বালাঘা, খঃ-৩, পৃঃ-৩১২; তাজকিরাতুল খাওয়াস, পৃঃ-৩১২; আল-গাদীর, খঃ-৭, পৃঃ-২৭৪; এ'জাযুল কোরআন বাকেলানী, পৃঃ-২৩৪।

তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : হযরত আবু হুরায়রা বলেন : "রাসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস করা হল, 'আপনি কখন নবুয়াত লাভ করেছেন'? তিনি বললেন, 'যখন আদম দেহ ও আত্মার মাঝে ছিলেন। অর্থাৎ তখনও আদমের অস্তিত্ব ছিলনা"।

সূত্রঃ-তাফসীরে নূরুল কোর্‌আন, খঃ-৩, পৃঃ-৩০৫, (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); নূরে নবী, খঃ-১, পৃঃ-৫; (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৪, পৃঃ-১০৮, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে

দেহলভী; সহীহ তিরমিযি, খঃ-৬, হাঃ-৩৫৪৮, (ই,সেঃ); তারিখে বাগদাদ, খঃ-৩, পৃঃ-৭০; মুস্তাদরাকুছ ছাহীহাইনে, খঃ-২, পৃঃ-১২২; হুলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-৭, পৃঃ ১২২।

তারপরও কি বলবেন- মুহাম্মদ (সাঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবী হয়েছেন? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে চল্লিশ বছরের সময় তিনি নবুয়াতের ঘোষনা দান করেছেন মাত্র।

এখানে লক্ষনীয় একটি বিষয় হল যে, আজ মুসলমান হযরত আবু তালিবকে মুসলমান স্বীকার না করতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কত ভালবাসতেন তার প্রমান আমরা সূরা ফাতেহার প্রথমেই দেখতে পাই। অর্থাৎ রাসুল (সাঃ)-এর বিয়ের খোৎবায় হযরত আবু তালিব কর্তৃক সর্বপ্রথমেই পাঠিত "আলহামদু লিল্লাহ" বাক্যটি সূরা ফাতেহার প্রথমেই আল্লাহ পাক রেখেছেন। আরো লক্ষনীয় বিষয় হল যে, হযরত আবু তালিব উক্ত বাক্যটি এমন সময় পাঠ করেছিলেন যখন রাসুল (সাঃ) তাঁর রেসালত ও নবুয়তের ঘোষণাই দেন নাই, তখন তো কোরআন নাযিলের সূচনাই হয়নি।

এখন পর্যালোচনার বিষয় হল যে, কোন কাফের কি আল্লাহর প্রশংসা করতে পারে? কস্মিনকালেও নয়। তিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তো আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। সুতরাং বনী উমাইয়ার শাসকদের দরবারে রচিত হাদীসের আলোকে, যারা হযরত আবু তালিবকে কাফের ভাবছেন, তাদের ভাবনায় ভাবাবেগের সূচনা হবে কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত আবু তালিব ইন্তেকালের সময় পাঠ করেছেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভূ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল"। Our Sunni Ref:-Dalail al-Nubuwwah by al-Bayhaqi, vol ,2, p, 101 - Ibn Hisham, Cairo Edition, p,146 as quoted in Siratun Nabi, by Shibli Numani, v,1, pp, 219-220, al-Ghadeer, vol-7, p-399, 401;

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত আবু তালিব ইন্তেকালের সময় পাঠ করেছেন. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভূ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল" Our Sunni Ref:-Sharh al-Nahj al balaga , by Ibn Abil Hadeed,vol- 3, p-312; Shaikh al-Abtah, p-71; al-Ghadeer, vol-7 p-370, 401; A'yan ash-Sh'ia, vol-39, p-136; al-Isaabah, vol-4, p-116; Dala'il al-Nobowwah by al-Bayhaqi, vol-1, p-120 and Kash al-Ghummah by al-Sha'rani, vol-2, p-144;

ইসলাম গ্রহণ করার এবং ঈমান আনার জন্য উল্লিখিত কলেমা ছাড়া আর কোন কলেমা আছে কিনা, তা মুসলমানদের জানা নেই। এ কলেমা পাঠ করার পরও যদি হযরত আবু তালিবের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ সঠিক ও বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যারা বলেন হযরত আবু তালিব কাফের-বেঈমান ছিলেন, তাদের কালেমাটা কি? তা সব মুসলমানদের জানানো উচিৎ।

আর আজ যারা হযরত আবু তালিবের কাফের-বেঈমান হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাস করেন, তাদের উচিৎ বিষয়টাকে ভাল করে খতিয়ে দেখা। কারণ রাসুল (সাঃ)-এর এই হাদীসটি সর্বজন স্বীকৃত যে, "কাউকে কাফের বলো না, সে যদি কাফের না হয় তাহলে তুমিই কাফের হয়ে যাবে"। আর কাফেরের ঠিকানা হল সরাসরি জাহান্নাম। সুতরাং সাবধান! অতিব সাবধান!! সহীহ আল বুখারী, খঃ-৯, হাঃ-৫৬৭৩-৫৬৭৫, (ই,ফাঃ); সহীহ মুসলীম, খঃ-১, হাঃ-১২৩-১২৫, (ই, সেন্টার) ।

যা'হোক কথাটা সম্পূর্ণ করে ফেলি। রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন যে, "যে সাহায্য করার ওয়াদা করবে, সে তাঁর ভাই বলে বিবেচিত হবে, তাঁর ওয়াসী হওয়ার উপাধী পাবে এবং তাঁর খলিফা হবে, বাদবাকী সবার জন্য তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে"। হযরত আলী (আঃ) যখন বল্লেন যে, "আমি সাহায্য করার ওয়াদা করছি", তখন মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, "যেহেতু আলী আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছে, সেহেতু আলী হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসী, আমার খলিফা এবং তাকে আনুগত্য করা তোমাদের প্রতি ওয়াজিব হয়ে গেল"। 'জুলআশিরার' দিনেই মহানবী (সাঃ) এবং আলী (আঃ)-এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়ে গেল।

সুতরাং সাহায্য করার ওয়াদার বিনিময়ে হুজুর (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে নিজের ভাই, ওয়াসী ও খলিফা বলে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, এখন উক্ত ওয়াদা বাতিল হতে পারে না বা ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না। গুরুত্বের দিক থেকে বিষয়টির মধ্যে দু'টি কথার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথম কথা তো এই যে, বিষয়টি ইসলামের প্রবর্তক এবং একজন রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে যদি সামান্যতমও ঘাটতি হয়ে যায় তা'হলে নবুয়াতের ভীত নড়ে যাবে। অতঃপর ধর্মের প্রতি মানুষের আর কোন আস্থা থাকবে না। দ্বিতীয় কথাটি হলো এই যে, উক্ত ওয়াদাটি হলো তাবলীগের কাজ শুরু করার সাথে সম্পৃক্ত। যদি ওয়াদা পালন করা না হয়, তা'হলে তাবলীগের মিশন স্তব্ধ হয়ে যাবে। উক্ত ওয়াদাটি বাতিল হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে, ওয়াদা মোতাবেক হযরত আলী (আঃ) যদি মহানবী (সাঃ)-কে সাহায্য না করেন তখনই মহানবী (সাঃ)-এর অধিকার হবে যে, তিনি অন্য কাউকে খলিফা নিয়োগ করবেন অথবা উম্মতকে খলিফা নির্বাচন করার অধিকার দিবেন।

তাবলীগের প্রথম দিবসেই মহানবী (সাঃ) একটি চুক্তি করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করবে, সেই হবে আমার ভাই, আমার ওয়াসী এবং আমার খলিফা। হযরত আলী (আঃ) এবং হযরত আলী (আঃ)-এর অনুসারী ওভক্তরা পুরো ইতিহাসে, হত্যা, অত্যাচার ও মুসিবতের সমুদ্রে ডুবে আছে। কারণ শুধু একটিই যেহেতু হযরত আলী (আঃ) জুলআশিরার দিনে মহানবী (সাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-কে সাহায্য করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হযরত আলী (আঃ) তো নিজের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে গেলেন, তারপরও কোন মুসলমান যদি বলে যে মহানবী (সাঃ) তো এই কথা বলে গেছেন যে, "আমি কাউকে খলিফা নিযুক্ত করছি না। আমি খেলাফতের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না। বরং বিষয়টি আমি উম্মতের উপর ছেড়ে দিলাম, তারা যাকে খুশি খলিফা নিযুক্ত করে নিবে"। মুসলমানদের এই কথাকে যদি মেনে নিতে হয়, তা'হলে তো আমাকে এই কথাও স্বীকার করে নিতে হবে যে,"তাবলীগের সেই প্রথম দিনে দূর্বলতার কারণে মহানবী (সাঃ) যে অঙ্গীকার করে ছিলেন অথচ শক্তির যোগান পাওয়ার পর সেই কৃত অঙ্গীকারকে পূরণ করেন নি (নাউজুবিল্লাহ)"। ব্যাস, মাত্র দু'টো পথ বা অবস্থা আমাদের সামনে আছে। একটি এই যে, "খেলাফতের বিষয়ে উম্মতের অধিকার আছে-যাকে ইচ্ছা তাকে খলিফা নির্বাচিত করে নিবে"। অন্যথায় এই কথাকে মেনে নিতে হবে যে, "মহানবী (সাঃ) দাওয়াতে জুলআশিরার দিনে যে ওয়াদা করেছিলেন সেটা তিনি পালন করেন নি, দূর্বলতার সময় ওয়াদা

করলেন অথচ শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার পর ওয়াদা ভঙ্গ করেদিলেন" (নাউজুবিল্লাহ)। এমন পরিস্থিতিতে মহানবী (সাঃ)-কে ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসাবে মানতে হবে? মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে এ দোষ-ত্রুটি যখন মেনে নেয়া হবে, তখনই কেবল এই কথাটি মেনে নেয়া যেতে পারে যে, মহানবী (সাঃ) খেলাফতের দায়ীত্ব উম্মতের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছেন। এটা কি আমরা মেনে নিতে পারি?

দ্বিতীয়তঃ যদি এই কথাকে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, "যে ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করবে, সেই হবে আমার ভাই, আমার ওয়াসী এবং আমার খলিফা"। আর যে ব্যক্তি সাহায্য করার অঙ্গীকার করার পর মহানবী (সাঃ)-এর অফাতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এবং তাঁর অফাতের পরও যত দিন বেঁচে ছিলেন, নিজের কৃত অঙ্গীকারের উপর কায়েম ছিলেন, তা'হলে তো সমস্ত বিষয়ই পরিস্কার হয়ে যাবে এবং নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে যে, যারা এই কথা বলেন যে, "মহানবী (সাঃ) খেলাফতের দায়ীত্ব উম্মতের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছেন", তাদের কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

অতএব প্রতিষ্ঠিত হলো যে, মহানবী (সাঃ) খেলাফতকে উম্মতের উপর ন্যস্ত করে যান নি। সুতরাং অবস্থা দাড়াল এই যে, মহানবী (সাঃ)-এর পরে যদি হযরত আলী (আঃ)-কে খলিফা স্বীকার করে নেয়া হয় তা'হলে মহানবী (সাঃ)-এর নবুয়াতি চরিত্রের প্রতি ওয়াদা ভঙ্গকারীর কলংক লেপন হবে না। আর খেলাফতের বিষয়টিকে যদি উম্মতের অধিকারভূক্ত মেনে নেয়া হয়, তাহলে খলিফাগণের খেলাফতগুলি তো বৈধ হয়ে যাবে, কিন্তু নবুয়াত কলঙ্কিত হয়ে যাবে। অতএব, শুধু এতোটুকুই বলতে চাই যে, যাকে ভালোবাসেন তাকে রক্ষা করে নিন। নির্বাচিত খলিফাদেরকে ভালোবাসলে খেলাফতকে রক্ষা করুন। যদি মহানবী (সাঃ)-কে ভালোবাসেন, তাহলে নবুয়াতকে কলংক লেপন থেকে রক্ষা করুন।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতেরা আমার পর ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এদের মধ্যে ১টি দল পরকালে মুক্তি পাবে, আর বাকি দলগুলো পথভ্রষ্ট বা তারা জাহান্নামী হবে।" সূত্রঃ-মুসতাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১০৯; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৩, পৃঃ-১৪। মহানবী (সাঃ) এটাও বলে গেছেনঃ "আমার উম্মতের একটি দল (মাযহাব) সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" সূত্রঃ-সহীহ বোখারী, খঃ-১০, পৃঃ-৫০৩, হাঃ-৬৮১৩, (ই,ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৪৭৯৭, (ই,ফাঃ); সহীহ্ তিরমীজি, পৃঃ-৬৯৩, হাঃ-২১৯০, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং); সহীহ্ বুখারী, পৃঃ-১১১৩, হাঃ-৬৮০৪, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং)।

যারা জ্ঞাত আছেন এবং যারা জ্ঞাত নন, তারা সকলেই যেন বোঝেন ও উপলব্ধি করতে পারেন যে, "খেলাফতের বিষয়টি মহানবী (সাঃ) উম্মতের উপর ন্যস্ত করতে পারেন না" বিষয়টি তো প্রকাশ্য তাবলীগের প্রথম দিন "দাওয়াতে জুলয়াশিরাতেই" স্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত আলী (আঃ) সেদিন সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর, মহানবী (সাঃ) ও পাল্টা অঙ্গীকার করেছিলেন। সুতরাং স্বয়ং মহানবী (সাঃ) যখন তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেন, তখন মুসলমান আর মুসলমান থাকবে কেমন করে। অপর দিকে হযরত আলী (আঃ) যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি তা পূরণ করেছেন কি করেন নি? "ইতিহাসের পাতা তার সাক্ষী"।

জনাব উবায়দুল্লাহ আমৃরিতসরি, তিনি সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাদের গ্রন্থাবলী হতে তথ্য একত্রিত করে হযরত আলী (আঃ)-এর জীবনি সংকলন করেছেন। তাঁর সংকলিত বইয়ের নাম হলো "আরজাহুল মাতালেব"। 'জুল আশিরা'-র

দিনের একটি মাত্র 'হ্যাঁ' শব্দের প্রভাব কতদুর পর্যন্ত গড়িয়েছে, সেটা আপনাদেরকে বলতে চাই। 'আরজাহুল মাতালেব' গ্রন্থে হযরত আলী (আঃ)-এর অফাতকালের ঘটনা লিখতে গিয়ে জনাব উবায়দুল্লাহ আমরিতসারি লিখেছেন যে, "হযরত আলী (আঃ) ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে এভাবে ওসিয়াত করেছিলেন যে, 'হে আমার সন্তান, তোমরা তো জানই যে, জুল আশিরায় আমি মহানবী (সাঃ)-কে সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলাম। উক্ত অঙ্গীকারের ফলে আমি ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সাহায্য প্রতিটি স্পর্শকাতর মুহুর্তে করেছি, এমন কি শত্রুরা হামলা করলে আমিও তরবারী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এভাবে আমি ইসলামকে সাহায্য করতে গিয়ে প্রায় ১০ হাজার ইসলামের শত্রকে হত্যা করেছি"।

আমি মুসলমানদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কোন কারণে তিনি ১০ হাজার ইসলামের শত্রকে হত্যা করেছিলেন? রাজ মুকুট হাসিল করার জন্য, সিংহাসন পাওয়ার লোভে, বংশীয় প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে"? উত্তরে প্রত্যেক মুসলমানই বলবে যে, "না, যেহেতু তিনি মহানবী (সাঃ)-কে সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলেন, সেহেতু সাহায্যের ওয়াদাকে পূরণ করার জন্য ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন"। তিনি ১০ হাজার মানুষ হত্যা করেন নি। বরং ১০ হাজার মানুষ হত্যা করে হযরত আলী (আঃ) প্রমাণ করে ছিলেন যে, "আমি দাওয়াতে জুলআশিরায় কৃত ওয়াদার উপর ১০ হাজার বার আমল করেছি। শত্রু যখনই সম্মুখে এলো তরবারীর আঘাত করলাম, কারণ মহানবী (সাঃ) এর কাছে দাওয়াতে জুলআশিরাতে সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলাম"।

যা'হোক হযরত আলী (আঃ) ইমাম হাসান ও হোসাইনকে বল্লেন, "যেহেতু আমি ইসলামকে সাহায্য করতে গিয়ে, মহানবী (সাঃ)-এর হুকুমে ১০ হাজার ইসলামের শত্রুকে হত্যা করেছি, সেহেতু আমি সঙ্কিত যে, যা'দের আপনজনকে আমি হত্যা করেছি, তারা আমার লাশ তুলে লাশের অবমাননা করবে, সে কারণেই আমার কবরের চিহ্ন গোপন রাখবে"। এখানে আপনারা একটু চিন্তা করুন। প্রতিটি নিহতের আত্মীয়স্বজন যদি ১০ জন করে থাকে, তাহলে বন্ধুগণ একটু অংক কসুন তো, যখন ১০ হাজার মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন, আর প্রত্যেক নিহতের আত্মীয়স্বজন যদি ১০ জন করে হয়ে থাকে, তাহলে কথাটির অর্থ দাড়াল এই যে, হযরত আলী (আঃ) মৃত্যু সময় পর্যন্ত নিজের জন্য এক লক্ষ শত্রুর জন্ম দিয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাস করুন, 'হে আমার মাওলা, আপনি দুনিয়াতে এক লক্ষ শত্রু জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন কেন? মাওলা উত্তরে বলবেন, 'আমার কোন দুঃখ বা আফসোস নাই, কেননা আমি জুলআশিরার দাওয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে একটি অঙ্গীকার করেছিলাম, তারই ফলশ্রুতিতে আমি এক লক্ষ শত্রুকে জন্ম দিয়েছি'। তা'হলে বুঝা গেল, এই এক লক্ষ লোক হযরত আলী (আঃ)-এর শত্রু নয়, বরং কৃত ওয়াদার উপর হযরত আলী (আঃ)-এর আমলের পক্ষে এই এক লক্ষ মানুষ স্বাক্ষী হয়ে থাকলো, হযরত আলী যদি ওয়াদা পূরণ না করতেন তাহলে এক লক্ষ ইসলামের শত্রুও সৃষ্টি হত না।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী (আঃ) শহীদ হলেন এবং সমাধিত হলেন। হযরত আলী (আঃ)-এর কবরের চিহ্ন লুকিয়ে রাখা হলো। তারপর বনী উমাইয়াদের রাজত্ব কায়েম হলো। ইয়াজিদ ও তার পিতার শাসন আমলের পর মারওয়ানের শাসন কায়েম হলো। এই

মারওয়ানের বংশ রাজত্ব করলো। অবশেষে বনী উমাইয়ার রাজত্ব শেষ হলো। এবার বনী আব্বাসের রাজত্ব শুরু হলো। তাদের প্রথম খলিফা হলো ইব্রাহীম সাফাহ্, দ্বিতীয় মনসুর, তৃতীয় হাদী, চতুর্থ এবং পঞ্চম খলিফা বিদায় নেয়ার পর ১৭০ হিজরীতে হারুনুর রশিদ খলিফা (বাদশা) হলো। অর্থাৎ ১৪টি বনী উমাইয়ার রাজত্ব আমল এবং ৬ টি বনি আব্বাসের রাজত্ব আমল অতিক্রান্ত হলো। ৪০ হিজরী থেকে শুরু করে প্রায় ১৩০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। দুনিয়া জানতে পারলো না যে, হযরত আলী (আঃ)-এর সমাধি (কবর) কোথায়।

আমি এই বিতর্কে যাব না যে, হযরত আলী (আঃ) প্রথম খলিফা না চতুর্থ খলিফা। কিন্তু একথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব যে, তারা কেমন মুসলমান ছিল, ১৩০ বছর পর্যন্ত যারা এতটুকু চিন্তা করলো না যে, আমাদের খলিফা মারা গেল অথচ তাঁর কবর কোথায়? ১৩০ বছর পর্যন্ত কেউ খোজই নিল না যে, তাদেরই একজন খলিফা হযরত আলী (আঃ)-এর কবর কোথায়? বড়ই তাজ্জব লাগে, পৃথিবীর কেউ জানেই না। অবশেষে ২০ রাজত্ব আমল শেষ হওয়ার পর হারুনুর রশিদের শাসনামলে হযরত আলীর কবরের চিহ্ন পাওয়া গেল। কেমন করে পাওয়া গেল, তার বিস্তারিত বর্ণনা। বাদশাহ হারুনুর রশিদ একদিন শিকারের উদ্দেশ্যে শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে বাহির হলো। বনে হরিনের পাল দেখতে পেয়ে শিকারী কুকুর নিয়ে বাদশাহ হরিণগুলোকে ধাওয়া করল। কুকুর দেখে হরিণ গুলো ছুটে পালাল। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে হরিণগুলো একটি মাটির টিলার উপর উঠে পড়লো। কুকুরগুলি থমকে দাড়ায়, তারা উক্ত টিলার মাটিতে পা দিচ্ছে না। কুকুরগুলো টিলার চারিপাশে চক্কর কাটতে লাগলো। যদিও টিলা ততটা উঁচু ছিল না বরং কুকুরদের নাগালের মধ্যেই ছিল, তবুও তারা টিলার উপর উঠছে না। হারুনুর রশিদ ভাবল, হয় তো কোন কাকতালীয় ব্যাপার থাকতে পারে। কুকুরগুলোকে ফেরৎ ডেকে নিল। হরিণগুলো যখন নিশ্চিত হলো যে, কুকুর আর আসবে না, তারা টিলা থেকে নেমে পড়লো। হারুনুর রশিদ ভাল সুযোগ মনে করে, কুকুরগুলোকে আবার লেলিয়ে দিল। হরিণগুলো ভয় পেয়ে আবারও টিলার উপর উঠে পড়লো। কিন্তু কুকুরগুলো পূর্বের ন্যায় টিলাতে না উঠে, ঐ টিলার চারিপাশে চক্কর কাটতে থাকে। হারুনুর রশিদের মন বলে উঠলো, "নিশ্চয়ই সেখানে কোন পবিত্র সত্মা আছে, যার কারণে নাপাক কুকুরগুলো টিলার উপর উঠছে না। লক্ষ্য করুন, কুকুরগুলো মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা যে স্থানের যোগ্য নই সে স্থানে পা রাখি না, কিন্তু মানুষ যোগ্যতা না থাকলেও সেখানে উঠে বসে।"

হারুনুর রশিদ সেই যুগের বাদশাহ ছিল। সে আশ পাশের সমস্ত গ্রাম-গঞ্জে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল যে, উক্ত টিলার রহস্য কি? অনেক খোজ-খবর নেয়ার পর একজন অনেক বৃদ্ধ লোকের সন্ধান পাওয়া গেল, যে টিলাটি সম্পর্কে খোজ রাখেন। উক্ত বৃদ্ধ লোকটি বাদশাহকে বল্ল, "বাদশাহ, তুমি আগে লিখিত কথা দাও যে, আমার প্রাণ রক্ষা পাবে, তবেই আমি উক্ত টিলার রহস্য সম্পর্কে যা জানি তা বলব"। হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুদের পরিবেশ কতই না মজবুত ছিল যে, হযরত আলী (আঃ)-এর ইন্তেকালের ১৩০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও, যখন তাঁর কবরের সন্ধান দেয়ার সময় উপস্থিত হল, তখনও কবরের চিহ্নিতকারীর আগে ভাগেই নিজের প্রাণ নাশের আশঙ্কা অনুভব করছে। এতেই চিন্তা করে দেখুন হযরত আলী (আঃ)-এর কবরের চিহ্ন বলে দেয়ার জন্য যখন প্রাণ নাশের ভয়-ভীতি থাকে তখন স্বয়ং হযরত আলী (আঃ)-এর জন্য কতবড় আশংকা ছিল। হারুনুর রশিদ

বৃদ্ধকে বল্ল, "আমি বাদশাহ। আমি তোমার প্রাণ রক্ষার ওয়াদা করছি"। অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি বল্ল, "এটা কোন সাধারণ টিলা নয়, এটা হলো রাসূল (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের পবিত্র কবর মোবারক"। হরিণ যেহেতু হালাল পশু তারা সেখানে উঠতে পেরেছে। কিন্তু কুকুর যেহেতু হারাম পশু সেহেতু তারা পবিত্র স্থানে উঠেনি। এবার দুনিয়াবাসী বলবে না তো যে, মাটি তো মাটিই, সব মাটিই সমান। কিন্তু না কুকুরগুলো বলে দিল যে, সমস্ত মাটি সমান নয়। যেখানে কোন পবিত্র সত্মা দাফন হয়ে যায় সে মাটিও পবিত্র হয়ে যায় এবং সেই মাটির মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। যেহেতু মাওলা আলী (আঃ) পুতঃ পবিত্র, সেহেতু সেখানকার মাটিও পুতঃ পবিত্র হয়ে গেল। সূত্রঃ- শাওয়াহেদুন নবুওত, পৃঃ-২২৬, আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহঃ), অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, (মদীনা পাবঃ); বেঁহুশের চৈতন্য দান, পৃঃ-৩৭৪, (২০০৭,ইং), কাজী মোঃ বেনজীর হক চিশ্‌তী; নবী'র (সাঃ) বংশধর, পৃঃ-১৮৮, (মোনা খানম), আনজুমানে কাদেরীয়া, চট্টগ্রাম; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-৫৬৬-৫৬৭, (সৈয়দ মোঃ সালেহ্ কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ); আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১০৯৩, (ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী);।

অনেক কিছু বলার আছে। যাতে বলতে পারি যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) যে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সাহায্য করার জন্য হ্যাঁ বলে ছিলেন, সেই কারণে প্রায় ১০ হাজার মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং কম পক্ষে এক লক্ষ শত্রুকে জন্ম দিয়ে ছিলেন, তারই ফলশ্রুতিতে হযরত আলী (আঃ) নিজের বিপক্ষে এমন শত্রুতার পবিবেশ সৃষ্টি করে ছিলেন যে, নিজের কবরের চিহ্ন লুকিয়ে রাখার ওসিয়ত করতে হয়েছিল। তারপর একে একে হযরত আলী (আঃ)-এর সন্তানেরা হত্যা হতে থাকে। এক দুই বছর নয়, বনি উমাইয়া এবং বনি আব্বাসীয়দের ৭০০ বছরের শাসনামলে, হযরত আলী (আঃ)-এর সন্তানদের ভাগ্যে শান্তি জোটে নি। তাঁরা তাঁদের গৃহে থাকতে পারতেন না, পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে হতো।

তাদের অপরাধ তো শুধু এতোটুকুই যে, তারা ছিল হযরত আলী (আঃ)-এর সন্তান এবং হযরত আলী (আঃ) ছিলেন তাদের শত্রু। সে জন্যেই হযরত আলী (আঃ)-এর আওলাদদের সাথেও শত্রুতা করতেই হবে। হযরত আলী (আঃ)-এর বংশের প্রতিটি অনু-পরমানু বস্তুর সাথে তাদের শত্রুতা ছিল। রাসূল (সাঃ)-কে সাহায্য করার কারণে মুয়াবিয়ার কুচμান্তে হযরত আলী (আঃ)-কে সারা জীবন কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে ও কুফার মসজিদে ফজর নামাজরত অবস্থায় শহীদ করা হয়। উক্ত সাহায্যেরই ফলশ্রুতিতে মুয়াবিয়ার কুচμান্তে ইমাম হাসান (আঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করা হলো, মুয়াবিয়ার কুচμান্তে এজিদ বিন মুয়াবিয়া, ইমাম হোসাইন (আঃ)-কে কারবালাতে শহীদ করলো। হযরত আলী (আঃ)-এর পুরো বংশকে শহীদ করা হলো। আজ ১৪ শত বছর পরেও তার প্রভাব এমন প্রকট আছে যে, তাঁদের নাম স্মরণকারীদেরকে এখনও শহীদ করা হচ্ছে। এবার চিন্তা করুন, আজ যখন শত্রুতা এমন কঠিন পর্যায়ে বেঁচে আছে, তখন তাঁদের জীবদ্দশাতে শত্রুতা কোন পর্যায়ে ছিল। যা'হোক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে বলতে চাই যে, আজ কেউ বলতে পারবে না যে, হযরত আলী (আঃ) যে সাহায্য করার অঙ্গীকারটি করে ছিলেন, তিনি কৃত অঙ্গীকার মত আমল করেন নি। হযরত আলী (আঃ) তাঁর অঙ্গীকার মত আমল করেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। নিজের পুরো বংশকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়াকে হযরত আলী (আঃ) কবুল করেনিলেন, কিন্তু নিজের কৃত অঙ্গীকারকে ত্যাগ করেন নি, বরং অঙ্গীকার মতেই আমল করে গেলেন। সুতরাং হযরত

আলী (আঃ)-কে মুহাব্বতকারীগণ সমগ্র ইতিহাস জুড়ে কয়েদী জীবন, দেশান্তর জীবন, বীষ প্রয়োগ, ছোরার আঘাত, হত্যা, ফাঁসি এবং বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার ও মুসিবতের মধ্যেই কাটিয়েছেন। (সঠিক ইতিহাস পড়ুন-অবশেষে আমি সত্য পথের সন্ধান পেলাম, (ডাঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আল তিজানী আল সামাভী, বাংলা অনুবাদ-জেড হাসান, ১৯৯৩,ইং); আল মুরাজায়াত, (আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী), বাংলা অনুবাদ-আবুল কাসেম; মুসলিম বিশ্বে বৃটিশ গুপ্তচর হ্যামফারের স্মৃতিকথা (বাংলা অনুবাদ-নূর হোসেন মজিদী); কারবালা ও মুয়াবিয়া (সৈয়দ গোলাম মোরশেদ), সদর প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা; English Books-**Then I Was Guided**, By-Sayyed Dr. Muhammad al Tijani al Samawi; **Peshawar Nights**, By-Allama Sultanu'l-Wa'izin Shirazi; **The Right Path**, By-Allama syeed abd al-husayn sharaf al-din al-musawi; **The life of Imam Hussain (A),** By-Allama Baqir Sharif al-Qarashi, English Translator-Sayyid Athar Husain S.H. Rizvi; **Wahhabism**, By-Ayatullah Ja'far Subhani; **Inside the Kingdom**, By-Robert Lacey)।

কারবালার ঘটনা পড়ুন, আশুরা দিবসের ঘটনা পড়ুন, তখন জানতে পারবেন যে, কারবালায় আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন (আঃ) ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর সম্মুখে, যেখানে উমর সাদের পুত্রও উপস্থিত, মাসুম আলী আসগরের কণ্ঠে তীর নিক্ষেপকারী হুরমুলাও উপস্থিত, সেখানে ঐ সমস্ত নির্দয় ব্যক্তিরাও উপস্থিত যারা ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহের উপর ঘোড়া দাবড়াতে পারে। তাদের মাঝে ঐ সমস্ত কঠিন পাশান হৃদয়ের জালিমরাও উপস্থিত যারা আলী আকবরের চেহারা যার চেহারা মহানবী (সাঃ)-এর চেহারার সাথে মিল ছিল, সেটা দেখার পরও তার বুকে বল্লম দিয়ে আঘাত করতে পারে, যারা তাবু জালিয়ে দিতে পারে, যারা উটকে তো পানি দিতে পারে, কিন্তু মাসুম আসগরকে পানি দিতে নারাজ। এ ধরণের পাশান হৃদয়ের জালিমদের সম্মুখে ইমাম হোসাইন (আঃ) একবার নয় কয়েকবার ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণ আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যাতে বিশ্ববাসী জানুক হযরত আলী (আঃ)-এর বংশধরদেরকে এবং তাঁদেরকে মুহাব্বতকারীদেরকে, জুলআশিরার দিনে হযরত আলীর কৃত সেই অঙ্গীকার সম্পাদন করার ফলে কতই না জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

যা'হোক, ইমাম হোসাইন (আঃ) ইয়াজিদের সেনাবাহিনীকে আহ্বান করলেন, "আমিই হচ্ছি রাসূল (সাঃ)-এর সন্তান, আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নয় যে, নিজেকে রাসূল (সাঃ)-এর নাতি বলে দাবী করবে"। ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী চুপ। তিনি আবারো বল্লেন, "আমার হাতে সেই কোরআন আছে, সেটা আমার নানা মহানবী (সাঃ) নিয়ে এসেছেন, যা আমাদের ঘরে অবতীর্ণ হয়েছে"। কারোর মুখে কোন কথা নেই, সবাই চুপ। তিনি বলেই চলেছেন, "বল, তোমরা কি আমাকে চিনতে পারছ? আমাকে কেন হত্যা করতে চাইছ"? আপনারা একটু অনুমান করুন, ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর বুকে কত বড় কলিজা ছিল, শত্রুদেরকে জিজ্ঞাস করছেন যে, তারা তাকে কেন হত্যা করতে চাইছে। ইমাম হোসাইন (আঃ) যদি জীবনে কোন ভুল করে থাকতেন তা'হলে তো দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে লাশ দলিত-মথিতকারীদেরকে জিজ্ঞাস করতেন না যে, "তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাইছ"? কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর চরিত্র নিস্পাপ ফুলের মত প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি তো

এমন স্বর্ণ ছিলেন, যা এমন আগুনে তপ্ত হয়ে বের হয়ে ছিল যেখানে কোন খাদ ছিল না। সুতরাং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর বিশ্বাস ছিল যে, এরা আমার দিকে তীর ছুড়তে পারে, আমার লাশের অবমাননা করতে পারে, কিন্তু আমার চরিত্রের প্রতি কোন কলঙ্ক লাগাতে পারবে না। তাই ইমাম হোসাইন (আঃ) বলেছিলেন, "আমাকে কেন হত্যা করতে চাইছ"? ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী চুপ করে থাকল। তিনি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, "বল আমি কি দ্বীনের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেছি"? তখনো সবাই চুপ। তিনি বল্লেন, "বল, আমি কি কোন হালালকে হারাম, বা হারামকে হালাল বলেছি"? তখনো কেউ কিছু বলছে না। তিনি বল্লেন, "তোমাদের মধ্যেকার কারো ইজ্জত কি আমি হনন করেছি"? কেউ কথা বলছে না। তিনি বল্লেন, "তোমাদের কারোর কোন ধন-সম্পদ কি আমি আত্মসাৎ করেছি বা কেড়ে নিয়েছি"? তখনও সবাই চুপচাপ। ইমাম হোসাইন নিজেই বল্লেন, "তোমাদের কাছে যখন আমার বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত কোন অপবাদ নেই, তা'হলে কেন আমাকে হত্যা করতে চাইছ"? এবার ইয়াজিদের সৈন্য বাহিনী বলে উঠলো, "হোসাইন! তুমি খুব ভাল বক্তা, তোমার পিতাও খুব ভাল বক্তা ছিল। আমরা স্বীকার করছি তুমি দ্বীন পরিবর্তন করনি, হালাল ও হারামে কোন পরিবর্তন ঘটাও নি, আমাদের জান, মালের এবং ইজ্জতেরও কোন ক্ষতি তুমি করনি, হোসাইন তুমি কেন নিস্পাপ, এটাই তোমার অপরাধ। কিন্তু আমরা তোমাকে এ জন্য হত্যা করতে চাই, যেহেতু আমাদের অন্তরে তোমার পিতা আলীর শত্রুতা দানা বেঁধে আছে। আলীর প্রতি শত্রুতার কারণেই তোমার সাথে আমাদের শত্রুতা"।

বুঝা গেল হযরত আলী (আঃ), রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই অঙ্গীকারকে পূরণ করার কারনেই তাঁর পুরো বংশ ধারা রক্তের বন্যায় ভেসে গেল। কিন্তু হযরত আলী (আঃ)-এর প্রতিটি সন্তান এবং বংশ ধারার প্রতিটি প্রাণ হযরত আলী (আঃ)-এর উক্ত অঙ্গীকারের প্রতি রাজি খুশি ছিল। একটু চিন্তা করুন, হযরত আলী (আঃ)-এর অঙ্গীকারের প্রতি যখন পুরো বংশধারা এভাবে রাজি ও খুশি ছিল তখন মহানবী (সাঃ) তাঁর কৃত অঙ্গীকার থেকে কেমন করে ফিরে যাবেন? বিশ্ব মানবতার বিবেকের কাছে প্রশ্ন? (ইতিহাস পড়ুন- ইবনে আবিল হাদীদ, শারাহ নাহজ আল বালাগা, খঃ-৪, পৃঃ-১৬০, (মিশর); তারিখে ইয়াকুবী, খঃ, ২, পৃঃ, ৭৩, ১৯১, ১৯৩, ২০২, ২১৬, ও ২২৪; খঃ-৩, পৃঃ-৮৬; আত তাবারী আত তারিখ, খঃ-৪, পৃঃ-১২৮, (মিশর); মুরুজ আয যাহাব, খঃ-৩, পৃঃ-৫, ৬৪, ৭৭, ৮১, ২১৭, ও ২১৯, (মিশর); আন নাসাঈহ আল কাফিয়াহ্, পৃঃ-৫৮, ৬৪, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮৭, ও ১৯৪; তারিখে ইবনে আসির, খঃ-৩, পৃঃ-২০৩, (আরবি); তারিখে আবুল ফিদা, খঃ-১, পৃঃ-১৮৩, ১৯০।

রাসূল (সাঃ) লক্ষাধিক সাহাবীদের মহা-সমাবেশে "গাদ্বীরে খুমে" আহ্‌লে বাইতের প্রধান সদস্য হযরত আলীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন

"গাদ্বীরে খুমের" দিনটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ একটি দিবস। সেইদিন রাসূল (সাঃ) লক্ষাধিক সাহাবীদের মহা-সমাবেশে আহ্‌লে বাইতের প্রধান সদস্য হযরত আলীকে "দাওয়াতে জুলয়াশিরার" সেই ওয়াদা পূরণ করতে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন এবং এ ঘটনার পর-পরই আল্লাহতায়ালা পবিত্র ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা দান করেন।

"ইয়া রাসূল (সাঃ) পৌছে দিন আপনার রবের কাছ থেকে যা আপনার কাছে অবতীর্ন করা হয়েছে আর যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি রিসালতের কোন কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ঠার হাত থেকে নিরাপদ রাখবেন। নিশ্চই আল্লাহ কখনো কোন অবাধ্যকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সুরা-মায়দা, আয়াত-৬৭)।

উপরোক্ত আয়াত গাদীরে খুমে হযরত আলীর বেলায়াত (অভিভাবকত্ব) ঘোষণা করে হযরত আলীর শানে নাযিল হয়েছে। যারা উল্লেখ করেছেন তাদের কিছু গ্রন্থের নাম।

সূত্রঃ-তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ-৩, পৃঃ-১১৭; তাফসীরে কাবীর, খঃ-১২, পৃঃ-৫০; তাফসীরে মানারীজ, খঃ-২, পৃঃ-৮৬; তাফসীরে আলুসি, খঃ-২, পৃঃ-৩৮৪; আসবাবুন নুযুল, পৃঃ-১৩৫; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-১৯২; তারিখে দামেস্ক, খঃ-২, পৃঃ-৮৬।

মহানবী (সাঃ) আল্লাহর সকল ওহী তিনি মানুষের কাছে যথাযতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এই বছরগুলোতে তিনি যত কষ্ট সহ্য করেছেন আল্লাহর অন্য কোন নবী তা সহ্য করেননি। "কিন্তু তারপরও এ এমন কোন বিষয় যা রিসালতের সাথে তুলনা করা হয়েছে বা বলা হচ্ছে মহানবী (সাঃ) যদি তা বর্ণনা না করেন তবে তিনি রিসালতের কোন কাজই আঞ্জাম দিলেন না?" অন্য আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এই আয়াত বর্ণনা করলে মহানবী (সাঃ)-এর জীবন নাশের আশঙ্কা থাকা সত্বেও তা বর্ণনা করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কেননা যার কারণে আল্লাহতা'য়ালা ওয়াদা দিচ্ছেন যে, মহানবীকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। "কারা সেই ব্যক্তি যারা সেদিন মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল?" মহানবী (সাঃ) সকল সাহাবাদেরকে দাড়ানোর নির্দেশ দিলেন এবং যারা দুরে চলে গিয়েছিল তাদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করলেন,

"মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের একটা মিম্বর তৈরি করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বললেন হুজুর কিভাবে মিম্বর তৈরি করবো?" তখন মহানবী (সাঃ) সবাইকে উটের পিঠ থেকে নেমে আসতে এবং উটের পিঠের বসার জিন তা একত্রিত করতে বললেন। এরপর তা একের পর এক সাজিয়ে মিম্মবার তৈরী হল, ততক্ষনে দুরে চলে যাওয়া হাজীরা এসে ওই স্থানে উপস্থিত হলেন। এবং তিঁনি যোহরের নামাযের জন্য সাহাবাদের আহবান করলেন সেই সময় মহানবী (সাঃ)-এর সাথে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবা সেই জামাতে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি নামাজ পড়ালেন ও নামাজগুলো সমাপ্ত করার পর তিনি সেই মিম্বরে উঠলেন খুৎবা দেওয়ার জন্য। আল্লাহর প্রশংসা ও ওয়াজ নসীহতের পর বললেন,

হে মানবসকল! অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহতায়ালা আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত করবেন এবং আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবো। আর আমার কাছে এবং তোমাদের কাছেও প্রশ্ন করা হবে, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? সাহাবারা বললেনঃ সাক্ষ্য দিব যে, আপনি এলাহী বার্তাকে আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন কষ্ট করেছেন এবং প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বললেনঃ তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। আর বেহেশত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে, জীবের মৃত্যু হবে কিয়ামত আসবে এবং সে দিন আল্লাহ সকল মৃতদেরকে পূনরায় জীবিত করবেন? সাহাবারা বললেন হ্যাঁ এগুলোর সব কিছুকেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। মহানবী (সাঃ) সাহাবাদের কাছ থেকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের স্বীকারোক্তি নেবার পর নিজের কতৃর্ত্বের

উপর তাদের স্বীকারোক্তি চাইলেন এভাবে, মহানবী (সাঃ) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো সবাই উত্তর দিলেন জ্বী ইয়া রাসূল আল্লাহ। তখন তিনি বললেন "হে আমার সাহাবারা আমি শীঘ্রই চলে যাবো এবং তোমরা হাউযে কাউসারে আমার কাছে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদেরকে দুটি ভারী বস্তু সর্ম্পকে প্রশ্ন করবো। চিন্তা করো আমার পর এ দুটোর সাথে তোমাদের কী আচরণ হবে।"

কেউ একজন বললেন, ঐ দুটি ভারি বস্তু কী? "মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন ও আমার ইতরাত, আহ্লে বাইত।" আমাকে উত্তম সাহায্যকারী ও সর্বত্ত আল্লাহ জানিয়েছেন এতদ্ভয় ঐ পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিভিন্ন হবে না। যতক্ষণ না তাঁরা আমার কাছে হাউযে কাউসারে উপস্থিত হয়। আমার রব এই দুটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অতএব এই দুইকে কোরআন ও আহ্লে বাইতকে অতিক্রম করো না ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই দুইকে শিখাতে যেও না কারণ তারা তোমাদের চেয়ে বেশি জানে, এরপর বললেন তোমরা কি জানো না আমি মুমিনদের সত্তার উপর তাদের নিজেদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখি? (৩ বার বললেন) সকল সাহাবারা বললেন অবশ্যই ইয়া রাসূল আল্লাহ (সাঃ) আপনি আমাদের সব কিছুর উপর অধিকার রাখেন (নার্ফস-এর উপর) সে সময় মহানবী (সাঃ) হযরত আলীর বাহু উঁচু করলেন, অতঃপর বললেন, হে সাহাবীরা আল্লাহ আমার মাওলা (অভিভাবক) এবং আমি তোমাদের মাওলা (অভিভাবক) আমি যাদের মাওলা (অভিভাবক) এই আলীও তাদের মাওলা (অভিভাবক) ইয়া আল্লাহ আপনি তাকে বন্ধু হিসাবে নিন যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাকে আপনি শত্রু হিসাবে নিন যে আলীর সাথে শত্রুতা করে এবং তাকে সাহায্য করুন যে আলীকে সাহায্য করে এবং তাকে পরিত্যাগ করুন যে আলীকে পরিত্যাগ করে এবং তাকে ভালবাসুন যে আলীকে ভালবাসে এবং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখুন যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ রাখে। এরপর বললেন ইয়া আল্লাহ আপনি স্বাক্ষী থাকুন। এরপর তিনি বললেন হে মানব সকল! যারা এখানে উপস্থিত রয়েছো, তারা এই বক্তব্যটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দিও। মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই এই আয়াত ওহি মারফত নাযিল হল।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূনাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনিত করলাম" (সুরা-মায়দা, আয়াত-৩); উক্ত আয়াত গাদীরে খুমে অবর্তীণ হয়েছে বলে যারা উল্লেখ করেছেন তাদের গ্রন্থের নাম) সূত্রঃ-তাফসীরে দুরে মানসুর, খঃ-৩, পৃঃ-১৯; তাফসীরে আলুসি, খঃ-৬, পৃঃ-৫৫; তারিখে দার্মেষ্ক, খঃ-২, পৃঃ-৭৫; তারিখে বাগদাদ, খঃ-৮, পৃঃ-৯২; আল ইতকান, খঃ-১, পৃঃ-১৩, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১১৫; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-১৫৭; মানাকিবে খাওয়ারেযমী আল হানাফী, পৃঃ-৮০; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১২১ (উর্দ্দু)।

মহানবী (সাঃ)-এর এ ঘোষণা দানের পর সমবেত সাহাবীরা একে একে এসে আমিরুল মুমিনীন আলীকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাতে থাকেন যেমন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর, হযরত আলীকে এ বলে স্বাগতম যানালেন যে, ইয়া আবু তালেব-এর পুত্র আজ থেকে আপনি সকল মোমেন ও মোমেনার মাওলা (অভিভাবক) হয়ে গেলেন। সূত্রঃ-মুসনাদে হাম্বাল, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৪, তাফসীরে আল কাবীর, খঃ-১২, পৃঃ-৪৯; তারিখ আল খাতিব, খঃ-৮, পৃঃ-২৯০; কানযুল উম্মাল, খঃ-৬, পৃঃ-৩৯৭;।

গাদীরের হাদীসটি যে মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে হযরত আলীকে বিলায়াত এ স্থলাভিষিক্ত ঘোষণার জন্য বর্ণনা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা, মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে সাহাবাদের সামনে-এর মধ্য দিয়ে দায়িত্ব ও ওয়াদা পালন করেছেন, অভিধানে "মাওলা" শব্দটির অর্থ অনেক ভাবে দেয়া হয়েছে, কিন্তু গাদীরে খুমে মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে যে "মাওলা" শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। তার বাস্তবতাও সঠিক অর্থ মহানবী (সাঃ)-এর উক্তি আমি কি মুমিনদের উপর তাদের নিজেদের থেকে আওলা নই? যখন সাহাবারা এই প্রশ্নের পর হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন, তখন তিনি বললেন "মান কুনতু মাওলা ফা হাযা আলীউন মাওলা" অর্থাৎ "আমি যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের অভিভাবক" আর এটাই হচ্ছে উত্তম দলিল যে, মাওলা শব্দটি আওলা শব্দের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। যদি তাই না হয়ে থাকে তবে মহানবী (সাঃ)-এর প্রথমেই সাহাবাদের কাছ থেকে ওয়াদা নেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতো না বা এটাও অনর্থক হয়ে যাবে যে, তিনি তাদের থেকে তাদের উপর বেশি অধিকার রাখেন। তাই নয় কি? যার মাধ্যমে আলী যে মহানবী (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত তা প্রমাণিত হয়।

"গাদীরে খুমের" এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি কমপক্ষে ১১০ জন সাহাবা; ৮৪ জন তাবেইন; ৩৫৫ জন উলামা; ২৫ জন ঐতিহাসিক; ২৭ জন হাদীস সংগ্রহকারী; ১১ জন ফিকাহবিদ; ১৮ জন ধর্মতাত্বিক; ৫ জন ভাষাতাত্বিক; বর্ণনা করেছেন, এবং উক্ত ঘটনাকে সহীহ্ ও মোতাওয়াতের বলেছেন।

পাঠকদের গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্বৃতি উল্লেখ করছি মাত্র যারা এই গাদীরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন কেউ বিস্তারিতভাবে আবার কেউ সংক্ষিপ্তভাবে।

সূত্রঃ-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ-৭, পৃঃ-৬১২-৬১৬; খঃ-৫, পৃঃ-৩৪৩-৩৫২, (ই,ফাঃ); তাফসীরে মাজহারী, খঃ-৩, পৃঃ-৭৩৩, ৭৫৩, (ই,ফাঃ); আল মুরাজায়াত, পৃঃ-২২২-২৪৮, (আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী, বাংলা অনুবাদ-আবুল কাসেম;); তাফসীরে দুররে মার্নসুর, খঃ-২, পৃঃ-২৯৮, (মিশর); এলানে গাদ্বীর (ডাঃ তাহেরুল কাদ্বরী), পৃঃ-৪৮, ৫০, তাফসীরে কাবির, খঃ-১২, পৃঃ-৫০; ইযাযাতুল খিফা, খঃ-২, পৃঃ-৫০৩-৫০৪, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ); ফাতহুল বায়ান, খঃ-৩, পৃঃ-৬৩, (আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভুপালি, আহ্লে হাদীস); তারিখে বাগদাদ, খঃ-৮, পৃঃ-৯২; আল এতকান, খঃ-১, পৃঃ-১৩; আল গাদ্বীর, খঃ-১, পৃঃ-২১৪-২৩০, (আল্লামা আমিনী, আরবী), আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৯০৭-৯৬৪, (ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী), মুসস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১০৯; সিলসিলাত আল আহাদিস আস সাহীহাহ্, নাসিরউদ্দিন আলবানী, কুয়েত আদদ্বার আস সালাফীয়া, খঃ-৪, পৃঃ-৩৩১, হাঃ-১৭৫০, (আরবী); (নাসিরউদ্দিন আলবানীর মতে এই হাদীসটি সহীহ্); ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃঃ-১৪২-১৪৫, (মূল-আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী, অনুবাদ-মোঃ মাঈনউদ্দিন); Al-Hakim has recorded the hadith in his al-Mustadrak (Vol. 3, p. 109, Dar al-Marfat) and said: **This hadith is sahih on the conditions of the two Sheikhs though they have not recorded it in full.** Ibn Kathir too has recorded it in his al-Bidayah wa al-Nihayah (Vol. 5, p. 228, Mu'sassat tarikh al-Arabi) and said: **Our Sheikh Abu Abdullah al-Dhahabi said: The hadith is sahih**|

"গাদীরে খুমের" ঘটনা যে কতটুকুন গুরুত্বপূর্ণ তা পাঠকের বুঝার জন্য একটি ঘটনা প্রমাণ স্বরুপ উল্লেখ করছি। এ ঘটনাটি এমন এক সাহাবীর শাস্তি সম্পর্কিত যে হযরত আলীর "বেলায়েতকে" অস্বীকার করেছিল। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যারা এখন এখানে

উপস্থিত রয়েছে তাদের কাজ হচ্ছে অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ সংবাদ "হযরত আলী, রাসূলের স্থলাভিষিক্ত" পৌছে দেয়া। ঘটনাটি এরূপঃ

হারেস বিন নোমান ফেহ্‌রী (নবীজির সাহাবী) যখন এ সংবাদটি জানতে পারলো "রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছেন" তখন বিষয়টি তার কাছে ভাল লাগেনি। সে নিজের উটের পিঠ হতে নেমে সোজা রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো "ইয়া মোহাম্মাদ (সাঃ)! আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেন সাক্ষ্য দেই আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার এ কথা মেনে নিয়েছি। "আপনি আমাদেরকে আদেশ করছেন যে, আমরা যেন দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, মাহে রমজান মাসে রোযা রাখি, পবিত্র কা'বা ঘরের তাওয়াফ করি (হজ্ব পালন) ও যাকাত আদায় করি ইত্যাদি। আমরা আপনার সব কথা মেনে নিয়েছি। অতঃপর এই সব মেনে নেওয়ার পরও, আপনি সন্তুষ্ট হলেন না, এমন কি ইহজগত ত্যাগ করার পূর্বে নিজের ভাই আলীকে স্থলাভিষিক্ত করে আমাদের উপর তাঁর অভিভাবকত্ব করে দিলেন, (যেমন আপনার হুকুম মানা বাধ্যতা মূলক ঠিক তাঁর হুকুমও) এবং বললেন যে, আমি যাদের যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের তাদের অভিভাবক এই আদেশ কি আপনার নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন নাকি আল্লাহর তরফ থেকে? এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ)-এর চক্ষুগুলো রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো, তিনি বললেনঃ এক আল্লাহর কসম! একথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছি।" "তিনি রাসূল কোন মনগড়া কথা বলেন না। বরং তা ওহী যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়।" (সুরা-নাজম, আয়াত-৩-৪)

হারেস বিন নোমান ফেহ্‌রী দাঁড়িয়ে বললোঃ "হে আল্লাহ! মোহাম্মাদ (সাঃ) যা বললেন যদি তা সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমার উপর আজাব স্বরূপ পাথর বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন যে, সে তখনো নিজের উটের নিকটে পৌছতে পারেনি। অমনি একটি পাথর আকাশ থেকে তার মাথায় পতিত হল এবং তার নিম্নাদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তৎক্ষনাত সে মৃত্যু মুখে পতিত হল।"

"এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করে সেই আযাব সম্বন্ধে, যা আপতিত হবে, কাফেরদের উপর, যার কোন প্রতিরোধকারী নেই।" (সুরা-মায়ারেজ, আয়াত-১-২)

সূত্রঃ-তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-১০, পৃঃ-৬৭৫৭; তাফসীরে সালবী, খঃ-২৯, পৃঃ-৫২; সীরাতে হালবিয়া, খঃ-৩, পৃঃ-২৭৫; আল মীনার, খঃ-৮, পৃঃ-২৬৮; জামেউল আহকামুল কোরআন, খঃ-১৮, পৃঃ-২৭৮; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-২, পৃঃ-২৮৬; তাযকেরা সিবতে ইবনে জওজি, পৃঃ-১৯; ফাযায়েলুন খামছা, খঃ–১, পৃঃ-৩৯; নুরুল আবসার, পৃঃ-১৭৮; ফুসুলুল মোহিম্মা, পৃঃ-২৬; কেফায়াতুল মোওয়াহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-৩০০; আল গাদীর, খঃ-১, পৃঃ-২৩৯-২৪৬; তাফসীরে মানারীজ, খঃ-৬, পৃঃ-৪৬৪; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১১৮; নুযহাতুল মাজালিস, খঃ-২, পৃঃ-২৪২; বয়ানুস সায়াদাহ, খঃ-৪, পৃঃ-২০২; তাফসীরে নমুনা, খঃ-১৪, পৃঃ-২৪৩, আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজি; তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, খঃ-১০, পৃঃ-৪৮, (আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী, আহলে হাদীস); বেলায়াত সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাফসীর, পৃঃ-৩৮, (বাংলা) আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজি।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আমি যে আলোচনাটি উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি, তাতে যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছি, আমার বিশ্বাস তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি মনে করি চক্ষুমান প্রশস্ত আত্মার অধিকারী ও সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এখন আর কারো

বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় এবং সন্দেহের আদৌ অবকাশ নেই যে, "মহানবী (সাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছেন, আহ্‌লে বাইতের প্রধান সদস্য হযরত আলীকে ।"

উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়ও যখন তাঁর কক্ষ সাহাবীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল, তখনও তিনি এ কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন।"

"হে লোক সকল! (সাহাবীরা) অতি শীঘ্রই আমার আত্মা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং আমি এ পৃথিবী থেকে চলে যাব। "আমি তোমাদের এরূপ একটি কথা বলব, যার পর তোমাদের ওজর পেশ করার কোন সুযোগ থাকবে না। জেনে রাখ আমি কোর্‌আন ও আমার ইতরাত, আহ্‌লে বাইতকে তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। অতঃপর হযরত আলীর হাত উঁচু করে ধরে বললেন, এই আলী কোরআনের সঙ্গে এবং কোরআনও আলীর সঙ্গে তারা হাউজে কাওসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।"

সূত্রঃ-আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকাহ (ইবনে হাজর হাইতামী), পৃঃ-৭৫, (মিশর); আরজাহুল মাতালেব, (ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী), পৃঃ-৫৭৯; আল খাতীব খাওয়ারিজমী, খঃ-১, পৃঃ-১৬৪; তাদহীব আল লুগআত আল আযাহারী, খঃ-৪, পৃঃ-৭৮; কাশফ আল আসতাব, খঃ-৩, পৃঃ-২২১, হাঃ-২৬১২, (আল বাজ্জাজ)।

"হে ঈমানদারগণ! নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না এবং তোমরা এমন উচুস্বরে তার সাথে কথা বল না, যেমন তোমরা একে অপরের সাথে উচুস্বরে কথা বলে থাক। এতে তোমাদের আমল (কর্মফল) বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না। (সূরা-হুজরাত, আয়াত-২); সহীহ আল বুখারী, খঃ-৬, হাঃ-৬৭৯২, (আধুঃ); কুরআনুল করীম (মহিউদ্দিন খান), পৃঃ-১২৭৬; তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ-১৭, পৃঃ-১১; (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহ্‌লে হাদীস, ২০১০ইং);।

আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর ওফাত-এর তিন/চার দিন আগের ঘটনা, হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবীরা মহানবীর হুজরায় ছিলেন, সে সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-খুবই অসুস্থ ছিলেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, "আমাকে ওসিয়ত-এর মতো করে কিছু লিখে রেখে যেতে দাও, কাগজ কলম দাও, যেন তোমরা (সাহাবীরা) আমার পরে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ো। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমর বললেন, ইনী প্রলাপ বলছেন (হিজিয়ান) আল্লাহ্‌র গ্রন্থই আমাদের জন্য যথেষ্ট লেখার প্রয়োজন নেই। হযরত ওমরের কথায় উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে উম্মা ছড়ালো কিছু সাহাবীরা বললেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ মানা উচিত যেন তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যা আশা করেন, তাই লিখে যেতে পারেন।" আবার কিছু সাহাবীরা গেলেন ওমরের পক্ষে। যখন এই বিবাদ ও তর্ক উচুতে উঠলো, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে দূর হও। সূত্রঃ-সহীহ্ আল বুখারী , খঃ-১, হাঃ-১১৫; খঃ, ১০, হাঃ-৬৮৬৫, (ই,ফাঃ); সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-১, হাঃ-১১২; খঃ-৫, হাঃ-৫২৫৮; খঃ-৬, হাঃ-৬৮৫৩, (আধুঃ); সহীহুল বুখারী, খঃ-১, হাঃ-১১৪; খঃ-৫, হাঃ-৫৬৬৯; ও খঃ-৬, হাঃ-৭৩৬৬, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৪০৮৬, ৪০৮৮, (ই,ফাঃ); আর রাহীকুল মাখতূম, আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, ওহাবী-সালাফী, আহ্‌লে হাদীসের আলেম, তার সীরাত গ্রন্থ-পৃঃ-৪৮৬; অনুবাদ ও

প্রকাশনা-খাদিজা আখতার রেজায়ী; জুন-২০০৩ইং, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন; আর রাহীকুল মাখতূম আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, সালাফী, পৃঃ-৫৩১, (২০১১ইং,) প্রকাশনায়-তাওহীদ পাবলিকেশন্স আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী; হাদীসে কিরতাস এবং হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা, পৃঃ-২৩-১১২; লেখকঃ-আব্দুল করীম মুশ্‌তাক (র‍্যামন পাবলিশার্স)।

"মহানবী (সাঃ) আমাদের বিদায় হজ্বে দুই'টি জিনিস অনুসরণ করার কথা বলেছেন, পবিত্র কোরআন ও ইতরাত, আহ্‌লে বাইত, কিন্তু হযরত ওমর বললেন, আল্লাহ্‌র গ্রন্থই আমাদের জন্য যথেষ্ট অথাৎ আহ্‌লে-বাইতকে (আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন)-কে অনুসরণ করার, প্রয়োজন নেই, পাঠকদের বিবেকের কাছে এটার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিচ্ছি।"

"রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর আল্লাহতো শাস্তিদানে কঠোর (সূরা-হাশর, আয়াত-৭)

"কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, আর সেথাই সে স্থায়ী হবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা-নিসা, আয়াত-১৪)

"তারা কি একথা জানেনি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন সেথায় সে অনন্তকাল থাকবে এটা বিষম লাঞ্ছনা।(সূরা-তওবা, আয়াত-৬৩)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লানত (অভিসম্পাত) করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা-আহযাব, আয়াত-৫৭)

"কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেয় যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৬)

"আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করবে অবশ্যই আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে জ্বালাব। তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল (সূরা-নিসা, আয়াত-১১৫)

মহানবী (সাঃ) কি লিখতে চেয়েছিলেন এটা আগেই আলোকপাত করা হয়েছে, হযরত ওমর জানতেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কার নাম ওসিয়ত করে লিখতে চেয়েছিলেন যা হযরত ওমরের মুখেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

হযরত ওমর (রাঃ) নিজেই হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, "যদিও মহানবী (সাঃ) কখনো কখনো হযরত আলীর খেলাফতের বিষয়ে উম্মতকে পরীক্ষা করতেন এবং তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (আমাকে ওসিয়ত-এর মতো করে কিছু লিখে রেখে যেতে দাও, কাগজ কলম দাও) হযরত আলীকে খলিফা মনোনীত করবেন, কিন্তু আমি তা হতে দিইনি।" সূত্রঃ-শারহে নাহজ আল বালাঘা (ইবনে আবিল হাদীদ, সুন্নি আলেম ও বিশেষজ্ঞ), খঃ-১, পৃঃ-১৩৪; খঃ-৩, পৃঃ-১০৫; আল মুরাজায়াত, পৃঃ-৩৬৮; (আল্লামা শারাফুদ্দীন মুসাভী); Sharh Nahj-ul-

Balagha, by Ibn Abi Al Hadid, Vol-12. Page-20-21, edited by Muhammad-Abdul-Fadl-Ibrahim, (Cairo)|

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "হযরত ওমর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। আলী-ই খেলাফতের হকদার ছিলেন। কিন্তু কোরাইশগণ তাঁর খেলাফত বহন করতে সক্ষম হতো না। কারণ হযরত আলী খলিফা হলে জনগণকে (সিরাতে মুস্তাকিমের পথে) সত্য এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য করতেন।" তাঁর খেলাফতে লোকজন ন্যায় বিচারের পরিধি অমান্য করতে পারতো না এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। সূত্রঃ-তারিখে ইয়াকুবী, খঃ-২, পৃঃ-১০৩, ১০৬, ১০৭, ১৩৭; শারহে নাহজ আল বালাঘা, (ইবনে আবিল হাদীদ, সুন্নি আলেম ও বিশেষজ্ঞ), খঃ-৩, পৃঃ-৯৭, ১০৫, ১০৭, (মিশর)।

"দাওয়াতে জুলআশিরা" (সূরা-শুয়ারা, আয়াত-২১৪) থেকে শুরু করে "গাদীরে খুমের" ঘোষণা (সূরা-মায়দা, আয়াত-৬৭) পর্যন্ত বারংবার রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে খেলাফতের বিষয়ে মৌখিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ বারের মত লেখনীর মাধ্যমে তাঁর খেলাফতের নিযুক্তিটি ওসিয়ত করে লেখনির মাধ্যমে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উক্ত লেখনীটি যদি লেখা হয়ে যেত তাহলে বিরুদ্ধ বাদীদের যাবতীয় পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশে যেত। দীর্ঘ দিনের আশা আকাংক্ষা চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। স্বপ্নের ফলাফল উল্টে যেত এবং কৃত যাবতীয় আয়োজন পানিতে ভেসে যেত। সুতরাং আশা পূরণের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ)-এর শানে চরম বেয়াদবীকেও পরওয়া করা হয়নি, জান-প্রাণ দিয়ে নিজেদের মিশনকে সম্পূর্ণ করা হল। মুসনাদে হাম্বাল লিখেছেন, হযরত ওমর-এর বিরোধিতা এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, লেখনীর যে সরঞ্জামটি রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হচ্ছিল, ওমর সেটাকে কেড়ে মহানবী (সাঃ)-এর মুখের সামনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সূত্রঃ-"মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল, খঃ-৩, পৃঃ, ৩৬৪; (মিশর, ১৩১৩, হিঃ), হাদীসে কিরতাস এবং হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা, পৃঃ, ৯৩; লেখকঃ-আব্দুল করীম মুশ্‌তাক, (র‍্যামন পাবলিশার্স)।

"কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেন যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৬)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (নির্দেশ) অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা-জ্জীন, আয়াত-২৩)

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো, আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।" সূত্রঃ-সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৪৫৯৭, (ই,ফাঃ)।

মহানবী (সাঃ) বললেন, আমি আমার উত্তরসূরী আলী ইবনে আবু তালেবকে নিযুক্ত করেছি

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সাঃ)-এর কাছে সালমান ফারসি (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূল (সাঃ) আপনি কি আপনার পর আপনার উত্তরসূরী নিয়োগ করেছেন? মহানবী (সাঃ) বললেন, সালমান তুমি কি উত্তরসূরী সম্বন্ধে কিছু অবগত আছ?

সালমান ফারসি বললেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, হযরত আদম (আঃ)-এর উত্তরসূরী শিশ (আঃ) ছিলেন, যিনি আদম সন্তানগণের মধ্যে তাঁর গত হওয়ার পর যাঁরা বর্তমান ছিলেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর উত্তরসূরী শাম (আঃ) ছিলেন, যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, যাকে নূহ (আঃ) তাঁর উত্তরসূরী ঘোষণা করে যান, হযরত মুসা (আঃ)-এর উত্তরসূরী, ইউসা (আঃ) ছিলেন, যিনি, হযরত মুসা (আঃ)-এর পর তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর উত্তরসূরী আসিফ বিন বারখিয়া ছিলেন, যিনি হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর পর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উত্তরসূরী শামউন বিন ফরখিয়া যিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। "আর আমি আমার উত্তরসূরী আলী ইবনে আবু তালেবকে নিযুক্ত করেছি। আমার পর আমি যাদের ছেড়ে যাচ্ছি তাদের মধ্যে আলীই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।" সূত্রঃ- ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪০৭, (শেয়খ সুলাইমান কান্দুযী, সুন্নী হানাফী); কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-২২০, (সৈয়দ মোঃ সালে কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ); মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ-৭০, (সৈয়দ আলী হামদানী শাফায়ী সুন্নী)।

"রাসূল (সাঃ) লক্ষাধিক সাহাবীদের মহা-সমাবেশে (গাদীরে খুমে) হযরত আলীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন এবং এ ঘটনার পর পরই আল্লাহতা'য়ালা পবিত্র ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা দান করেন।"

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তিরা এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর হৃদয়বিদারক ওফাতের পর-পরই তাঁরই মনোনীত স্থলাভিষিক্তকে উপেক্ষা করে নিজেরাই 'বনি সাকিফায়' খেলাফতের মসনদ দখল করে নেয়। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে নেমে আসে এক ঘন কালো মেঘের ছাঁয়া। "সে কালো ছায়া আজও মুসলমানদের জন্য কাল হয়ে রয়েছে। আজ যদি আমরা মুসলিম উম্মাহর চরম দৈনদশা ও অধঃপতনের নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করি, তাহলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাসূল (সাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী তাঁর পবিত্র আহ্লে বাইতকে উপেক্ষাই এ দুরাবস্থার মূল কারণ। কেননা, রাসূল (সাঃ) বারংবার সাহাবাদেরকে পবিত্র কোর্আন ও তাঁর আহ্লে বাইতকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" সুতরাং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রধান্য দেয়া ঠিক হবে কি? অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা রাখে কি? সাধারণ মানুষ যে ব্যক্তিকে শাসক হিসাবে নির্বাচন করেছে তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিয়ে তার আনুগত্যকে ওয়াজিব মনে করা যুক্তিসংগত কি? এটি কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত পবিত্র আহ্লে বাইতকে উপেক্ষা করে, আমরা নিজেরা মনগড়া ব্যক্তিকে আনুগত্য করি, এটি কিরূপে সম্ভব? অথচ পবিত্র কোর্আনে এরশাদ হচ্ছে : "যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট-পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম রাসূলের আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (মনগড়া) নেতাদের এবং আমাদের (মনগড়া) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৬৬-৬৭)

মহানবী (সাঃ) কাঁর অনুসারিদের জান্নাতি ঘোষণা করেছেন?

"অবশ্যই যারা, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম।"(সূরা–বায়্যিনাহ, আয়াত-৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো, তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) "হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই আয়াতের সাক্ষ্য প্রমাণ তুমি এবং তোমার অনুসারীগণ তোমরা কিয়ামতের দিন, আসবে আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে রাজি হবেন এবং তোমরা আল্লাহ্র উপর রাজি হবে এবং তোমাদের শত্রু কালো মুখ ও বিশ্রী চেহারা নিয়ে আসবে।" সূত্রঃ-আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১২২, ৮৭৭; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৯০, (সৈয়দ মোঃ সালে কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ); তাফসীরে দুর্রে মানসুর, খ-৬, পৃঃ-৩৭৯; নুরুল আবসার, পৃঃ-৭৮, ১১২; ফুসুলুল মোহিম্মা, পৃঃ-১২৩; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-২, পৃঃ-৩৫৬; সাওয়ায়েকে মুহরিকা, পৃঃ-৯৬; কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ-১১৯; মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃঃ-৬৬; তাফসীরে জামী আল বায়ান, খঃ-৩৩, পৃঃ-১৪৬; তারিখে দার্মেস্ক, (ইবনে আসাকির), খঃ-৪২, পৃঃ-৩৩৩; আল সাওয়ায়িক আল মোহরেকা, (ইবনে হাজার আল হায়সামী); পৃঃ-২৪৬; আল ফেরদৌস, খঃ-৩, পৃঃ-৬১; আল কিসম, খঃ-২, পৃঃ-১৭০;।

এখন আমরা মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসে কাঁর অনুসারীকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন তা এখন জানার চেষ্টা করবো, যেমন মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ-

"সুসংবাদ! ইয়া আলী ? নিশ্চয় তুমি এবং তোমার অনুসারীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সূত্রঃ- তারিখে দামেস্ক, (ইবনে আসাকীর), খঃ-২, পৃঃ-৪৪২, হাঃ-৯৫১; নুরুল আবসার (শাবলাঞ্জী), পৃঃ-৭১, ১০২; ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৬২; তাতহিরাতুল খাওয়াস, (ইবনে জাওজি আল হানাফী), পৃঃ-১৮; তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, (আল শওকানী), খঃ-৫, পৃঃ-৪৭৭; তাফসীরে রুহুল মায়ানী আলুসী, খঃ-৩০, পৃঃ-২০৭; ফারাইদ সিমতাইন, (ইবনে শাব্বাঘ), খঃ-১, পৃঃ-১৫৬; তাফসীরে দুরে মানসুর, খঃ-৬, পৃঃ-১২২; মানাকিব, (ইবনে আল মাগাজেলী), পৃঃ-১১৩; মুখতাসার তারিখে দামেস্ক, খঃ-৩, পৃঃ-১০; মিয়ান আল ইতিদাল, খঃ-২, পৃঃ-৩১৩; আরজাহুল-মাতালেব, পৃঃ-১২২, ১২৩, ৮৭৭, (উর্দ্দু); তাফসীরে তাবারী, খঃ-৩০, পৃঃ-১৪৭; ফুসুল আল মুহিম্মা, পৃঃ-১২২; কিফায়াতুত তালেব, পৃঃ-১১৯; আহমাদ ইবনে হাম্বাল, খঃ-২, পৃঃ-৬৫৫; হুলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-৪, পৃঃ-৩২৯; তারিখে বাগদাদ, খঃ-১২, পৃঃ-২৮৯; আল তাবরানী মুজাম আল কাবির, খঃ-১, পৃঃ-৩১৯; আল হায়সামী, মাজমা আল জাওয়াইদ, খঃ-১০, পৃঃ-২১-২২; ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, খঃ-৪২, পৃঃ-৩৩১; আল হায়সামী, আল সাওয়ায়িক আল মুহরিকা, পৃঃ-২৪৭; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৯২; তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, খঃ-১০, পৃঃ-২২৩, (নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালি, আহ্লে হাদীস); তাফসীরে ফাতহে কাদীর, খঃ-৫, পৃঃ-৬৪, ৬২৪; সাওয়ারেক আল মুহরেকা, (ইবনে হাজার মাকিক), পৃঃ-৯৬; শাওয়াহেদুত তানজিল, খঃ-২, পৃঃ-৩৫৬; মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৫, পৃঃ-২৮; নুজহাত আল মাজালিস, খঃ-২, পৃঃ-১৮৩; মানাকেব, (আল খাওয়ারেজমী), খঃ-৬, পৃঃ-৬৩; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৯০, (সৈয়দ মোঃ সালে কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ)।

"সেদিন (কেয়ামতে) কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু চেহারা কালো (বিশ্রী) হবে। যাদের চেহারা কালো হবে তাদের বলা হবে; তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে সুতরাং তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য এখন আযারের স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহ্'তায়ালার রহমতের মধ্যে তাতে তারা চিরকাল থাকবে"। (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-১০৬-১০৭)

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হুযুর (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন "আমার উম্মতের একদল লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা সংখ্যায় হবে সত্তর

হাজার। তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়।" সূত্রঃ-সহীহ্ বুখারী, খঃ-১০, পৃঃ-৯১, হাঃ-৬০৯৯-৬১০০; (ই,ফাঃ); সহীহ্ বুখারী, পৃঃ-১০১৪, হাঃ-৬০৯৪; (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং); সহীহ্ মুসলীম, পৃঃ-১০৫৭, হাঃ-৬৮৮৬-৬৮৮৯, (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং) ।

Muhammad bin Ali narrates in Tafsir ibne Jarir Al Tabari, Volume 33page 146 (Cairo edition) that the Prophet (s) said:

"The best of creations are you Ali and your Shi'as."

Jalaladin Suyuti, (849 - 911 AH) is one of the highest ranked Sunni scholars of all time. In his commentary of this verse, he records through 3 asnad (chains) of narrators, **"that the Prophet (s) told his companions that the verse referred to Ali and his Shi'a:"**

"I swear by the one who controls my life that this man (Ali) and his Shi'a shall secure deliverance on the day of resurrection".(Sunni Reference: Tafseer Durre Manthur Volume 6 page 379 (Cairo edition)

There are no hadith in which the Prophet (s) guaranteed paradise for a specific Sahaba and his followers, with the sole exception of Ali (as) and his Shi'a.

Other Sunni scholars have also recorded this hadith from Jabir bin Abdullah Ansari in their commentaries of the above verse. [Sunni Reference: Tafsir Fatha ul bayan Volume 10 page 333 (Egypt edition) & Tafsir Fatha ul Qadir, Volume 5 page 477]

Hadhrath Abdullah ibne Abbas narrates "that when this verse descended the Prophet (s) said, 'Ali you and your Shi'a will be joyful on the Day of Judgement" (Sunni Reference: Tafseer Durre Manthur Volume 6 page 379 (Cairo edition)

"O Abul Hasan, (Ali) you and your Shi'a will attain paradise".

Sunni Reference: Ahmad ibn Hajr al Makki quotes from Imam Dar Qatany in his al Sawaiqh al Muhrriqa page 159 (Cairo edition)

The classical Shafii scholar al Maghazli records a tradition from Anas bin Malik that he heard the Prophet (s) say:

"Seventy thousand people will go to heaven without questions, the Prophet then turned to Ali and said 'they will be from among your Shi'a and you will be their Imam" Sunni Reference: Manaqib Ali al Murtaza, page 184 by al Maghazli al Shafii

The holy Prophet (saw) guaranteed Paradise for the Shi'a of 'Ali (as)!!!

We will evidence this from the following esteemed Sunni wires:

1. Sawaiq al Muhriqah page-519; Fadail Ahl'ul bayt; 2. Kanzul Dhaqaiq page-149, the letter Sheen; 3.Nur al Absar page 78; Fadail Manaqib 'Ali;4. Kafaya al Muttalib fee manaqib 'Ali ibn Abi Talib page 246; 5. Arjahu 'l Matalib page 80, Chapter 2; 6. Tadhkirathul Khawwas al Ummah Chapter 2 page 31;7.Manaqib Khawarzmi Part 9 page 62;8.Faraid al Simtayn Chapter 31 page 152; 9. Tareekh Madeena wa Dimishiq page 442;10. Manaqib Ibn Maghazali page 293-284;11.Maqathil Husayn page 3;12. Fusl al Muhimma page 123;13. Ahsaf al Ragibeen page 158; 14. Dhukhayir al Uqba page 90; 15.Tafseer Fathul Qadeer Volume 5 page 424; 16. Tafseer Durre Manthur Volume 6 page 379 (Cairo edition); 17. Tafseer Tabari Chapter 3, Surah al Bayana; 18. Kanz al Ummal Volume 6 page 403.

হযরত আলী (আঃ) মোমেনদের সরদার, মোত্তাকীদের ইমাম ও উজ্জল চেহারাওয়ালাদের সরদার

মহানবী (সাঃ) হযরত আলীর কাঁধে হাত রেখে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করলেন এই আলী সৎ কর্মশীলদের ইমাম অন্যায়কারিদের হন্তা যে তাঁকে সাহায্য করবে সে সাফল্য লাভ করবে এবং যে তাঁকে হীন করার চেষ্টা করবে সে নিজেই হীন হবে। এবং মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "আলী সম্পর্কে আমার প্রতি মিরাজে আল্লাহ্ ওহির মাধ্যমে তিনটি উপাধি শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় সে মোমেনদের সরদার, মোত্তাকীদের ইমাম ও উজ্জল চেহারাওয়ালাদের সর্দার।"

সূত্রঃ-কাতেবীনে ওহী, পৃঃ-২১৩, (ই.ফাঃ); আশারা মোবাশশারা, পৃঃ-১৯৭, (এমদাদীয়া); কানযুল উম্মাল, খঃ-৬, হাঃ-১৬২৭, ২৫২৭, ২৬২৮; মুসতাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১৩৮, (তিনি বলেছেন হাদীসটি সনদের দিক হতে বিশুদ্ধ); শারহে নাহজুল বালাগাহ, খঃ-২, পৃঃ-৪৫০, হাঃ-৯; আল মুরাজায়াত, পৃঃ-২০১, (আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হোসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী।

নবী করিম (সাঃ)-এর অফাতের পর যারা আহ্লে বাইতের প্রথম সদস্য হযরত আলীর অনুসারী হবে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং যারা তাদের বিরোধী হবে, তাদের চেহারা কালো ও বিশ্রী হবে। পবিত্র কোর্আন ও মহানবী (সাঃ)-এর সহীহ হাদীসের আলোকে}।

"....আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা সত্যের দিকে মানুষকে হেদায়েত করে (সিরাতে মুস্তাকিমের পথে) এবং সে অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে।" (সূরা-আরাফ, আয়াত-১৮১)

মুওয়াফফাক ইবনে আহমাদ আবু বকর ইবনে মারদুইয়ার সূত্রে হযরত আলী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'মুসলিম উম্মাহ্ ৭৩ ফিরর্কায় বিভক্ত হবে', তাদের মধ্যে একটি দল ব্যতীত, সকলেই জাহান্নামী হবে এবং উপরোক্ত আয়াত আমার এবং আমার অনুসারীদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে, যারা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। (আহ্লে বাইতের প্রথম সদস্য আলী ও তার অনুসারী); সূত্রঃ-কেফায়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-১৮৭, ৩৮৩; আল মুরাজায়াত, পৃঃ-৫২; শেইখ সুলাইমান কান্দুযী-সুন্নি হানাফী, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৭৭; শাওয়াহেদত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-২০৪;

গায়াতুল মোরাম, পৃঃ-৪২৭; কাওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৬১, সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী সুন্নি হানাফী আরিফ বিল্লাহ; ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১৪৭।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, পূলসিরাত পূলের ওপর দিয়ে কেউ যেতে পারবে না, যদি তাদের কাছে আলীর প্রদত্ত সনদ না থাকে

হযরত আবু বকর, (রাঃ), হযরত রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তিই হযরত আলীর লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতিত পূলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না।" সূত্রঃ-জাখায়েরুল উকবা, পৃঃ-৭১; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-১২৪; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৩৩৯; আল মুরতাজা, পৃঃ-১৬৪; মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ-৬৮; আরজাহুল মাতারেব, পৃঃ-৯০৬; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ ১৯৩, সৈয়দ মোঃ সালে কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ ।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, ইয়া আলী, তুমি জান্নাত ও জাহান্নামের বণ্টনকারী

হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ), মহানবী (সাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "ইয়া আলী, তুমি জান্নাত ও জাহান্নামের বণ্টনকারী।" সূত্রঃ-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৪০-১৪৩; আল হাকীম আল নিশাবুরী, খঃ-৩, পৃঃ-১২৭; কানজুল উম্মাল, খঃ-৫, পৃঃ-৩০; আল জামে, (সূয়ুতী), খঃ-১, পৃঃ-৩৭৪; ইবনে মাগাজেলী, পৃঃ-৮০; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৯০; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৯-৬০; আল মানাকিব খাওয়ারেজমী, পৃঃ-২০৯; ফারায়িদুস সামতাঈন, খঃ-১, পৃঃ-৩২৫; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-১৯৩, (সৈয়দ মোঃ সালে কাসাফি সুন্নি হানাফী আরেফ বিল্লাহ)।

মহানবী (সাঃ) নির্দেশ করেছেন যে, আমার ওফাতের পর তোমরা আহ্‌লে বাইতের প্রধান সদস্য আলী ইবনে আবু তালিবকে অনুসরণ করো

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আমার ওফাতের পরপরই বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেবে এ সময় তোমরা আলী ইবনে আবু তালিবকে অনুসরণ করো।" কারণ শেষ বিচারের দিন সে হবে প্রথম ব্যক্তি যে আমাকে দেখবে এবং আমার সাথে করমর্দন করবে। সেই হচ্ছে সিদ্দীকে আকবার, আমার উম্মতের মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী এবং সে হলো মোমেনগণের ইয়াসুব আর সম্পদ হলো মোনাফেকগণের ইয়াসুব। সূত্রঃ-উসুদুল গাবা, খঃ-৫, পৃঃ-২৮৭; তারিখ আশ-শাম, খঃ-৯, পৃঃ-৭৪, ৭৮; আস সিরাহ আল হালবিয়া, খঃ-১, পৃঃ-৩৮০, (মিশর); যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ-৫৬; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৬২, ৮২, ২০১, ২৫১, (ইস্তামবুল); শারাহ নাহজ আল বালাগা, খঃ-১৩, পৃঃ-২২৮, (ইবনে আবিল হাদীদ, মিশর); ফয়েজ আল-কাদীর ফি শারাহ আল-জামি আস-সাগির, খঃ-৪, পৃঃ-৩৫৮; আল ইসাবাহ, খঃ-৪, পৃঃ-১৭১; আল ইস্তিযার, খঃ-৪, পৃঃ-১৭০; কানযুল উম্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-২১২।

মহানবী (সাঃ) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বলেন, "হে আম্মার যখন দেখবে হযরত আলী এক পথে চলছে আর সাহাবারা অন্য পথে তখন তুমি আলীর সঙ্গে যেও ও অন্যদের ত্যাগ করবে। কারণ সে তোমাকে পতনের পথে পরিচালিত করবে না এবং হেদায়েতের পথ হতেও বের হতে দেবে না।" সূত্রঃ-কানযুল উম্মাল, খঃ-৬, পৃঃ-১৫৬; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৪০২; আরজাহুল মাতালের, পৃঃ-১০২৩; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৬০।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, আলী (আঃ) কোরআনের সাথে এবং কোরআন আলীর সাথে

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আলী কোরআনের সাথে এবং কোরআন আলীর সাথে, উভয়ে হাউজে কাউসারে আমার সামনে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সূত্রঃ-হযরত আলী, পৃঃ-১৭, (এমদাদীয়া); তাকমীনুল ঈমান, পৃঃ-৯৭, শায়খ আব্দুল হক দেহলবী, (ই,ফাঃ); ইযাযতুল খিফা, খঃ-২, পৃঃ-৫৪৭, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ); আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-১৯৪; কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ-২৫২; মাজমাউজ জাওয়ারেদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৩৪, (আবুবকর হাইতামী, কায়রো); আস সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃঃ-৭৪, (মিশর); তারিখুল খুলফা, পৃঃ-৬৭, (মিশর); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৯০, (ইস্তামবুল); পৃঃ-১৫০, (উর্দু); নুরল আবসার, পৃঃ-৭৩, আল্লামা শাবলাঞ্জী, (মিশর)।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, আলী (আঃ) সব সময় সত্যের সাথে আছে আর সত্য সব সময় আলীর সাথে আছে

মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, আলী সব সময় সত্যের সাথে আছে আর সত্য সব সময় আলীর সাথে আছে। উভয় কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে আমার কাছে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সূত্রঃ-মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১২৪; জামেউন উসুল ইবনে হাজার আসকালানী, খঃ-৯, পৃঃ-৪২০, (মিশর); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৯১, (ইস্তামবুল); আল মানাকিব, পৃঃ-২৮, ফাইজুল কাদীর, খঃ-৪, পৃঃ-৩৫৮; খাউয়াসূল উলেমা, (সিবতে ইবনে জাওজি), পৃঃ-২০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ-৭, পৃঃ-৩৬।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, আলী (আঃ) রয়েছে হকের সাথে এবং হক রয়েছে আলীর সাথে

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, আলী রয়েছে হকের সাথে এবং হক রয়েছে আলীর সাথে ইয়া আল্লাহ! হককে সেইদিকে ফিরিয়ে দাও যেদিকে আলী যায়। সূত্রঃ-আল-খাতীব আল-খাওয়ারিজমী আল-মানাকিব, পৃঃ-৫৬; তারিখে বাগদাদ, খঃ-১৪, পৃঃ-৩২১; কেফায়াতুত তালেব, অধ্যায়-৪৪; ইমামত ওর সিয়াসাত, খঃ-১, পৃঃ-১১১; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ,৯১; তাফসীরে কাবীর, খঃ-১, পৃঃ-১১১, (মিশর); জামেউস সাগির, খঃ-২, পৃঃ-৭৪, ৭৫, ১৪০; তারিখুল খোলফা, পৃঃ-১১৬; ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-১, পৃঃ-১৫৮, ৫৪৮; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৯৮২।

হযরত আলী সম্পর্কে হযরত ওমর বলতেন, আলী হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী বিশেষ করে বিচারকার্যে । সূত্রঃ-সহীহ আল বুখারী, খঃ-৪, হাঃ-৪১২৩, (আধুঃ); সহীহ আল বুখারী, খঃ-৬, পৃঃ-২৩, (মিশর), মুসনাদে হাম্বাল, খঃ-৫, পৃঃ-১৩৩, (মিশর); মুস্তাদরাক হাকেম, পৃঃ-৩০৫, (মিশর); তাবাকাতে ইবনে সাদ, খঃ-২, পৃঃ-১০২, (লেইডেন); আল ইসতিয়াব, খঃ-৩, পৃঃ-১১০২, (মিশর); তারিখুল খুলফা, পৃঃ-১৮২; সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ-১২৪,১৭৭।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী সেই নগরীর প্রবেশ দ্বার

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী সেই নগরীর প্রবেশ দ্বার, যে কেউ জ্ঞানের সন্ধান করে সে যেন দ্বারদিয়ে প্রবেশ করে। সূত্রঃ-সহীহ মুসলীম, খঃ-১, পৃঃ-২৩, (মোহাম্মাদীয়া লাইঃ); কাতেবীনে ওহী, পৃঃ-২০৭, (ই,ফাঃ); আশারা মোবাশশারা, পৃঃ-১৯২, (এমদাদীয়া); হযরত আলী, পৃঃ-১৫, (এমদাদীয়া); মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ-৩, পৃঃ-১২৬; উসুদুল গাবা, খঃ-৪, পৃঃ-২২, (মিশর); আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খঃ-৭, পৃঃ-৩৫৭; খঃ-৮, পৃঃ-৩৫০, (মিশর); ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৮৩; আস–সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ-৩৭, (মিশর); তারিখে কামিল, খঃ-৪, পৃঃ-২২; তাফসীরে তাবারী, খঃ-৩, পৃঃ-১৭১, (মিশর); মাকতালুল হোসাইন , খঃ-১, পৃঃ-৪৩; খাতিব খাওয়ারেজামি

মানাকেব, পৃঃ-৪৯; হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ-১, পৃঃ-৫৫; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-২, পৃঃ-৩৫৬; আরজাহুল মাতালেব পৃঃ-১৮৪; তাসকিরাতুল খাওয়াজ, পৃঃ-৫৩; কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ-৯৮; দুরে মানসুর, খঃ-৬, পৃঃ-৩৭৯, (মিশর); ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-২, পৃঃ-৫০৯; আল গাদীর, খঃ-৬, পৃঃ-৬১-৭৭; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আব্দুল হোসাইন আহমদ আল আমীনী আন নাজাফী, তার আল গাদীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের একটি তালিকা দিয়েছেন যাদের সংখ্যা হচ্ছে, ১৪৩ জন।

"আসমানে ও জমিনে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা কিতাবে মুবিনে না আছে।"(সূরা-নামল, আয়াত-৭৫)

"আমি প্রত্যেক বস্তু গণনা করে রেখেছি এবং স্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছি ইমামে মুবিনে।" (সূরা-ইয়াসিন, আয়াত-১২)

যখন উক্ত আয়াত নাযিল হল তখন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর উভয়ে দাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন। ইয়া রাসূল আল্লাহ (সাঃ)! এই ইমামে মোবিন যার সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন যে প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান আমি তাঁর মধ্যে গণনা ও বর্ণনা করেছি সেটা কি তাওরাত? মহানবী (সাঃ) বললেন না, আবার জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কি ইঞ্জিল? মহানবী (সাঃ) বললেন না, পুনরায় আরজ করলেন সেটা কি কুরআন? তিনি বললেন না। ইতিমধ্যে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব উপস্থিত হলেন, তখন "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উভয়কে বললেন এই আলীই হচ্ছে ইমামে মোবিন যার মধ্যে আল্লাহতায়ালা সমগ্র বস্তুকে গণনা ও একত্রিত করে দিয়েছেন।" সূত্র-তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ–৫, পৃঃ-২৬২; কেফাইয়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-৫২১; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১২০; সামারাতুল হায়াত, খঃ-২, পৃঃ-২২৮; তাফসীরে কুর্মি, খঃ-২, পৃঃ-২১২।

যার নিকট (সকল) ঐশী গ্রন্থের (সম্পূর্ণ) জ্ঞান রয়েছে তিনি কে?

"যারা কুফরি করেছে তারা বলেঃ আপনি রাসূল নন। আপনি বলে দিন ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ এবং ঐ ব্যক্তি যার কাছে সকল কিতাবের (ইলমুল কিতাব) জ্ঞান আছে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (সূরা-রাদ, আয়াত-৪৩)

আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেছেন যে, আমি মহানবী (সাঃ) কে প্রশ্ন করলাম যে, আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য "যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে তিনি কে? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন যার নিকট (সকল) ঐশী গ্রন্থের (সম্পূর্ণ) জ্ঞান রয়েছে (ইলমুল কিতাব) সে হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালেব।" সূত্রঃ-আল কাশফু ওয়াল বায়ান, খঃ-৪, পৃঃ-৬০; আল নাঈম আল মুকিম, পৃঃ-৪৮৯; তাফসীরে কুরতুবি, খঃ-৯, পৃঃ-৩৩৬; আল এতকান, (সূর্য়তি), খঃ-১, পৃঃ-১৩; আল-জামেউল আহকাম-উল কোরআন, খঃ-৯, পৃঃ-৩৩৬; শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ-১, পৃঃ-৩০৭; এহকাক উল হাক্ক, খঃ-৩, পৃঃ-২৮০; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১০২, ১০৩; জাজবায়ে বেলায়েত, পৃঃ-১৫৫; সালিম বিন কায়েস, পৃঃ-২৪; রাওয়ানে যাভেদ, খঃ-৩, পৃঃ-২১৫; কেফায়াতুত মাওয়াহহেদীন, খঃ-২, পৃঃ-১৮০; মাজমাউল বায়ান, খঃ-৬, পৃঃ-৩০১।

আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীর হাশর ইহুদিদের সাথে হবে

মহানবী (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবী, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূল (সাঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন, এবং তিনি বলতে লাগলেন, "হে মানব সকল! যারা আহ্‌লে বাইতের সাথে বিদ্বেষ রাখে, কিয়ামতের দিন

তাদের জমায়েত (হাশর) ইহুদিদের সাথে হবে। আমি (জাবের) আরজ করলাম, ইয়া রাসূল (সাঃ)! যদিও তারা রোযা রাখে এবং নামাজ পড়ে ? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ যদিও তারা রোযা রাখে এবং নামাজ পড়ে।" (অর্থাৎ তা সত্ত্বেও আহ্‌লে বাইতের শত্রু হওয়ায়, আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাদের ইবাদত বিনষ্ট করে দিয়ে তাদের ইহুদিদের দলভূক্ত করে উঠাবেন) আরও বর্ণনা ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "ঐ সত্ত্বার কসম, যার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ! আমার আহ্‌লে বাইতের সাথে বিদ্বেষ পোষনকারীদের মধ্যে হতে এমন কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্‌তা'য়ালা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেনা।" আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কা'বার পাশে রুকনে ইয়ামানি ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে দন্ডায়মান হয়ে নামাজ আদায় করে এবং রোযাও রাখে, অতঃপর এমতাবস্থায় আহ্‌লে বাইতের সাথে বিদ্বের্ষ রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে"।

সূত্রঃ-তাবরানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত ,খঃ-৪, পৃঃ-২১২, হাঃ-৪০০২; হায়সামী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৭২; জুরজানী, তারিখে জুরজান, পৃঃ-৩৬৯; হাকেম আল মুসতাদ্‌রাক, খঃ-৩, পৃঃ-১৬২, হাঃ-৪৭১৭; হায়সামী সাওয়াইক আল–মুহরেকা, পৃঃ-৯০; আল্লামা সুয়ুতী, এহইয়াউল মাইয়্যাত, পৃঃ-২০; ইবনে হিব্বান, আস সহীহ্, খঃ-১৫, পৃঃ-৪৩৫, হাঃ-৬৯৭৮; যাহাবী সি'আরু আলামিন নুবালা, খঃ-২, পৃঃ-১২৩; (হাকেমের মতে এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্); মুহিবেব তাবারী, যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ-৫১; ফাসবী, আল 'মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ, খঃ-১, পৃঃ-৫০৫; আল্লামা আলী হামদানি শাফায়ী, মুয়াদ্দাতুল কুর্‌বা, পৃঃ-১০৯; ওবাইদুল্লাহ্ অমৃতসারি–আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৬৭; কাওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-২০৯, সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী সুন্নি হানাফী আরিফ বিল্লাহ; আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী–মাদারিজুন নবুওয়াত, খঃ-২, পৃঃ-৯০, (ইঃ, ফাঃ)।

আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর শত্রু মুনাফিক

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "যারা আহ্‌লে বাইতের সাথে বিদ্বেষ রাখে তারা তো কপট (মুনাফিক)।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, "আমার আহ্‌লে বাইত-কে তারাই ভালোবাসবে অনুসরণ করবে যারা মোমিন–মোত্তাকী, আর তারাই শত্রুতা ও ঘৃণা করবে, যারা মুনাফিক।" সূত্রঃ-আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ফাযায়িলুস সাহাবা, খঃ-২, পৃঃ-৬৬১, হাঃ-১১২৬; মুহিব্বে, তাবারী, আর রিয়াজুন নাদরাহ, খঃ-১, পৃঃ-৩৬২; মুহিব্বে তাবারী, যাখায়েরুল উক্‌বা, পৃঃ-৫১; সুয়ুতী আদ দুররুল মানসুর, খঃ-৭, পৃঃ-৩৪৯; ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, খঃ-৬, পৃঃ-৩৭২, হাঃ-৩২১১৬; এহইয়াউল মাইয়াত–আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী, পৃঃ-৭; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৭৯; ইবনে হাজার মাক্কী, সাওয়ায়েকে মুহরেকা পৃঃ-৭৬৭।

হযরত রাসূল (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো

হযরত যাইদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)-কে বললেন, "আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো, যার সাথে তোমরা

যুদ্ধ করবে এবং আমি তার সাথে সন্ধি করবো (শান্তি স্থাপন) যার সাথে তোমরা সন্ধি (শান্তি স্থাপন) করবে।"

আরও একটি বর্ণনা ঃ হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) "হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন (আঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। যে তোমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন (শান্তি স্থাপন) করবে আমিও তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন (শান্তি স্থাপন) করব। (অর্থাৎ যে তোমাদের শত্রু সে আমারও শত্রু এবং যে তোমাদের বন্ধু সে আমারও বন্ধু)।"

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে যারা সিফফিন, জামা'লে ইমাম আলীর সাথে, ও কারবালায় ইমাম হোসাইনের সাথে যুদ্ধ করেছে! তাদের অবস্থান কোথায়?

সূত্রঃ–মেশকাত শরিফ, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৯৪, (এমদাদীয়া); তিরমিযী, আল জামি আস সহীহ্, খঃ-৫, পৃঃ-৬৯৯, হাঃ-৩৮৭০; ইবনে মাজাহ্, আস সুনান, খঃ-১, পৃঃ-৫২, হাঃ-১৪৫; হাকেম, আল মুসতাদরাক, খঃ-৩, পৃঃ-১৬১, হাঃ-৪৭৪১; তাবরানী, আল মু'জামুল কবির, খঃ-৩, পৃঃ-৪০, হাঃ-২৬১৯; তাবরানী আল মু'জামুল আওসাত, খঃ-৫, পৃঃ-১৮২, হাঃ-৫০১৫; মুহিবেব তাবারী যাখায়েরুল উক্‌বা, পৃঃ-৬২; যাহাবী সি'আরু আলামিন নুবালা, খঃ-২, পৃঃ-১২৫; মুযী, তাহযিবুল কা'মাল, খ-১৩, পৃঃ-১১২; ইবনে হিব্বান, আস সহীহ্, খঃ-১৫, পৃঃ-৪৩৪, হাঃ-৬৯৭৭; তাবরানী,আল মুজামুল সাগির, খঃ-২, পৃঃ-৫৩, হাঃ-৭৬৭, হায়সামী মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৬৯, (তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন); হায়সমী মওয়ারিদুয জময়ান, পৃঃ-৫৫৫, হাঃ-২২৪৪; মুহামিলী, আল আমালী, পৃঃ-৪৪৭, হাঃ-৫৩২; ইবনে আসীর ইসুদুল গাবাহ্, খঃ-৭, পৃঃ-২২০; আহম্মাদ ইবনে, হাম্বল আল মুসনাদ, খঃ-২, পৃঃ-৪৪২; আহম্মদ ইবনে হাম্বাল ফাযায়িলুস সাহাবা, খঃ-২, পৃঃ-৭৬৭, হাঃ-১৩৫০; আল হাকেম, আল মুসতাদরাক, খঃ-৩, পৃঃ-১৬১, হাঃ-৪৭১৩;খতিবে বাগদাদ, তারিখে বাগদাদী, খঃ-৭, পৃঃ-১৩৭; শেইখ সুলাইমান কান্দুযী–ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৩১৮।

আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর (আনুগত্যপূর্ণ) ভালোবাসা, নবীজির ভালোবাসা, নবীজির ভালোবাসা, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস কেননা মহান আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামত হতে তোমাদিগকে রিজিক প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে হলে আমাকে ভালোবাস (রাসূলকে)। আর আমার ভালোবাসা পেতে হলে আমার আহ্‌লে বাইতকে (আনুগত্যপূর্ণ) ভালোবাস।"

সূত্রঃ-সহীহ্ তিরমিযি, খঃ-৬, হাঃ-৩৭২৮, (ইঃ সেঃ); সহীহ্ তিরমিযি, (সকল খন্ড একত্রে), পৃঃ-১০৮৫, হাঃ-৩৭৫১, (তাজ কোং); মেশকাত শরীফ, খঃ-১১, পৃঃ-১৮৮, হাঃ-৫৯২২, (এমদাদিয়া লাইঃ); তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ-১৬, পৃঃ-৫২৮, (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, আহ্‌লে হাদীস) ; শেইখ সুলাইমান কান্দুযী-ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-৩১৭; কওকাবে দুরির ফি ফাযায়েলে আলী, পৃঃ-২০০, সৈয়দ মোঃ সালে কাশাফী সুন্নি হানাফী আরিফ বিল্লাহ; ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারী-আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৭৯; ইবনে হাজার মাক্কীর, সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-৭৬০।

হযরত ফাতেমা (আঃ) জান্নাতের সকল মহিলাদের নেত্রী ও ইমাম হাসান–হোসাইন (আঃ) সমস্ত জান্নাতি যুবকদের সরদার

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, হাসান–হোসাইন জান্নাতি যুবকদের নেতা।" (একই হাদীস, হযরত আলী, হযরত ওমর, আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, ও আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে) হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) বলেন, একটি ফেরেস্তা যিনি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো

আসেনি। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি চাইলেন যে তিনি যেন আমাকে সালাম দিতে পারেন এবং আমাকে সুসংবাদ দিতে পারেন যে, "ফাতেমা (আঃ) জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী এবং হাসান–হোসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের নেতা।" সূত্রঃ-সহীহ্ তিরমিযী, খঃ-৬, হাঃ-৩৭৬৮, (ইঃ,ফাঃ); সহীহ্ তিরমিযী, (সকল খন্ড একত্রে), পৃঃ-১০৮১, হাঃ-৩৭৩০, (তাজ কোং); মেশকাত শরীফ, খঃ-১১, হাঃ-৫৯০৩, (এমদাদীয়া); তিরমিযী আল জামেউস সুন্নাহ, খঃ-৫, পৃঃ-৬৫৬, হাঃ-৩৭৬৮; নাসায়ী আস সুনানুল কুবরা, খঃ-৫, পৃঃ-৫০ হাঃ-৮১৬৯; ইবনে হিব্বান–আস সহীহ্, খঃ-১৫, পৃঃ-৪১২, হাঃ-৬৯৫৯; আহম্মদ ইবনে হাম্বাল আল মুসনাদ, খঃ-৩, পৃঃ-৩, হাঃ-১১০১২; ইবনে আবি শায়বা–আল মুসান্নাফ, খঃ-৬, পৃঃ-৩৭৮; আল মুসতাদরাক, খঃ-৩, পৃঃ-১৮২, হাঃ-৪৭৭৮; হায়সামী মাওয়ারিদুজ জমআন, খঃ-১, পৃঃ-৫৫১, হাঃ-২২২৮; হায়সামী মাযমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-২০১, (তিনি এই হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন); সুয়ুতী আদ দুররুল মানসুর, খঃ-৫, পৃঃ-৪৮৯; নাসায়ী খাসায়েসে আলী, খঃ-১, পৃঃ-১৪২, হাঃ-১২৯; তাবরানী আল মু'জামুল কবির, খঃ-৩, পৃঃ-৩৭, হাঃ-২৬০৬; ইবনে হাজার মাক্কী-আস সওয়ায়িকুল মুহরিকাহ্, খঃ-২, পৃঃ-৫৬০; ইবনে মাজাহ্-আস সুনান কিতাবুল ফিতান, খঃ-২, পৃঃ-১৩৬৮, হাঃ-৪০৮৭; আসকালানী তাহযিবুত তাহযিব, খঃ-৭, পৃঃ-২৮৩, হাঃ-৫৪৪; ইবনে আসাকীর-তারিখে দিমশ্‌ক আল কবির, খঃ-১৪, পৃঃ-১৩২; আবু নাঈম-হিলয়াতুল আউলিয়া, খঃ-৫, পৃঃ-৫৮; হিন্দি-কানযুল উম্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-১০২, হাঃ-৩৪১৯১।

হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে, হাসান, হোসাইন, ফাতেমা ও আলী (আঃ)-কে ভালোবাসবে সে কিয়ামতে আমার সাথেই থাকবে

হযরত আলী (আঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল (সাঃ) হাসান-হোসাইনের হাত ধরে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে এবং এই দু'জনকে (হাসান ও হোসাইন) কে ভালোবাসবে সাথে সাথে তাঁদের পিতা–মাতাকে (আলী ও ফাতেমা) কে ভালবাসবে সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথেই থাকবে। সূত্রঃ-জামে আত তিরমিযী, খঃ-৬, পৃঃ-৩৩১, হাঃ-৩৬৭০, (ইঃ,সেঃ); তিরমিযী, আল–জামেউস সহীহ্, খঃ-৫, পৃঃ-৬৪১, হাঃ-৩৭৩৩; আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল মুসনাদ, খঃ-১, পৃঃ-৭৭, হাঃ-৫৭৬; আহম্মদ ইবনে হাম্বল-ফাযায়িলুস সাহাবা, খঃ-২, পৃঃ-৬৯৩, হাঃ-১১৮৫; তাবরানী-আল মু'জামুল কবির, খঃ-৩, পৃঃ-৫০, হাঃ-২৬৫৪; মুকাদ্দেসী আল আহাদিসুল মুখতাবা, খঃ-২, পৃঃ-৪৫, হাঃ-৪২১; খতিবে বাগদাদ তারিখে বাগদাদ, খঃ-১৩, পৃঃ-২৮৭, হাঃ-৭২৫৫; দূলাবি আয যুর্য়িায়াতুত তাহিরাহ্, খঃ-১, পৃঃ-১২০, হাঃ-২৩৪, মুযী, তাহযিবুল কা'মাল, খঃ, ৬, পৃঃ-২২৮; আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, খঃ-২, পৃঃ-২৮৫, হাঃ-৫২৮; আবু ইয়ালা–আল মুসনাদ, খঃ-৬, পৃঃ-১৫০, হাঃ-৩৪২৮; হায়সামী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৮১।

কিয়ামতের দিন, আহ্‌লে বাইত (আঃ) ও তাঁদের আশেকরা আল্লাহ্‌র আর্‌শের নিচে একই স্থানে থাকেব

হযরত আলী (আঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন এবং আমাদের সকল আশেকরা একই স্থানে একত্রিত হবে। কিয়ামতের দিন আমাদের পানাহারও একত্রে হবে, মানুষের বিচারের ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত।"

সূত্রঃ-তারবানী,আল মু'জামুল কবির, খঃ-৩, পৃঃ-৪১, হাঃ-২৬২৩; হায়সামী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৬৯; আহমাদ ইবনে হাম্বাল,আল মুসনাদ, খঃ-১, পৃঃ-১০১; বাযযার, আল মুসনাদ, খঃ-৩, পৃঃ-২৯, হাঃ-৭৭৯; শায়বানী আস সুন্নাহ্, খঃ-২, পৃঃ-৫৯৮, হাঃ-১৩২২; ইবনে আসীর উসদুল গাবা, খঃ-৭, পৃঃ-২২০; ইবনে আসাকির তারিখে দামেস্ক, খঃ-১৩, পৃঃ-২২৭।

হযরত আলী (আঃ) রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস করলেন? ইয়া রাসূল (সাঃ) আমাদের সাথে ভালবাসা পোষনকারীরা আশেক ও ভক্তগণ কোথায় হবে?

হযরত আলী (আঃ) বর্ণনা করেন যে, আমাকে হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে হবেন আমি, তুমি, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন, আমি (আলী) আরজ করলাম, ইয়া রাসূল (সাঃ) আমাদের সাথে ভালবাসা পোষনকারীরা আশেক ও ভক্তগণ কোথায় হবে? হযরত রাসূল (সাঃ) বললেন, আমাদের পেছনে হবে।" সূত্রঃ–হাকেম, আল মুসতাদরাক, খঃ-৩, পৃঃ-১৬৪, হাঃ-৪৭৩২; ইবনে আসাকির তারিখে দিমশ্ক আল কাবির, খঃ-১৪, পৃঃ-১৭৩; হিন্দি কানযুল উন্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-৯৮, হাঃ-৩৪১৬৬; হায়সামী-আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, খঃ-২, পৃঃ-৪৪৮; মুহিবেব তাবারী–যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ-২১৪।

হযরত ওমর বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে পরকালে ফতেমা, আলী, হাসান, ও হোসাইন জান্নাতুল ফিরদাউসে সাদা গম্বুজে অবস্থান করবেন। যার ছাদ হবে আল্লাহ্‌র আর্‌শ।" সূত্রঃ–যুরকানী, শরহুল মুয়াত্তা, খঃ-৪, পৃঃ-৪৪৩; আসকালানী-লিসানূল মিযান, খঃ-২, পৃঃ-৯৪; ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক, খঃ-১৪, পৃঃ-৬১; হিন্দি কানযুল উম্মাল, খঃ-১২, পৃঃ-৯৮, হাঃ-৩৪১৬৭; হায়সামী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খঃ-৯, পৃঃ-১৭৪।

"যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন তারাই বুদ্ধিমান।" (সূরা-যুমার, আয়াত-১৮)

"তবে যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিক হকদার না যাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না সে? তাই তোমাদের কি হলো? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।" (সূরা-ইউনুস, আয়াত-৩৫)

"আপনার 'রব'-এর কসম! তারা কখনো মোমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদে আপনাকে বিচারক না মানবে। শুধু এই নয় বরং যা আপনি ফয়সালা করেন তাতে মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (সূরা-নিসা, আয়াত-৬৫)

"আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-৩৯)

"কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেয়, যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৬)

"অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, যারা ভুলের মধ্যে উদাসীন রয়েছে।" (সূরা-যারিয়াত, আয়াত-১০-১১)

"তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না...।" (সূরা-হুজরাত, আয়াত-১৫)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-১০২)

বলে দিন : "সমান নয় পবিত্র ও অপবিত্র, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং ভয় কর আল্লাহকে, হে জ্ঞানবানরা! যেন তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা-মায়েদা-আয়াত-১০০)

"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়েত মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে তাদেরকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৫৯)

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-৪২)

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ আনুগত্য কর এবং রাসূল-এর আনুগত্য কর এবং তোমরা তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করো না।" (সূরা-মুহাম্মদ, আয়াত-৩৩)

"কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, আর সেথাই সে স্থায়ী হবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা-নিসা, আয়াত-১৪)

একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন নয় কি? নবী করিম (সাঃ)-কে মানবেন, অথচ নবী করিম (সাঃ)-এর হুকুম মানবেন না, এটা কি রকম আনুগত্য করা হলো? "মহানবী (সাঃ) নির্দেশ করেছেন, আহ্‌লে বাইতকে অনুসরণ কর। কিন্তু আমরা আহ্‌লে বাইত (আঃ)-কে অনুসরণ করতে নারাজ, এর কারণ কি?"

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (নির্দেশ) অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা-জ্বীন, আয়াত-২৩)

"রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে আমাদের আহ্‌লে বাইত (আঃ)-কে অনুসরণ করতে বলেছেন, যদি অনুসরণ না করি তাহলে নবীর অনুসারী বলে দাবী করা উচিৎ হবে না।"

এরশাদ হচ্ছে, "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা-হাশর, আয়াত-৭)

"যারা আগে পথভ্রষ্ট ছিল ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।" (সূরা-মায়েদা, আয়াত-৭৭)

এত দলিল প্রমাণ দেখার পরও অনেককে এমন পাওয়া যায়, যারা "আহ্‌লে বাইত (আঃ)-কে মুখে মানেন, বলেন যে, হ্যাঁ আহ্‌লে বাইত (আঃ)-কে মানতে হবে, না মানলে চলবে না। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশ, আহ্‌লে বাইতকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়, তখন তারা বলেন, অনুসরণ তো তাদেরই করবো, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাগণকে পেয়েছি!!!"

এরশাদ হচ্ছে, "আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে বরং আমরা তো তার অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি। যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতে থাকে তবুও কি?" (সূরা-লোকমান, আয়াত-২১)

আরো এরশাদ হচ্ছে, "আর যখন কেউ তাদেরকে বলে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে, বরং আমরা ঐ পথেই চলবো যাতে আমাদের বাপ-দাদাগণকে পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞানই রাখতো না এবং হেদায়েত

প্রাপ্তও ছিল না। (তবুও)?" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৭০); "লোকেরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, আপনি বলে দিন যে তোমরা ঈমান তো আননি বরং তোমরা বল আমরা আত্মসমর্পণ করেছি কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।" (সূরা-হুজরাত, আয়াত-১৪)

রাসূল (সাঃ) পূর্বেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, "যারা আহ্‌লে বাইত (আঃ)-গণকে অনুসরণ করবে না, তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না।"

নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম কোন মুসলমানের অন্তরে ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, যতক্ষণ না আমার আহ্‌লে বাইতকে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী ও আমার আত্মীয়তার কারণে অনুসরণ (আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা) না করবে।" সূত্রঃ-আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ূতীর এহইয়াউল মাইয়াত, পৃঃ-৩; আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী, সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ-১১২।

তাই সত্যিকারের ঈমানদার ও মুমিন হতে হলে, আমাদের "আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত আহ্‌লে বাইত (আঃ)-দের অনুসরণ করতে হবে।" তবেই সত্যিকারের ঈমানদার বলে দাবী করা যাবে।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বর্তমানে আহ্‌লে বাইতের প্রচার নেই বল্লেই চলে; অল্প সংখ্যক ব্যতীত। "আর যারা আহ্‌লে বাইতের প্রচার করেন না, তারা মূলত রাজা-বাদশাদের রাজতন্ত্রের বিশ্বাসী" অথচ ইসলামে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের কোন স্থান নেই। এবং রাজা-বাদশাদের স্বভাব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ

"রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তারা সে জনপদকে বিনাশ করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের অপদস্ত করে এবং এরাও রূপই করবে।" (সূরা-নমল, আয়াত-৩৪)

আরো এরশাদ হচ্ছে, "আর আপনি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং মনগড়া কথা বলে।" (সূরা-আনআম আয়াত-১১৬)

এরশাদ হচ্ছে, "তাদের যখন বলা হয় আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার নিকট হতে মুখ একেবারেই ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।" (সূরা-নিসা, আয়াত-৬১)

"আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের বেলায় ও ছিল এরূপ নিয়ম এবং আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যক্তিক্রম পাবেন না ।"(সূরা-বনী-ইসরাঈল, আয়াত-৭৭)

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে (রাসূলকে) ভালোবাস আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-৩১)

"যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট-পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম রাসূলের আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (মনগড়া) নেতাদের এবং আমাদের (মনগড়া) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৬৬-৬৭)

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালোবাসবে বা অনুসরণ করবে তার সাথে তার হাশর হবে।" সূত্রঃ-সহীহ্‌ মুসলিম, খঃ-৭, হাঃ-৬৪৭০, (ই,ফাঃ); সহীহ্‌ তিরমীজি, (সকল খন্ড একত্রে) পৃঃ-৭২৮, হাঃ-২৩৪০ (তাজ কোং)।

হযরত রাসূল (সাঃ) বলেন, "(শেষ বিচারের দিবসে) আমার শাফায়াত হবে মুসলিম উন্মাহ্‌র মধ্যে তাদের জন্য যারা আমার আহ্‌লে বাইতকে (অনুসরণ) মহব্বত করবে।"

সূত্রঃ-খতীব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, খঃ-২, পৃঃ-১৪৬; হিন্দী, কানযুল উন্মাল, খঃ-৬, পৃঃ-২১৭; সুয়্যূর্তী ইয়াহইয়া আল মাইয়্যিত, পৃঃ-৩৭; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ-৫৬৬, ৫৮১।

হযরত রাসূল (সাঃ) ইমাম হাসান-হোসাইনের হাত ধরে বললেন, "যে ব্যক্তি আমাকে এবং এই দু'জনকে (হাসান-হোসাইন)-কে ভালোবাসবে, সাথে সাথে তাঁদের পিতা-মাতাকে (আলী ও ফাতেমা) কে ভালোবাসবে সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথেই থাকবে।" সূত্রঃ-জামে আত তিরমিযী, খঃ-৬, পৃঃ-৩৩১, হাঃ-৩৬৭০, (ইঃ, সেঃ); তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ্‌, খঃ-৫, পৃঃ-৬৪১, হাঃ-৩৭৩৩; আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল মুসনাদ, খঃ-১, পৃঃ-৭৭, হাঃ-৫৭৬; আহম্মদ ইবনে হাম্বল-ফাযায়িলুস সাহাবা, খঃ-২, পৃঃ-৬৯৩, হাঃ-১১৮৫; তাবরানী-আল মু'জামুল কবির, খঃ-৩, পৃঃ-৫০, হাঃ-২৬৫৪।

পাঠকদের বিবেক এর কাছে আমার প্রশ্ন ? তাহলে আমরা "রাসূল (সাঃ)-এর রক্তে-মাংসের গড়া, জান্নাতের সরদারদের আহ্‌লে বাইত (আঃ)-গণকে ছেঁড়ে অন্যদেরকে কেন অনুসরণ করবো?"

"আর যারা চক্ষু, কর্ণ ও অন্তরকে কাজে লাগায় না তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেছেন।"

"আমি সৃষ্টি করেছি, দোযখের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষকে। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা (সত্য) বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা (সত্য) দেখে না, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা (সত্য) শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতম।" (সূরা-আরাফ, আয়াত-১৭৯)

"তাদের অধিকাংশই অনুমানের অনুসরণ করে চলে। সত্যের ব্যাপারে অনুমান কোন কাজেই আসে না।" (সূরা-ইউনুস, আয়াত-৩৬)

"সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকতে পারে।" (সূরা-ইউনুস, আয়াত-৩২)

"যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে এরাই তারা যাদের আল্লাহ্‌ হেদায়েত করেছেন তারাই বুদ্ধিমান।" (সূরা-যুমার, আয়াত-১৮)

মহানবী (সাঃ)-এর আহলে বাইত (আঃ)-এর নিবেদিত প্রাণ ভক্ত ও আশেক যিনি বোহ্‌লূল দানা (জ্ঞানী বোহ্‌লূল) নামে সুপরিচিত, অনেকে তাকে পাগল বলেও জানেন, (বোহ্‌লূল পাগল) সেই আহলে বাইতের পাগলের কাছ থেকে ২টি আধ্যাতিক ও রুহানী নসিহত (উপদেশ) পাঠকদের জন্য লিপিবদ্ধ করছি।

জ্ঞানী-বোহ্‌লূলের রুহানী নসিহত শেখ জুনাইদ বাগদাদীর জন্য

"বিখ্যাত আরেফ শেখ জুনাইদ বাগদাদী" সফরের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে বেরোলেন এবং তাঁর মুরীদগণ তাঁর পিছন পিছন চললেন।

শেখ জুনাইদ বোহ্‌লূলের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মুরীদগণ বললেন ঃ "সে তো পাগল; তার কাছে আপনার প্রয়োজন কি?"

জুনাইদ বললেন ঃ "তাঁকে খোঁজ করে বের কর এবং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও; তাঁর কাছে আমার দরকার আছে।"

মুরীদরা তাঁকে খুঁজতে বেরোলেন এবং মরুভূমিতে তাঁর দেখা পেলেন। তারপর শেখ জুনাইদকে বোহ্‌লূলের নিকট নিয়ে গেলেন।

শেখ জুনাইদ যখন বোহ্‌লূলের নিকট পৌঁছলেন, দেখলেন, বোহ্‌লূল মাথার নীচে একটা ইট দিয়ে শুয়ে আছেন এবং গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন। শেখ জুনাইদ তাঁকে সালাম করলেন। বোহ্‌লূল সালামের জবাব দিলেন এবং আগের মতই চিন্তামগ্ন রইলেন। শেখ জুনাইদ তখন বোহ্‌লূলের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "কে বলেছে যে, আমি জুনাইদ বাগদাদী?"

এতে বোহ্‌লূল তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং বললেন ঃ "আবুল কাসেম! তুমি এসেছ?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "জ্বী।"

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "তুমি কি সেই শেখ বাগদাদী যে মানুষকে হেদায়াত করে?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "জ্বী।"

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "আচ্ছা, বল তো দেখি, খানা খেতে জান?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "হ্যা, জানি। প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' বলি। তারপর নিজের সামনে থেকে খাওয়া শুরু করি, ছোট করে লোক্‌মা নেই এবং মুখের মধ্যে ডানদিকে লোকমা দেই, তারপর আস্তে আস্তে চিবিয়ে খাই। অন্যদের লোক্‌মার দিকে তাকাই না। আর খাবার সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখতে ভুলি না। প্রতিটি লোকমা খেয়েই 'আলহামদুল্লিাহ' বলি। আর খাওয়া শুরুর আগে ও খাওয়ার শেষে হাত ধুই।"

বোহ্‌লূল উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ "তুমি মানুষের মুরশিদ হতে চাও? অথচ খানা খেতেও জান না।" একথা বলেই তিনি অন্যত্র রওয়ানা হলেন।

শেখের মুরীদগণ বললেন ঃ "শেখ! এ লোকটি পাগল।"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "তিনি এমন পাগল যিনি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন; সঠিক কথা এমন পাগলের নিকট থেকেই শোনা উচিত।" একথা বলে শেখ জুনাইদ বোহ্‌লূলের পিছনে ছুটলেন এবং বললেন ঃ "তাঁর কাছে আমার প্রয়োজন আছে।"

বোহ্‌লূল মরুভূমি থেকে দ্রুতবেগে চলে এসে একটি পোড়োবাড়ীর ধ্বংসস্তূপে পৌঁছুলেন এবং সেখানে বসে পড়লেন। জুনাইদ বললেন ঃ "কে বলেছে যে, শেখ বাগদাদী খানা খেতে জানে না?"

বোহ্‌লূল একথার জবাব না দিয়ে উল্টো জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি তো খানা খেতে জান না; কথা বলতে জান কি?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "জ্বী, জানি।"

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "তুমি কিভাবে কথা বল।"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "ঠিক প্রয়োজন মত ও পরিমাণ মত কথা বলি; অসময় কথা বলি না, বে-হিসাব কথাও বলি না। শ্রোতাদের অনুধাবনক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলি। মানুষকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহ্বান করি। এত পরিমাণ কথা বলি না যাতে মানুষ আমার ওপর

বিরক্ত হতে পারে। এছাড়া প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানগত শর্তাবলী যথাযথভাবে রক্ষা করে কথা বলি।" এরপর তিনি কথা বলার যত রকম আব-কায়দা ও নিয়ম-কানুন আছে তার বর্ণনা দিয়ে বললেন যে, এসব রক্ষা করে কথা বলেন।

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "খানা খেতে তো জানই না, তা না হয় না ধরলাম; এখন দেখছি কথা বলতেও জান না।" একথা বলে বোহ্‌লূল উঠে দাড়ালেন এবং শেখের গায়ে জামার বাতাস লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়লেন।

মুরীদরা বললেন ঃ "শেখ! দেখলেন তো, লোকটা পাগল। আপনি পাগলের নিকট থেকে কি আশা করছেন?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "তাঁর কাছে আমার প্রয়োজন আছে; তোমরা এটা বুঝবে না।" এ বলে তিনি আবারো বোহ্‌লূলের পিছনে ছুটলেন।

জুনাইদ বোহ্‌লূলের নিকট এসে পৌঁছলে বোহ্‌লূল বললেন ঃ "তুমি আমার কাছে কি চাও? তুমি তো খানা খেতে ও কথা বলতে জান না। তাহলে নিঃসন্দেহে ঘুমাতে জান?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "জ্বী, তা জানি।"

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "তাহলে বল দেখি,তুমি কিভাবে ঘুমাও?"

শেখ জুনাইদ বললেন ঃ "এশা'র নামায এবং তার পরবর্তী ইবাদত শেষ করার পর বিছানায় যাই।" একথা বলার পর ঘুমানোর আদব-কায়দা ও নিয়মাবলী সম্পর্কে বুযুর্গদের নিকট থেকে যা-কিছু শিখেছিলেন একে একে তা বর্ণনা করলেন।

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "বুঝতে পেরেছি, তুমি ঘুমাতেও জান না।"

একথা বলে বোহ্‌লূল চলে যেতে উদ্যত হলেন। তখন শেখ জুনাইদ তাঁর জামার প্রান্ত ধরে ফেললেন এবং অনুনয় করে বললেন ঃ "বোহ্‌লূল ! আমি জানি না; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে শিক্ষা দিন।"

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "তুমি জানার দাবী করছিলে, বলছিলে ঃ 'জানি।' এ কারণেই তোমার কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছিলাম। এখন যেহেতু নিজের অজ্ঞতার কথা শিকার করেছ, তখন তোমাকে শিখাব।" তারপর বললেন ঃ "জেনে রেখো, তুমি যা বললে তার সবই শাখা-প্রশাখা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়, আসল বিষয় নয়। খানা খেতে জানার মূলকথা হচ্ছে, খানা হালাল হতে হবে। খানা যদি হারাম হয় তো একশ' বারও যদি এ ধরনের আদব-কায়দার পুনরাবৃত্তি কর তাতে ফায়দা নেই, বরং এতে অন্তঃকরণে অন্ধকারের মাত্রাই বৃদ্ধি পাবে।"

জুনাইদ বললেন ঃ "জাযাকাল্লাহ্– আল্লাহ্ আপনাকে (এ সহীহ্ শিক্ষা দানের বিনিময়ে) পুরস্কৃত করুন।"

বোহ্‌লূল বলে চললেন ঃ "কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অন্তর পবিত্র ও নিষ্কলুষ হতে হবে এবং উদ্দেশ্য সঠিক ও মহৎ হতে হবে। আর কথা বলতে হবে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে। যদি কোন অসদুদ্দেশ্যে বা পার্থিব লক্ষ্য হাসিলের জন্যে কথা বল তাহলে তুমি যেভাবেই কথা বল না কেন সেসব কথা তোমার জন্যে আযাবের কারণ হবে। অতএব, এজাতীয় কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা ভাল।"

তারপর, বললেন ঃ "আর ঘুমানো সম্পর্কে তুমি যা কিছু বললে তার সবই আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আসলে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ঘুমাতে যাবার সময় তোমার অন্তরে যেন

মুসলমানদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ ও দুশমনী না থাকে। তোমার অন্তরে যেন দুনিয়া ও ধন-সম্পদের লোভ না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ অন্তরে থাকা অবস্থায় ঘুমাতে যাবে।"

শেখ জুনাইদ বাগদাদী বোহ্লূলের হাতে চুম্বন করলেন এবং তাঁর জন্যে দোআ করলেন। মুরীদগণ আগে বোহ্লূলকে পাগল মনে করলেও এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং শেখ জুনাইদ ও বোহ্লূলের কথোপকথন শুনে নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে লাগলেন এবং তাঁদের পূর্ববর্তী আমলসমূহ অর্থহীন মনে হতে লাগল। তাঁরা বোহ্লূলের কথা (আহ্লে বাইতের শিক্ষার) অনুযায়ী আমল করতে শুরু করলেন।

জ্ঞানী-বোহ্লূলের চার'টি রুহানী নসিহত আবদুল্লাহ্ মোবারকের প্রতি

আবদুল্লাহ্ মোবারক নামে সে যুগের এক বিখ্যাত ব্যক্তি বোহ্লূলের সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে মরুভূমিতে গিয়ে দেখা পেলেন। দেখলেন বোহ্লূল খালি মাথায় ও নগ্নপদে মরুভূমিতে বসে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে জিকির করছেন।
মোবারক তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। বোহ্লূলও সালামের জবাব দিলেন।

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "বোহ্লূল! আমাকে এমন কিছু নসিহত করুন যাতে এ দুনিয়ায় গুনাহ্ হতে মুক্ত থেকে জীবনযাপন করতে পারি। কারণ, আমি একজন গুনাহ্গার ব্যক্তি এবং কিছুতেই গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে পারি না। আমাকে কোন পথ দেখিয়ে দিন; আশা করি আপনার পবিত্র মুখের নসিহতে আমি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে পারব।"

বোহ্লূল বললেন ঃ "দেখ, আবদুল্লাহ্! আমি নিজেই দিশাহারা ব্যক্তি; নিজের চিন্তায় অস্থির। আমার কাছে তুমি কি আশা করতে পার? আমার যদি বুদ্ধি-জ্ঞান থাকত তাহলে লোকেরা আমাকে পাগল বলত না। পাগলের কথায় কি ফায়দা? এতে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয় না। তুমি বরং অন্য কারো কাছে গিয়ে নসিহত চাও?"

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "বোহ্লূল! লোকেরা পাগল বললেও পাগল যখন নিজের ব্যাপারে সতর্ক তখন সত্য কথা পাগলের কাছ থেকেই শোনা উচিত।"

এ কথায় বোহ্লূল চুপ করে রইলেন। তখন আবদুল্লাহ্ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন ঃ "বোহ্লূল! আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না; অনেক আশা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। আমি আন্তরিক বিশ্বাসে ও এখলাসের সাথে অনেক দূর থেকে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। আমাকে পথ দেখিয়ে দিন। কেন চুপ করে আছেন?"

বোহ্লূল মাথা তুললেন, বললেন ঃ "আবদুল্লাহ্। প্রথমে আমার সাথে অঙ্গীকার কর যে, এই পাগলের কথা স্বীকার কাজ করবে। তাহলে আমি তোমাকে এমন নসিহত করব যা তোমাকে সঠিক পথে ধরে রাখবে এবং তোমার আর গুনাহ্ হবে না। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে চারটি শর্ত দেব; এ চারটি শর্ত তোমাকে মেনে চলতে হবে।"

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার দেয়া চারটি শর্তই মেনে চলব; এবার বলুন শর্তগুলো কি।"

বোহ্লূল বললেন ঃ "প্রথম শর্ত এই যে, তুমি যখন গুনাহ করবে এবং আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ করবে তখন তাঁর দেয়া রুজী ভোগ করবে না।"

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "তাহলে কার দেয়া রুজী ভোগ করব?"

বোহ্লূল বললেন ঃ "তুমি তো বুদ্ধিমান লোক; বিচারবুদ্ধির অধিকারী। অথচ এটা কি করে ঠিক মনে কর যে, নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ্ বলে দাবী করবে, আর সেই সুবাদে তাঁর দেয়া রুজী বোগ করবে, আবার তাঁরই হুকুম অমান্য করবে! একটু ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতার সাথে ভেবে দেখ, এটা কি বান্দাহ্ বা গোলাম হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?ঃ

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "ঠিক বলেছেন। এবার দ্বিতীয় শর্ত বলুন।"

বোহ্লূল বললেন ঃ "দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যখন আল্লাহর নাফরমানী করতে চাইবে তখন আল্লাহর রাজত্বে না থাকার চেষ্টা কর।"

আবদুল্লাহ বললেন ঃ "এটা তো প্রথম শর্তের চেয়েও কঠিন। সর্বত্র আল্লাহর রাজত্ব; সকল জমিনই আল্লাহর; তাহলে কোথায় যাব?"

বোহ্লূল বললেণ ঃ "এটা খুবই জঘন্য কাজ যে, তাঁর দেয়া রেজেক ভোগ করবে এবং তাঁরই রাজত্বে থাকবে অথচ তাঁর হুকুম মানবে না। একটু ইনসাফের সাথে চিন্তা করে দেখ, বান্দাহ, বা গোলাম হওয়ার সাথে এটা কি সামঞ্জস্যশীল?" আর আল্লাহ্ তো বলেই দিয়েছেনঃ "নিঃসন্দেহে তাদেরকে তো আমাদেরই দিকে ফিরে আসতে হবে; অতঃপর নিঃসন্দেহে আমাদেরই ওপর তাদের হিসাব-নিকাশের এক্তিয়ার বর্তাবে।" (সূরা-গাশিয়াহ্, আয়াত-২৫-২৬)

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "তৃতীয় শর্তটি কি?"

বোহ্লূল বললেন ঃ "তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যখন গুনাহ্ করতে চাইবে– আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ করবে তখন এমন এক জায়গায় লুকিয়ে তা করবে যেন আল্লাহ দেখতে না পান এবং তুমি কি করছ তা জানতে না পারেন। অতঃপর যা খুশী তাই কর।"

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন ও দেখেন; তিনি সর্বত্র উপস্থিত, সবকিছুর পর্যবেক্ষক। বান্দাহ্ যা কিছু করে তিনি তার সবই দেখতে পান।"

বোহ্লূল বললেন ঃ "দেখা যাচ্ছে তুমি একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান লোক। তুমি নিজেই জান যে তিনি সর্বত্র উপস্থিত ও সবকিছুর পর্যবেক্ষক এবং সবকিছু জানেন । ভেবে দেখ, এটা কেমন জঘন্য কাজ যে, তাঁর রেযেক ভোগ করবে, তাঁর রাজত্বে থাকবে, অথচ তাঁরই উপস্থিতিতে তাঁর নাফরমানী করবে যা তিনি দেখতে ও জানতে পারবেন; আর এরপরও তুমি নিজেকে তাঁর বান্দাহ্ বলে দাবী করবে! আর আল্লাহ্ তাআলা তো কুরআনে মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ "জালেম গুনাহ্গাররা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে বে-খবর মনে করো না।" (সূরা-ইবরাহীম, আয়াত-৪২)

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "ঠিকই বলেছেন। এবার চতুর্থ শর্ত বলুন।"

বোহ্লূল বললেন ঃ "চতুর্থ শর্ত এই যে, হঠাৎ করে যখন মৃত্যুর ফেরেশতা এসে হাযির হবে তখন তাঁকে বলবে ঃ একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং সকলের কাছ থেকে দাবী-দাওয়া ও অভিযোগের ক্ষমা চেয়ে আসি, আর আখেরাতের জন্যে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে আসি; এরপর আমার প্রাণ হরণ করো।"

আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ "এটা সবচেয়ে কঠিন শর্ত। কারণ, ঐ সময় মৃত্যুর ফেরেশতা কাউকেই অবকাশ দেয় না।"

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "ওহে বুদ্ধিমান লোক! তুমি এটাও জান যে, মৃত্যুকে এড়াবার কোন পথ নেই এবং মৃত্যুর ফেরেশতা হাযির হবার পর এক মুহূর্তও অবকাশ দেয় না। আর আল্লাহ্‌ তাআলাও এরশাদ করেছেন ঃ "যখন তাদের শেষ সময় এসে হাযির হবে তখন এক মুহূর্ত অগ্র-পশ্চাত হবে না।" (সূরা-আ'রাফ, আয়াত-৩৪); অতএব, আবদুল্লাহ্‌! পাগলের কাছ থেকে সঠিক (হক) কথা শোন এবং শৈথিল্য ও উদাসীনতার নিদ্রা হতে জাগ্রত হও। গর্ব-অহঙ্কার ও হীনতা-নীচতা থেকে মুক্ত হও। পরকালের কাজে যত্নবান হও। কারণ, তোমার সামনে এক দীর্ঘ পথ পড়ে আছে; অতএব, এই সংক্ষিপ্ত জীবন থেকে সে পথের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। আজকের কাজ কালকের জন্যে রেখে দিও না। কারণ, তোমার জীবনে কালকে না-ও আসতে পারে। অতএব, এখনকার এই মুহূর্তটাকে মূল্যবান মনে কর এবং আখেরাতের কাজে শৈথিল্য করো না। কালকে যাতে সেখানে লজ্জিত না হতে হয় সে লক্ষ্যে আজকেই আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।" আব্দুল্লাহ, এ হৃদয়স্পর্শী নসিহত শুনে মাথা নত করলেন এবং চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "আবদুল্লাহ! তুমি এই পাগলের কাছে এমন উপদেশ চেয়েছ যা আগামীদিন তোমার কাজে আসবে। শোন, তোমার জন্যে এমন কিছু বলতে চাই যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। তুমি মাথা নীচু করে আছ কেন? কিয়ামতের দিন যখন হিসাব নেয়া হবে সে সম্পর্কে ভাবছ? নাকি আযাবের ফেরেশতার প্রশ্ন সম্পর্কে? আজ যদি এখানে তোমার হিসাব-নিকাশ পরিস্কার থাকে তাহলে সেখানে তোমার ভয়ের কি আছে?

আবদুল্লাহ্‌ মাথা তুলে বললেন ঃ "বোহ্‌লূল! আপনার হৃদয়স্পর্শী নসিহত মন-প্রাণ দিয়ে শুনেছি এবং চারটি শর্তকেই মেনে নিয়েছি।

বোহ্‌লূল বললেন ঃ "আবদুল্লাহ্‌! বান্দাহ্‌ যা কিছু করবে কেবল আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যেই করবে। তেমনি যা কিছু বলবে ও শুনবে তা-ও আল্লাহর হুকুমের অনুবর্তী হয়ে। আর এ ধরনের বান্দাহ্‌ই হচ্ছে আল্লাহর বান্দাহ্‌ ।"(সূত্রঃ-জ্ঞানী বোহ্‌লূল ও খলীফা হারূন, পৃষ্ঠা- ৮৯-৯৪)

"উপসংহার"

"আম্‌র বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার"
"সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ"

"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়েত মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবে তা বিস্তারিত (হক কথা) বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়।" (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৫৯)

"নিশ্চয় যারা গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ্‌ কিতাবে নাযিল করেছেন (হক কথা) এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজেদের পেটে আর কিছুই পুরতেছে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এরাই হল সে সকল লোক যারা হেদায়াতের

বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাব খরিদ করেছে। হায়! কতই না ধৈর্যশীল তারা আগুনের উপর"! (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৭৪-১৭৫)

হায় আফসোস! সেই সব দরবারী আলেমদের জন্য যারা জেনে-বুঝে (হক কথা) ইল্‌ম গোপন করে "কোর্‌আন পরিপন্থি রাজতন্ত্রী রাজা-বাদশাদের খুশি করার জন্য অনন্তকালের আগুনকে বরণ করে নিচ্ছে"। যাদের নিকট সামান্যতমও কোরআন-হাদীসের ইলম বা জ্ঞান রয়েছে তা গোপন করার বা সঠিক ভাবে প্রকাশ না করার কারণে সমাজে ফেৎনার আগুন জ্বলছে, আর সেই ফেৎনার আগুনে আমরা সবাই জ্বলে পুড়ে মরছি, তা সঠিকভাবে যানা ও প্রকাশ করা আমাদের সবার কর্তব্য। (সঠিক ইতিহাস পড়ুন ঃ খেলাফত থেকে রাজতন্ত্র ঃ হিজাজ ফিরিয়ে দাও; লেখকঃ- আবু আদনান, (২০০৪ইং), প্রকাশকঃ চিন্তাধারা, ৪৫, বাংলাবাজার; মুসলিম বিশ্বে বৃটিশ গুপ্তচর হ্যামফারের মৃতিকথা (বাংলা অনুবাদ-নূর হোসেন মজিদী); ।

আল্লাহ্‌'তায়ালা, আল-কোর্‌আনে বলেছেন, যারা (হক কথা) ইলম বা জ্ঞান গোপন করে তারা আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষন করে না। কারণ তারা "(পেট্রো ডলারের কাছে তাদের ঈমান বিক্রী করে দিয়েছে)"। সুতরাং যে আগুনকে আমরা এক সেকেন্ডের জন্যও সহ্য করতে পারি না, তা খেয়ে কি করে বাঁচতে পারবো! তাই চিন্তা করতে বলবো তাদেরকে যাদের নিকট সামান্যতমও পবিত্র কোরআন-হাদীসের ইলম বা জ্ঞান রয়েছে। যেহেতু আলেমদের কথাই সাধারণ মুসলমানেরা শোনে, তাই সঠিক জ্ঞান বা ইলম জানা লোক "আহ্‌লে বাইতের ফজিলত" গোপন করলে শুধু আলেমগনই ক্ষতিগ্রস্থ হন না, ক্ষতিগ্রস্থ হয় গোটা জাতি। তাই আল্লাহ্‌ সাবধান করে দিলেন, এই কাজটা করে কেউ পেটে আগুন ভর্তি কোরো না। কারণ তারা তো হেদায়াত বিক্রি করে তার বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার পরিবর্তে আযাবকে বরণ করে নিয়েছে।

এদের দুনিয়ার ব্যবসাটা হলো এমন, যেন 'বাজারে এক বাক্স ভর্তি সোনা নিয়ে গেল বিক্রি করতে, আর তা বিক্রি করে, এক বাক্স ছাঁই কিনে নিয়ে এলো।' এই ব্যবসাই তারা করে যাচ্ছে। কাজেই তাদের মতো কপালপোড়া আর কে হতে পারে? 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিবেকের হক আদায় করুন', ইলম ও সত্য সাক্ষ্য "মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইতের ফজিলত" গোপন করার কারনে পবিত্র ইসলাম ধর্মে উম্মত তিন কুড়ি তের (৭৩) ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখিন।

ইল্‌ম সঠিক জ্ঞান গোপন করার ক্ষতি হচ্ছে, সাধারণ মানুষ সত্যিকার অর্থে পবিত্র কোর্‌আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, বরং যা বুঝা দরকার তার উল্টোটা বোঝে। অনেক লোকের মন হেদায়াত গ্রহণের উপযোগী থাকা সত্ত্বেও তারা হেদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। কিছু দরবারি আলেমদের মিথ্য প্রচারনা ও প্রপাগান্ডার কারনে।

আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা মূর্খের ন্যায় এতটা সীমালংঘন করছি যে, আলোচনা ও বিতর্কের সীমা পেরিয়ে তা অস্ত্র ধারন ও একে অপরকে আক্রমনে পর্যবসিত হচ্ছি। এক মুসলমান ভাই আরেক মুসলমান ভাইকে হত্যা করতে মেতে উঠছে কিন্তু পবিত্র কোরআনের ঘোষণা "কোন মোমিনকে যে ব্যক্তি জেনেশুনে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম সে সেখানে চিরস্থায়ী হবে তার উপর আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাত) এবং তার জন্য বড় ধরনের আযাব তৈরি করে রেখেছেন।" (সূরা-নিসা, আয়াত-৯৩); আরো এরশাদ হচ্ছেঃ "কেউ কাউকে

প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।" (সূরা–মায়দা, আয়াত-৩২); মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, "একজন মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার হাত এবং মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।" সূত্রঃ-সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-১, হাঃ-৯-১০, (ই,ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-১, হাঃ-৬৯-৭০, (ই,সেন্টার);। আজ আমরা সবাই নিজেকে প্রশ্ন করি আমরা কোন কাতারের মুসলমান? এই মহা-সমস্যাটি সেই অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই মহা-সমস্যা একদিকে আমাদের চিন্তার দিকে আহবান করছে অন্যদিকে আমাদের অন্তরকে দুঃখভারাকান্ত করছে এ মহা-সমস্যার কারণ কি? কারণ একটাই আমরা মহানবী (সাঃ)-এর সেই সাবধান বাণী ভুলে গিয়েছি বা অনুসরণ করছি না, যা তিনি বিদায় হজ্বে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবাদের মাঝে ঘোষণা করেছিলেন।

হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাক (অনুসরণ কর) তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আর যদি একটিকে ছাড় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তার প্রথমটি হচ্ছে "আল্লাহ্র কিতাব (কোর্আন) দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার ইতরাত, আহ্লে বাইত" [(আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ)] এ দু'টি কখনই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবে। তাদের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ কর এটা আমি দেখবো। সূত্রঃ-সহীহ্ তিরমীজি, খঃ-৬, হাঃ-৩৭৮৬- ৩৭৮৮, (ই,ফাঃ); মেশকাত, খঃ-১১, হাঃ-৫৮৯২-৫৮৯৩, (এমদাদীয়া); তাফসীরে মাজহারী, খঃ-২, পৃঃ-১৮১, ৩৯৩, (আল্লামাহ সানাউল্লাহ পানিপথি, ইফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, হাঃ-৬০০৭, ৬০১০, (ই,ফাঃ); সহীহ্ মুসলিম, খঃ-৫, পৃঃ- ৩৭৪-৩৭৫, হাঃ-৬১১৯-৬১২২, (আহ্লে হাদীস লাইব্রেরী); তাফসীরে হাক্কানী (মাওলানা শামসুল হক ফরীদপূরি) পৃঃ-১২-১৩ (হামিদীয়া); তাফসীরে নূরুল কোর্আন, খঃ-৪, পৃঃ-৩৩, খঃ-২২, পৃঃ-১৭ (মাওলানা আমিনুল ইসলাম); মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ-৩, পৃঃ-১১৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী); ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ-১, পৃঃ-৫৬৬; ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃঃ-১৪১, (মূল-আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী, অনুবাদ-মোঃ মাঈনউদ্দিন); সিলসিলাত আল আহাদিস আস সাহীহাহ্, নাসিরউদ্দিন আলবানী, কুয়েত আদদ্বার আস সালাফীয়া, খঃ-৪, পৃঃ-৩৫৫-৩৫৮, হাঃ-১৭৬১, (আরবী); (নাসিরউদ্দিন আলবানীর মতে এই হাদীসটি সহীহ্)।

মহানবী (সাঃ) সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌছিয়ে দেয়, কেননা যাদের কাছে পৌছানো হবে, তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন আছে যে, শ্রবণকারীর চাইতে সংরক্ষণের দিক থেকে অধিক যোগ্য। আর তোমরা যেন আমার পরে কাফের হয়ে যেও না।" অর্থাৎ কুফরী আচরণে তৎপর হয়ো না। সূত্রঃ-সহীহুল বুখারী, খঃ-২, হাঃ-১৭৩৯-১৭৪১, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স); সহীহ্ আল বুখারী, খঃ-২, হাঃ-১৬১৯-১৬২১, (আধুনিক, ১৯৯৮ইং); সহীহ্ বোখারী, খঃ-৩, হাঃ-১৬৩০-১৬৩২, (ই,ফাঃ, ২০০৩ইং); সহীহ বোখারী শরীফ, পৃঃ-২৭৭, হাঃ-১৬১৯-১৬২১ (সকল খন্ড একত্রে, তাজ কোং, ২০০৯ ইং) ।

মহানবী (সাঃ) সমগ্র মানবজাতিকে এক আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ঘোষণা করে মানবজাতির ঐক্য, সাম্য, ভাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের কথা ঘোষণা করে গেছেন। তিনি মানব জাতিকে "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা হিসাবে ঘোষণা করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে "আ'মালে সালেহ্'র" মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলের তথা "ইনসানে কামেল" হওয়ার এক সুষ্ঠ নীতিমালাও ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আমরা মুসলমানেরা কি সেই মহান

নেয়ামত তথা নবী করিম (সাঃ)-এর সাবধান বাণী "হাদীসে সাকালাইন" "পবিত্র কোর্আন ও ইতরাত, আহ্লে বাইত" এর আদর্শ সংরক্ষণ করতে পেরেছি?

আলেম সমাজের একটা অংশ হক এবং বাতিলকে এক সঙ্গে মিশিয়ে এমন জগাখিচুরী করে ফেলেছে যে, কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোককে তাদের মনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেয়ে যেতে হচ্ছে।

আলেম সমাজের আরেকটা অংশ এমন ফতোয়া দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছেন যে, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। যার ফলে সাধারণ মানুষেরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তারা সত্য এবং মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারছেন না।

কিছু আলেমদের কর্মকান্ড দেখে, আজ আমরা সাধারণ মানুষেরা পেরেশান। ধর্মব্যবসায়ীরা সর্বত্র ধার্মিকদের ঠকাচ্ছে, দুনিয়ার শক্তিধররা **"Divide and Rule"** পলিসি'র মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানজাতিকে করে রেখেছে বহুধা–বিভক্ত। নানা প্রশ্নে জড়িয়ে একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দিয়ে মুসলমান জাতির ঐক্যের শক্তিকে ভেঙ্গে করেছে খান খান। যারা একাজ করছেন, তারা আসলে "ইসলামী লেবাসে ইহুদি-নাসারাদের এজেন্ট"।

বিশ্বের মুসলমানজাতির বিবেকের কাছে আকুল আবেদন, খুঁজে দেখুন! কী সেই কারন। বিশ্ব মানবতার মুখাবয়ব দেখার আয়না মুসলিম উম্মাহ্ আজ ৭৩ খন্ডে খন্ডিত মূল্যহীন কাচের টুকরার মতো। অতএব, আর নয়, এই ঘুমিয়ে থাকা! আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিবেকের হক আদায় করুন, কী সেই জটাজাল যা জড়িয়ে রেখেছে আমাদেরকে? আমরা কি নিজেরাই ঘুমিয়ে আছি? নাকি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে কেউ আমাদেরকে? আমরা জেগে উঠলে কার কী ক্ষতি আর আমাদের কী লাভ? আমরা কি নিজেদের আত্মমর্যাদায় কোন চেতনাই রাখি না?

আমি এ মহা-সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে চেয়েছি। কিন্তু আফসোস! এক মুসলমানের বিরুদ্ধে অপর মুসলমানের রুদ্ধরোষ যেন থামে না কিছুতেই। সকলেই মুখোমুখি পরাজয় বরণ করতে চায় না কেউই! দুনিয়ার এই রূপ–রস গন্ধে ভরা লোভনীয় জীবন হাতছানি দিয়ে প্রতিনিয়ত ডাকছে আমাদের সবাইকে। সর্বদা প্রলুব্ধ করছে ভোগ–বিলাসে মত্ত হয়ে সেই মহা-সত্যকে ভুলে থাকতে যে, এই মোহময় মায়ার জীবন ক্ষণিকের মাত্র–এ নয় চিরস্থায়ী। বিদায়ের সেই নির্ধারিতক্ষন ঠিক ঠিক উপস্থিত হয়ে যাবে। মৃত্যুর ফেরেস্তা ছিনিয়ে নেবে প্রাণ। ঠিক সেই মূহুর্তে কেউ বলে উঠবে! "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন"।

মুক্তচিন্তার মানুষের কাছে আমার অনুরোধ! হৃদয়ের কান দিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন! সুখ–শোভা বিলাস বৈভবের এই দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে আমরা ভুলে যাই, মহান আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্বের কথা। দম্ভ–অহংকার পরিহার করে অন্যায় অত্যাচারের ঘোর অন্ধকার অপসারিত করে, ন্যায়–ইনসাফ এবং সুবিচারের সুবাতাস বইয়ে দিতে হবে সর্বত্র।

এ দায়িত্বের কথা ভুলিয়ে দিতেই ষড়যন্ত্রকারীরা সর্বদা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ ষড়যন্ত্র থেকে সর্তক না থাকাই সর্বনাশের মূল। তাই বলছি সময় থাকতে হুঁশিয়ার। এ কথা কি আজও জ্ঞানানুসন্ধিৎসু মানুষেরা বুঝবার চেষ্টা করবেন না? তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র সকল বিবেচনা সম্পন্ন বান্দার নিকট, গভীর আশায় বুক বেঁধে এই আহবান রেখে যাই। বিভেদ

অনৈক্য ভূলে অসত্যকে পরাভূত করে এক অভিন্ন ঐক্যের পথে এগিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌'তায়ালা আমাদের যে অবকাশ দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাবার আগেই।

সুতরাং আজকের মুক্তচিন্তার মানুষগণ যখন এ মহাসত্য "আহ্‌লে বাইতের ফজিলত" জানবেন, তখন আশা করা যায়, তারাও সকল সংকীর্ণতা ঝেড়ে মুছে ফেলে, "মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত (আঃ)-এর উসিলায় সিরাতে মুস্তাকিমের" পথের আশ্রয় নেবেন। কারন "আহ্‌লে বাইতের পথই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম" এবং আজকের যুগে জ্ঞানার্জন-এর প্রদীপ জ্বেলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আহ্‌লে বাইতের ফজিলতকে প্রচার-প্রসার করার কাজে যারা গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাদের জন্য "যাজাক আল্লাহ্‌ খেইর" তাতে আশা করা যায়, "মহানবী (সাঃ)-এর ইতরাত, আহ্‌লে বাইতের ফজিলত" গোপনকারীদের ব্যবসা আর বেশি দিন চলবে না।

যারা সত্যকে জেনেও প্রত্যাখ্যান করেন, তাদের পরিনাম ফল ধ্বংস ছাড়া আর কি হতে পারে? যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সত্যকে মিথ্যার সিন্দুকে আটকিয়ে রাখা যায় না। সত্য আপন মহিমায় প্রকাশিত হবেই। **'Truth Shall Prevail'** তাই নবী করিম (সাঃ)-এর আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁর সকল আদেশ নিষেধ উপদেশ মান্য করতে হবে। নচেৎ প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না। বরং পথভ্রষ্ট হতে হবে। অতএব, মুমিন হতে হলে, পুলসিরাত অতিক্রম করতে হলে এবং জান্নাতে যেতে হলে, "জান্নাতের সর্দারদের আহ্‌লে বাইতদের, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসেইন" (আঃ)-দের জানতে হবে এবং তাঁদেরকে আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসতে হবে ও তাঁদের প্রদর্শিত "সিরাতে মুস্তাকিমের" পথ অনুসরণ করতে হবে, তা'হলেই নিশ্চিত নাজাত। পরিশেষে এটাই বলতে চাই, আল্লাহ্‌'তায়ালা আমাদের যে অবকাশ দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাবার আগেই। দেখুন! বিচার করুন!! এবং সিদ্ধান্ত নিন!!!' "মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইত (আঃ)-ই নাজাতের উসিলা।"

আল্লাহ্‌ যেন সকলকে "সিরাতে মুস্তাকিমের" সত্য পথ বুঝার ও "সিরাতে মুস্তাকিমের" সত্য পথে চলবার তৌফিক দেন–আমিন।

নং	নাম মোবারক	জন্ম তারিখ	শাহাদাত-এর তারিখ
১	ইমাম আলী (আঃ)	১৩ই রজ্জব, পবিত্র কাবার অভ্যন্তরে (৬০০ খ্রিঃ)	২১শে মাহে রমজান, ৪০ হিঃ
২	ইমাম হাসান (আঃ)	১৫ই মাহে রমজান, ৩য় হিঃ	২৮ শে সফর, ৫০ হিঃ
৩	ইমাম হোসাইন (আঃ)	৩রা শাবান, ৪র্থ হিঃ	১০ই মুহররম, ৬১ হিঃ
৪	ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ)	১৫ই জামাদিউল আউয়াল, ৩৮ হিঃ	২৫ শে মুহররম, ৯৫ হিঃ
৫	ইমাম মুহাম্মদ বাক্বের (আঃ)	১লা রজ্জব, ৫৭ হিঃ	৭ই জিলহজ্ব, ১১৪ হিঃ
৬	ইমাম জাফর আস-সাদেক্ব (আঃ)	১৭ই রবিউল আউয়াল, ৮৩ হিঃ	১৫ই শাওয়াল, ১৪৮ হিঃ
৭	ইমাম মুসা কাজিম (আঃ)	৭ই সফর, ১২৯ হিঃ	২৫শে রজ্জব, ১৮৩ হিঃ
৮	ইমাম আলী রেজা (আঃ)	১১ই জিলক্বাদ, ১৪৮ হিঃ	১৭ই সফর, ২০৩ হিঃ
৯	ইমাম মুহাম্মদ তাক্বী (আঃ)	১০ই রজ্জব, ১৯৫ হিঃ	৩০শে জিলক্বাদ, ২২০ হিঃ
১০	ইমাম আলী নাক্বী (আঃ)	৫ই রজ্জব, ২১২ হিঃ	৩রা রজ্জব, ২৫৪ হিঃ
১১	ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)	১০ রবিউস সানি, ২৩২ হিঃ	৮ই রবিউল আউয়াল, ২৬০ হিঃ
১২	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	১৫ই শাবান, ২৫৫ হিঃ	লোক চক্ষুর অন্তরালে আছেন যখন আল্লাহ্‌র হুকুম হবে জুহুর (পদার্পন) করবেন।

★★★★★

১২ ইমামের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ